ভদ্রার্জ্জুন

(পৌরাণিক দৃশ্যকাব্য)

শ্রীতারাপদ রায় ভক্তিভূষণ প্রণীত

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই
১৩৬৭

উৎসর্গ

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

স্বর্গীয়

পিতৃদেবের

প্রীত্যর্থে

ভক্তি-অঞ্জলি

ভদ্রার্জ্জুন

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

মহাদেব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কার্ত্তিকেয়, দুর্ব্বাসা, ব্যাস, বাসুদেব, বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, ভাগ্যচক্র, ভীষ্ম, কর্ণ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, দণ্ডী, বাসুকি, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, ভগদত্ত, অশ্বত্থামা, সারথি, যাদব-যুবকগণ, ঋষিগণ, সৈন্যগণ, দৌবারিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

সুভদ্রা, সত্যভামা, রুক্মিণী, দৈবকী, উত্তরা, উর্ব্বশী, রঙ্গমতি, জরৎকারু, যাদব-রমণীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রৈবতক পর্ব্বত-সানুপ্রদেশস্থ সমুদ্রতীর।

সূর্য্যাস্তগামী সমুদ্র-শোভা দর্শনে মুগ্ধা সুভদ্রা ধীরে ধীরে গাহিতেছিলেন।

গীত।

বারিধির বুকে সোনার কিরণ, দিনমণি যায় ডুবিয়া।
ধীরে নেমে আসে সাঁঝের ছবিটী গৈরিক বাস পরিয়া॥
একটী হিল্লোল নাহি ওই দূরে, উঠে না কল্লোল তরঙ্গের হারে.
দিক্‌রেখা-কোলে হৃদয়ে হৃদয়ে গিয়াছে কেমন মিশিয়া॥
কি মহা-মিলনে নীলাম্বু-অম্বর অনন্ত প্রেমেতে মগন ;—
যেন রিক্ত করিয়া এ মর বিশ্ব, সকলি দিয়াছে সঁপিয়া॥
আছে স্তব্ধ স্থির শুধু প্রশান্তের প্রীতি, নিখিল ভুবন ভরিয়া।
গগনে জীবনে মধুর হাসিটী রেখেছে স্বপন সৃজিয়া॥

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্যভামা। সুভা, বোন্!

সুভদ্রা। (সচকিতে) কে, বৌদিদি! যাই।

সত্যভামা। (সুভদ্রার চিবুক স্পর্শ করিয়া)
আচ্ছা সই, উদাস হ'য়ে কি ভাবিস্ বল্ ত? এখানে এলে একেবারে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়িস্!—ব্যাপার কি লা?

সুভদ্রা। তোমার প্রাণে কি সৌন্দর্য্য-পিপাসা নেই বৌদি? দেখ, দেখ, বারিধির ঐ সুনীল জলরাশির উপর অস্তগামী সূর্য্যের কনক-কিরণে বিভূষিতা তরঙ্গলীলা কি সুন্দর! সমুদ্র কত আকাঙ্ক্ষার উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে, শোভাময় রৈবতককে আলিঙ্গন করতে ছুটে আস্‌ছে! আর তার ব্যাকুল আগ্রহ, বার বার বেলা-বক্ষে প্রতিহত হ'য়ে ব্যর্থ হচ্ছে, তবু তার সে প্রেমোন্মাদনার শান্তি নেই—সমাপ্তি নেই!

সত্যভামা। একেবারে প্রেমের ভাবে ভরপুর!

সুভদ্রা। আবার ঐ দেখ বৌদিদি, দূরে,—বহু দূরে, দিক্‌চক্র রেখার ঐ দূর সীমান্তে, সিন্ধুর এ উচ্ছৃঙ্খল উন্মাদনার কোন চিহ্ন নাই—ধীর, স্থির, গম্ভীর ও প্রশান্ত। নভো-নীলিমার সঙ্গে মিলনে দু'জনেই একাকার হ'য়ে, নিজের সত্তা হারিয়ে আপনাকে অসীম শূন্যে বিলিয়ে দিয়েছে।

সত্যভামা। বা, রসিকা কবি ঠাকরুণ! আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রে, সলিলে সব তাতেই যে প্রেমের মহা-মিলনের স্বপ্ন দেখছ। বলি, চাঁদ ও চকোরের মিলনটা দেখেছ কি? তা এখন ঘরে চল,

চাঁদ ও চকোরের মিলনটা যাতে শীঘ্র শীঘ্র বুঝতে পার, তার জন্য তোমার গুণধর দাদাকে অনুরোধ করব।

সুভদ্রা। ভারি দুষ্ট তুমি! যাও!

সত্যভামা। তবে যাই, তোমার দাদাকে বলি গিয়ে, তোমার প্রেমময়ী ভগিনীটী মিলনের জন্য ক্ষিপ্ত!

সুভদ্রা। তোমার পায়ে পড়ি, বৌদি, দাদার কাছে মিছামিছি কিছু লাগিও না।

সত্যভামা। আচ্ছা, আচ্ছা— সত্যিই না হয় বলব। এখন চল, সন্ধ্যা হ'য়ে এল। কচি খুকী, মিলনের স্বপ্নে বিভোরা, আবার ন্যাকামো! রোগ যখন ধরা পড়েছে, তখন ঔষধের ব্যবস্থাও হচ্ছে। তোমার মধুমিলনের বঁধুও আস্‌বে আর আমাদেরও প্রচুর মিষ্টান্ন ভক্ষণের—

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ও সত্যভামার অলক্ষ্যে সুভদ্রার প্রস্থান)

শ্রীকৃষ্ণ। কি গো, মিষ্টান্নগুলো কি একা একাই ভক্ষণ করছ?

সত্যভামা। একা কেন? শ্রীগোবিন্দের প্রাণের ভগ্নীও যে সঙ্গে আছেন। বল্ না সুভা, একাই খাচ্ছি?

(সুভদ্রার উদ্দেশে হস্ত প্রসারণ করিয়া লজ্জিত হইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রা কৈ? হাসালে যা হ'ক্।

সত্যভামা। যেমন ভাই তেমনি বোন ত? সমান শঠের ধাড়ি! পোড়ারমুখী কেমন বে-মালুম স'রে পড়েছে!

শ্রীকৃষ্ণ। নাও, শিকার যখন হাতছাড়া, তখন আর আমাকে কটাক্ষ-শরে বিঁধে কি হবে? একের অপরাধে অন্যের শাস্তি! থাক্, শোন

ভামা, তোমায় আজ সকলের আগে একটি সু-খবর দিই। শুন্‌লে নিশ্চয় তুমি খুব সুখী হ'বে।

সত্যভামা। কি কথা বল না ?

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, বহু তীর্থ পর্য্যটন ক'রে সখা অর্জ্জুন প্রভাসে এসেছে। কাল প্রভাতেই তাকে এখানে নিয়ে আসি। কি বল, তুমি তাকে গ্রহণ কর্‌তে রাজী ?

সত্যভামা। (ভ্রূকুটী করিয়া) যা গ্রহণ স্পর্শ হয়েছে, তাতে এখন মুক্তি হলেই বাঁচি। তবে যদুপুরে রাহুর স্পর্শের অভাব হ'বে না। ষোলকলায় পূর্ণা, পূর্ণচন্দ্রসমা ভগ্নীটি রয়েছেন, গ্রহণের আবার ভাবনা ? তবে খুব মজা হবে কিন্তু।

শ্রীকৃষ্ণ। কি মজা হ'বে, ভামা ?

সত্যভামা। ঠাকুরঝির কৌমার্য্য-ব্রতের উদযাপন, আর আমাদের সকলের মিষ্টান্ন ভক্ষণ, উৎসব, আনন্দ. প্রসাধন, কল—কলহ করণ, ব্যস্ত হওন—আর—আর—

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো বাক্যবাগীশ, একটু রসনা সংযত কর। তুব্‌ড়ীতে আগুন দিয়েছে কি ফুর ফুর ফুল কাট্‌তেই লাগল !

সত্যভামা। কি, আমি তুব্‌ড়ী ? আমি ফর্‌ ফর্‌ করি ? আর যদি কথা বলি ত—

শ্রীকৃষ্ণ। আহা—হা ! যাক্‌ কথাটা আগে মন দিয়েই শোন, বোঝ। তুমি ত সুভদ্রাকে জান, সে সংসারে গৈরিক-ধারিণী, ব্রহ্মচারিণী উদাসিনী ! সে কি বিবাহ ক'রে স্বামীকে ভালবাস্‌তে, স্বামীকে মন-প্রাণ সমর্পণ করতে পারবে ? তার লক্ষ্য অসীম অনন্তে। সে যে এ জগতের নয়, সত্যভামা ! সে যে মস্তক—মন্ময় !

সত্যভামা। হাসালে, হাসালে,—নিতান্ত হাসালে! কথা ক'ব না মনে করেছিলাম, কিন্তু এতে কথা না ক'য়ে থাকা অসম্ভব। ভাই-বোনে গোপনে গোপনে এত পিরীত! মস্তক, মন্ময়,—সোজা বলে ফেল্লেই হয়, এক-মন এক-প্রাণ!

শ্রীকৃষ্ণ। তাই ভামা! ভদ্রার স্বাতন্ত্র্য নাই। তার প্রেম, ভক্তি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সত্য, সরলতা, আমার সমস্ত হৃদয়টা জুড়ে আছে। সে আমার শুধু ভগ্নী নয়—শিষ্যা নয়—সে—

সত্যভামা। আমি ত তুবড়ী—কিন্তু হাউই মশায়, আপনার ফোঁস-ফোঁসানিটা থামান—একেবারে তীব্র গতি! সাবাস! আমরা তা হ'লে ঠাকুরের খোলসটা দেখেই মজে আছি—ভেতর ফাঁক্, —খুব ঠকাতে মজবুত যা হ'ক।

শ্রীকৃষ্ণ। রহস্য রাখ, ভামা! এ মহা সমস্যা! নিষ্কাম ধর্ম্মের উপাসক সুভদ্রা কি সংসারের ভোগ-লালসায় মন দিতে পারবে?

সত্যভামা। সে দোষ কার প্রিয়তম! আশৈশব তুমিই ত তোমার ভগ্নীকে —শিষ্যাকে নিষ্কাম ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়েছ! সৎ, স্বাধীন, বীর্য্যবতী আদর্শ রমণী ক'রে শস্ত্রে—শাস্ত্রে অদ্বিতীয়া ক'রে তুলেছ। সে তার নারী-জীবনের সুখ, শান্তি, ভক্তি, ভালবাসা, জ্ঞান, ধর্ম্ম—যথাসর্ব্বস্ব—ভগবান্-রূপী দাদার চরণে উৎসর্গ ক'রে নিঃস্ব হ'য়ে ব'সে আছে প্রভু তার ইহকাল-পরকাল, ধ্যান-ধারণা যে তুমি! তোমার প্রীতির জন্য, নারীধর্ম্ম রক্ষার জন্য, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সংসার আশ্রম গ্রহণ ক'রে সুভদ্রা স্বামিসেবা ক'রে, স্বামীর প্রিয়সঙ্গিনী হ'তে পারবে না—এও কি কথা? কেন ঠাকুর, আমায় ভোলাচ্ছ? তবে হাঁ, প্রাণের ভগ্নীটী পরে নিলে যদি

প্রাণ কেমন করে, সে কথা হ'ল স্বতন্ত্র। নইলে দেখিয়ে দিতে পারি, গেরুয়া খুলে বিনোদিনী বিনোদ বেণী বেঁধে, সালঙ্কারা সখী আমার সখার পাশে ব'সে কেমন মধুর স্বরে গুন্ গুন্ করছে।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি তা পার? পারবে?

সত্যভামা। গুরুর উপযুক্তা শিষ্যা ত? ভদ্রা ঠাকরুণের গুরুর যত গুণ তা বেশ জানা আছে। এখন শিষ্যার গুণ। তা গুরুর সেবিকার কি কিছুই গুণপণা নেই যে, তার প্রাণসখীকে স্বামিসেবা মন্ত্রে দীক্ষিত করতে পারবে না? তা হ'লে সত্য-ভামার স্বামিসোহাগ, স্বামি-পূজা, স্বামি-অভিমান—সব বৃথা!

শ্রীকৃষ্ণ। এইবার আমি নিশ্চিন্ত। তুমি যখন স্বেচ্ছায় এ ভার গ্রহণ করলে, তখন আর ভাবনা নেই। আমি কালই ভদ্রার বর আনতে যাব।

সত্যভামা। তবে কি সে সৌভাগ্যবান্ পাত্র—সখা অর্জ্জুন?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার অনুমান মিথ্যা নয়। সুভদ্রার উপযুক্ত মনোমত পাত্র অর্জ্জুন ভিন্ন আর কে হ'তে পারে বল? বংশ-গরিমায়, শৌর্য্যে, বীর্য্যে, রূপে, গুণে, সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ বীরকে ভগ্নীদান করা ত ভাগ্যের কথা ভামা! কিন্তু এক ভাবনা, সখা আমার এখন ব্রহ্মচারী, সে কি সুভদ্রার পাণি-গ্রহণে স্বীকৃত হবে?

সত্যভামা। হ্যাঁ গো, হবে—হবে—হবে! জ্বালালে দেখছি! কি আশ্চর্য্য, পুরুষের আবার ব্রহ্মচর্য্য! হাসিও পায়, দুঃখও হয়। ওগো, যোগি-যোগিনীর মিলনে রাজযোটক হ'বে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(প্রভাস—সমুদ্রতীর, কাল প্রভাত)

অর্জ্জুন। পুণ্য তীর্থ পর্য্যটন পরে,
নারায়ণ-পুরে,
আতিথ্য-গ্রহণে নিমন্ত্রণ মোর।
সর্ব্বতীর্থময় শ্রীহরি-চরণে,
প্রদানিয়া তীর্থফল,
ধন্য হ'বে নশ্বর জীবন।
নারায়ণ লইবেন নিজে সখা বলি,
স্বর্গে—রৈবতকে ;
দীনহীন ফাল্গুনীর এত ভাগ্য !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। সব্যসাচি !
ভাগ্য যাদবের ;—
ভারতের অদ্বিতীয় বীর,
পুণ্যপ্রাণ ধনঞ্জয়ে মিত্র বলি,
পাইবে পরম অতিথি যদুপুরে।
যাদবের আতিথ্য
সখা, করহ গ্রহণ।

অর্জ্জুন। এত দয়া,—এত স্নেহ,—
এতই করুণা !

এত অপার্থিব প্রেম—
অকিঞ্চন দাসের উপরে !
লহ দেব, পার্থের প্রণাম।

শ্রীকৃষ্ণ। চল সখা,
সুখ-বাস রৈবতকে।
পুরবাসিগণ প্রতীক্ষায় তব,
আছে চাহি পথপানে ;
কর আজি তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ।

অর্জ্জুন। আজ্ঞাধীন দাসে, দেব,
কেন এ বিনয়ে করিতেছ অপরাধী ?

শ্রীকৃষ্ণ। অতিথির সমাদর,
মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ;
বিশেষতঃ,
তুমি পরিব্রাজক,
পুণ্য-তীর্থ পর্য্যটনে পূত কলেবর,
তব দরশনে
ধন্য হবে দ্বারাবতীবাসী !

অর্জ্জুন। তীর্থ !—
সর্ব্বতীর্থ চরণে তোমার।
ধ্যানের দেবতা,
অর্জ্জুনের অন্তর-বাহির—
কিবা অবিদিত আছে তব ?
অকিঞ্চনে করিয়া করুণা,

সখা বলি নারায়ণ করেছ গ্রহণ,
তবে কেন দাসে, দেব—
অহেতু সম্মান ?

শ্রীকৃষ্ণ। ক্ষৌমবাসে, উপবাসে,
আর কতদিন এরূপে ভ্রমিবে সখা ?
চল,—
শান্তি-নিকেতন—
ব্যাসের আশ্রম
করিয়া দর্শন,
বন্দিয়া মহর্ষি-পদ,
রৈবতকে করিব প্রবেশ।
হের ওই পূর্ব্বপ্রান্তে উদিত ভাস্কর।

(সূর্য্যের ক্রমবিকাশ)

অর্জ্জুন। কি সুন্দর!—
পূর্ব্বাসার দ্বার খুলি
প্রথম অরুণোদয়!
আরক্তিম কিরণ-প্রভায়
বিম্বিত বিশাল বারিধি!
ক্ষুব্ধ তরঙ্গের লীলা,
—কাদম্বিনী-বক্ষে যেন বিজলীর মালা—
ছুটিয়া আসিছে প্রভাসের পাদমূলে
ভক্তি-অর্ঘ্য ল'য়ে।

শ্রীকৃষ্ণ। নব প্রভাকরে
করিতে বন্দনা ওই
আসিতেছে সৌরগণ,
পুষ্প-অর্ঘ্য লয়ে।
ওই শোন,—
সাম-ঝঙ্কারে উঠিল সঙ্গীত।

(ঋষিগণ গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিয়া সূর্য্যোদ্দেশে সমুদ্রবক্ষে পুষ্প-অর্ঘ্য প্রদান করিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সূর্য্যোদয় হইল)

গীত।

হিরণ কিরণ রবি স্ফুরিত গগন গায়।
ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত মর্ত্ত্যে বালার্ক ব্রহ্মরূপায় ॥
সপ্তাশ্ব-যোজিত রথে
সপ্ত সপ্তি মরীচিমান্
সাম-সুসংগীত প্রিয় ব্রহ্মতেজঃ প্রদীপ্তায়।
গ্রহেশ্বর বিবস্বতে
পদ্মহস্ত বিকর্ত্তন
দিবাকর বাঙ্ময় শুচি পিঙ্গল ভুবনময়।
বিভাবসু ত্রিলোকেশ
সবিতা দুষ্কৃতি-হর
কাশ্যপেয় মহাদ্যুতি নমো নমো আদিত্যায়।

[ঋষিগণের প্রস্থান।

(দুর্ব্বাসার প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা। বাসুদেব!
আশীর্ব্বাদ দুর্ব্বাসার করহ গ্রহণ।

শ্রীকৃষ্ণ। (অন্যমনস্কভাবে বলিতে লাগিলেন)
দেখ পার্থ !
কিবা ভ্রম মানবের,—
থাকিতে হৃদয়ে চৈতন্যস্বরূপ আত্মা,
ভুলিয়া তাহারে,
মূঢ়গণ পূজে ওই বিভাবসু,—
পরাধীন নিয়মের বর্ত্তিকা কেবল !
হেন উপদেবতারে পূজে যারা,
তারা কত অর্ব্বাচীন !
ঘোর নাস্তিকতা এই সূর্য্য-উপাসনা।

দুর্ব্বাসা। (সরোষে) এত দম্ভ !
নীচ গোপ-অন্নভোজী,
নন্দের পাদুকাবাহী, কুচক্রী, লম্পট !
নাস্তিকতা সূর্য্য-উপাসনা !
তবে দেখ রে প্রভাব তার,
সূর্য্য-উপাসক কত তেজ ধরে !
মূঢ় ! ছল পাতি উপেক্ষিলি মোরে,
ছল পাতি ইষ্টনিন্দা করিলি দুর্ম্মতি,
দুর্ব্বাসার আশীর্ব্বাদ ঠেলি ;—
ভুঞ্জিবি দারুণ ফল
কৃষ্ণ ধনঞ্জয়, আমরণ।
আমরণ সাধিবে দুর্ব্বাসা—
শত্রুতা ভীষণ।

লহ আশীর্ব্বাদ-বিনিময়ে
অভিশাপ মোর ;—
যাদব-কৌরব বংশ হবে ছারখার !
ডুবে যদি—
প্রলয় তিমির গর্ভে দেব দিনকর,—
তথাপি,—তথাপি না ব্যর্থ হ'বে
অভিশাপ মোর।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সচকিত হইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। কি কহিলে ঋষি !

দুর্ব্বাসা। ধ্বংস হ'বে
স্বজন সহিত কুরু —যদুকুল !

শ্রীকৃষ্ণ। বিনা দোষে কথায় কথায়,
অভিশাপ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বটে !
কত দিনে বিষহীন হইবে গোক্ষুর ?
বুঝি তার সময় আগত,
নহে, এত নীচবৃত্তি কেন ব্রাহ্মণের হবে ?

দুর্ব্বাসা ভস্ম না করিব তনু,
ততোঽধিক যাহা—
দগ্ধাব দারুণ তেজে,
বুঝিবি তখন—
ব্রাহ্মণের বিষদন্ত কত জ্বালা ধরে।
দূর হও নরাধম কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়।

[বেগে প্রস্থান।

অর্জ্জুন। হে মাধব!

অকস্মাৎ অশনি-সম্পাৎ হ'ল শিরে—

ব্রাহ্মণের অভিশাপরূপে।

চল দেব,

ফিরাই ব্রাহ্মণে,

পায়ে ধরি চাহি ক্ষমা।

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা সে প্রয়াস!

জান না ক' দুর্ব্বাসায়,

অভিশাপ-ব্যবসায়ী ঋষি!

কর মন স্থির,

বাড়ে বেলা!

দেখাব তোমায়—

শান্তিময় তপাশ্রম

বিরাজেন যথা ব্যাসদেব—

মূর্ত্তিমান্ সত্ত্বগুণ করুণার ছবি?

তখন বুঝিবে,

দুর্ব্বাসা আর ব্যাসের প্রভেদ—

এস ত্বরা!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রৈবতক প্রসাধনাগার।

(সত্যভামা সুভদ্রাকে সজ্জিত করিতেছিলেন)

সত্যভামা। ঠাকুরঝি! আজ আমাদের কত আনন্দের দিন! বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে অতিথিরূপে পেয়ে সকলে ধন্য হ'ব।

সুভদ্রা। তা বৌদি! আমরা ত প্রতিদিনই বিশ্বের শ্রেষ্ঠবীর রামকৃষ্ণের পূজা ক'রে ধন্য হই। এ আর বেশী কি বীরত্ব-গরিমা! তুমি ভুলে যাচ্ছ কেন বৌদি, দাদার অদ্বিতীয় বীরত্বের পুরস্কার তুমি স্বয়ং আর স্যমন্তক মণি। তাঁর অপূর্ব্ব শৌর্য্যের নিদর্শন, লক্ষ্মী-রূপিণী বড় বৌদিদি; রুক্মিণী দেবীর উদ্ধারে শিশুপাল ও রুক্মের সসৈন্য পলায়ন! এ শৌর্য্যের তুলনা কোথায়?

সত্যভামা। হাসালি সুভা, তুই আমায় হাসালি। উদ্ধার নয়—উদ্ধার নয়, চুরি—চুরি! লোকে সাধুভাষায় যাকে মণি-হরণ, রুক্মিণী-হরণ বলে, বুঝলি?

সুভদ্রা। কি! আমার দাদার বীরত্বে সন্দেহ? দুগ্ধপোষ্য শিশুকালে যিনি ভীষণা পূতনা বধ করেছেন; শৈশবে অঘাসুর, বকাসুর-নিপাত, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন; কৈশোরে—

সত্যভামা। ব'লে যাও,—ব'লে যাও,—মাখন-চুরি, বসন-চুরি, শ্রীরাধার হৃদয়-চুরি, গোপিনীদের সঙ্গে লুকোচুরি! থামলে কেন? চালাও,—চালাও!

সুভদ্রা। কি! তুমি স্বামি-নিন্দা করছ! গুরু-নিন্দা—

সত্যভামা। মহাপাপ! না গো, নিন্দা নয়!—গুণ—গুণ! মহা পুণ্য, শ্লোক স্তবের সরল ভাষা।

সুভদ্রা। আমি চল্লাম; তুমি পক্ষপাতী, নিন্দক।

সত্যভামা। না ভাই, রাগ করিস্ না। তার পর কি বলছিলি বল।

সুভদ্রা। মথুরাপতি কংস, যজ্ঞে নিমন্ত্রণ ক'রে দাদাকে বিনাশ ক'রতে কত অন্যায় উপায় অবলম্বন করলে; নিরস্ত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক মল্লযুদ্ধে মহাসুর কংসকে ধরাশায়ী ক'রে বামহস্তে তার শ্বাসযন্ত্র রোধ ক'রে প্রাণবায়ু নিঃশেষ করলেন। সেই অদ্ভুতবীরত্বে শত্রু-মিত্রে সকলেই দাদার জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। স্বার্থশূন্য বীর বাসুদেব, মথুরার অধিকৃত রাজ-সিংহাসনে কংসের পিতা উগ্রসেনকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। বল ত বৌদিদি! এমন বীরত্ব, আর এমন মহত্ত্ব কোথাও দেখেছ কি?

সত্যভামা। তা বটে বোন্! তবে ভাগ্যে তোমার বড় দাদা সঙ্গে ছিলেন; নচেৎ বীরত্বের কতটুকু অংশ যে তোমার গুরুমহাশয়ের ভাগ্যে পড়ত, তা বলা যায় না। আর সিংহাসন-দানের কথা বলছ!—সেটা ত জরাসন্ধের ভয়ে; নইলে এই দ্বীপান্তরে বনবাস কেন?

সুভদ্রা। তুমি কি মনে কর, দাদা জরাসন্ধের ভয়ে, মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় এসেছেন? তা নয়, অকারণ প্রাণিহত্যা নিবারণ। আর জরাসন্ধ যাদবের অবধ্য বলেই তাকে ত্যাগ করেছেন। তবু তার আক্রমণ প্রতিবার ব্যর্থ করেছেন, পরাজয় করেছেন—পরাজিত হন নাই। তাঁর বিক্রমে মগধবাহিনী বিধ্বস্তপ্রায়! তুমি সকলেরই নিন্দা কর, তবে আজ কেন যে মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডবের প্রশংসায় এত মুখরা হ'য়ে আমার সঙ্গে লেগেছ—বুঝতে পারছি না!

সত্যভামা। তবু ভাল যে, তৃতীয় পাণ্ডব তোমার কাছে মহাবীর আখ্যা পেলেন! তৃতীয় পাণ্ডব!—এখন হ'তেই অর্জ্জুনের নাম ধরতে বাধছে, এখনও তবু কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে।

সুভদ্রা। আবার! তোমার কাছে আর থাকব না। তুমি পতি-নিন্দক।

সত্যভামা। তাই না কি? তা নয় সখি! এই মধুর চাকে একটু খোঁচা না দিলে ত আর মধু আহরণ হয় না, তাই তোমায় উৎপীড়ন করি। প্রাণেশের গুণকীর্ত্তন তোমার মুখে যে কত মধুময় লাগে, তা একমাত্র সত্যভামাই উপভোগ ক'রে ধন্য হয়। তোমার মনে ব্যথা দেওয়া আমার প্রকৃত ইচ্ছা নয়, দিদিমণি! জগৎপতির আবার স্তুতি-নিন্দা কি বোন্? তিনি যে নির্গুণ! তোমার দাদাই বলেছেন, অর্জ্জুন সর্ব্বগুণান্বিত শ্রেষ্ঠ বীর। তার সাক্ষাৎ-লাভ কি স্পৃহনীয় নয়?

সুভদ্রা। তা নয় কেন?

সত্যভামা। তুমি সখাকে দেখনি মণি! দেখলে কি হয় বলা যায় না।

সুভদ্রা। যাও, তোমার কেবল ঠাট্টা।

(সত্যভামা সুভদ্রাকে সাজাইতে লাগিলেন)

সত্যভামা। সখীর আমার একে ত ভুবনভরা রূপ, তার উপর এ যা হ'ল, তাতে মুনি-ঋষির সহস্র বৎসরের ব্রহ্মচর্য্য রাখা দায়, আর এ ত সখের ব্রহ্মচারীর সখের সাধনা!

সুভদ্রা। তাই বুঝি, উৎসব দিনে অভ্যাগতের সম্মানরক্ষার জন্য সাজসজ্জা করতে হয় ব'লে সাজিয়ে দিয়ে এখন এই সব ঠাট্টা? আমি তা হ'লে সব খুলে ফেলব কিন্তু—

সত্যভামা। তা হ'লে আমিও খুব রাগ ক'রব কিন্তু! আমার মনে ব্যথা দিয়ে যদি সুখী হও, তা হলে খুলে ফেল!

সুভদ্রা। দাদা আমার আরাধ্য দেবতা, তুমি আমার স্নেহময়ী দেবী। দয়া ক'রে তোমরা আমায় ভালবাস, তাই না সুভদ্রার এত আদর,—এত সৌভাগ্য।

সত্যভামা। ছি দিদি! তুমি সৌভাগ্যবতী, নারায়ণের ভগ্নী, তোমাকে দেখে আত্মহারা হ'য়ে যাই। তাঁর অদর্শনে তোমাকে বুকে ধ'রে সব ব্যথা ভুলে যাই। তুমি যে আমার তৃপ্তি ও প্রীতি।

সুভদ্রা। সত্যই বৌদিদি! লক্ষ্মী সরস্বতী সহ যে নারায়ণকে দেখতে পায়, তাঁদের সেবায় যে আপনাকে এতটুকু দিতে পেরেছে, তার সম ভাগ্যবতী আর কে আছে?

রুক্মিণী। (নেপথ্যে) সুভা! সুভা! সত্যভামা! কৈ সব? কোথায় তোরা?

(রুক্মিণীর প্রবেশ, সত্যভামা ও সুভদ্রা ত্রস্তে উঠিয়া চরণ বন্দনা করিলেন)

স্বামি-আদরিণী হও বোন, সুখে থাক। আর তুমি দিদি, শীঘ্র শীঘ্র মনোমত পতিলাভ কর। আশীর্ব্বাদ করি,—জগতে আদর্শ রমণী হও।

সত্যভামা। তোমার আশীর্ব্বাদ কি ব্যর্থ হয় দিদি? শীঘ্রই সুভার মনোমত পতিলাভ হ'বে।

রুক্মিণী। আমার আশীর্ব্বাদ, আর তোর বাক্য নারায়ণ যেন সার্থক করেন। দেখ দেখি বোন, আজ এ বেশে কত সুন্দর দেখাচ্ছে! যে বয়সে যা! শিক্ষার সময় বাল্যকালে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেরই

ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ধারণ করা উচিত। তুমি রমণীকুলের গৌরব, নারায়ণের উপযুক্তা শিষ্যা হয়েছ।—এখন স্বামি-পুত্র লাভ ক'রে নারী-জীবনের পরিপূর্ণত্ব লাভ কর।

সত্যভামা। চল দিদি, আয় ভদ্রা, আমরা অলিন্দে দাঁড়িয়ে পার্থের নগর-প্রবেশ-উৎসব দেখি গে।

চতুর্থ দৃশ্য

রৈবতক-সান্নিধ্যে ব্যাসের আশ্রম

ধ্যানমগ্ন ব্যাসদেব।

(কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। হের সখা! পুণ্যাশ্রম—
ঋষি দ্বৈপায়ন হেথায় বসিয়া
চতুর্ব্বেদ সঙ্কলন করিলেন মহামুনি—
অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার!
ধ্যানরত—
কিবা শান্ত, সৌম্য, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়!

অর্জ্জুন। সার্থক জীবন!
কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন,
পাইলাম দরশন আজি সুপ্রভাতে।
বহু ভাগ্য মানি,
চিন্তামণি, দাস আমি।

নমি তপাশ্রম, নমি ঋষির চরণে।
বহু তীর্থ করেছি ভ্রমণ,
কিন্তু কভু হেরি নাই,
এমন মহিমময় প্রীতিপূর্ণ শান্তি-নিকেতন।

শ্রীকৃষ্ণ　এই তপোবন, ভারতের মহাতীর্থ।
এই তীর্থে,
নাহি পশে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি।
আসিলে হেথায়,
আঁধার হৃদয়ে হয় জ্ঞানের বিকাশ।
এই পুণ্য পাদ-পীঠ হ'তে,
জ্ঞান-ধর্ম্ম আদি,
করিয়া গ্রহণ ঋষিগণ
সাধিছেন সমাজের অশেষ কল্যাণ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা তপোবন—
এই ব্যাসের আশ্রম।

অর্জ্জুন।　কর্ম্মফলে অথবা কি পাপে,
নারায়ণ,
আন নাই দাসে হেন তীর্থে এত দিন!
শশিকলা এক দিনে পূর্ণ নাহি কয়,—
বিচিত্র এ তোমার বিধান!

(ব্যাসের প্রতি)

মহাভাগ,
প্রণমে চরণে দাস।

শ্রীকৃষ্ণ। (ব্যাসের প্রতি) পাণ্ডুর তনয়, তৃতীয় পাণ্ডব,
নাম, ধনঞ্জয়।
ভ্রমি' ভারতের বহু তীর্থ
প্রভাসে আগত ;
মোর অনুরোধে,
রৈবতকে অতিথি এখন।
করিবারে দরশন দেব দ্বৈপায়ন,
বন্দিতে চরণ,
কৃষ্ণ-ধনঞ্জয় উপনীত বেদী-পীঠতলে।

ব্যাস। তোমার বন্দনা-নতি,
তোমাতেই করিনু অর্পণ ;
তোমার চরণচ্যুত জাহ্নবীর বারি,
সেই জলে হও পুনঃ অভিষিক্ত,—
নারায়ণ ! বিচিত্র মহিমা তব !

(অর্জ্জুনের প্রতি)

স্বস্তি, বৎস পাণ্ডব ফাল্গুনি !
সুকুমার কিশোর বয়সে,
কিবা হেতু পর্য্যটন !
বানপ্রস্থ বিধান,
গৃহীর জীবন-সায়াহ্নে,
বিপরীত বেশ কেন জীবন-প্রভাতে তব,
পার্থ ধুরন্ধর ?

অর্দ্ধাশন, অনশন,
পর্য্যটন-ক্লেশ সহ কেন ?
কি হেতু সন্ন্যাস-ব্রত ?

অর্জ্জুন। বানপ্রস্থ অধিকারী নহি,
নহি প্রভু, তীর্থফলকামী,
নাহি সে সৌভাগ্য মোর।

ব্যাস। তবে কিবা হেতু গৈরিক ধারণ ?

অর্জ্জুন লুপ্ত অতীতের গর্ভে অষ্ট বর্ষকাল !
ভীতিগ্রস্ত বিপ্র এক
যাচিল সাহায্য মোর,—
দস্যু-কর হ'তে,
উদ্ধারিতে গোধন তাহার।
নাহি করি কোন প্রশ্ন,
ধাইনু পশ্চাতে ;
পরাজিয়া বাহুবলে দুর্ম্মদ অরাতি
কহিলাম তারে,
"বিপ্রের গোধন-হরণ ফল,
ভুঞ্জ রে অনার্য্য তস্কর"।
কাতর-কম্পিত কণ্ঠে করিল হুঙ্কার,—
"পার্থ !
তুমিও কহিলে মোরে—
অনার্য্য তস্কর !
লুটিলে সাম্রাজ্য তুমি পশুবলে,

বিশাল খাণ্ডবপ্রস্থে জ্বালিয়া অনল,
করিলে বিধ্বস্ত, হরিলে সর্ব্বস্ব মোর,
আর আজ—
নাগরাজ চন্দ্রচূড় —অনার্য্য তস্কর!
বিধাতার বিদ্রূপ ভীষণ!
অষ্টমবর্ষীয়া রুগ্না ক্ষীণা কন্যা মোর,
দুগ্ধ লাগি কাঁদে অহরহ,
দুগ্ধ-আশে বিপ্র-পাশে
করিনু প্রার্থনা
নাহি দিল দুগ্ধবিন্দু
মন্দভাষে উত্তেজিত করিল আমারে।
শুধু নিষেধ না মানি,
গোবৎস দিয়াছি ছাড়ি, দোহনের তরে;—
এই অপরাধে বিপ্র—
থাক—
হয় ত বালিকা মোর ক্ষুধায় চেতনা-হারা”।

ব্যাস। বড়ই করুণ এই
নাগরাজ চন্দ্রচূড়-বিষাদ-কাহিনী!

অর্জ্জুন। মর্ম্ম-ক্ষোভে ক্ষীণ কণ্ঠে কহিল কাতরে,—
“ধনঞ্জয়!
আর্য্যনীতি অনার্য্য বর্ব্বর জাতি শিখিবে কেমনে?
আপনার হৃতরাজ্যে,
উৎপীড়িত ক্ষুধিত যাহারা,

চাহে যদি ভিক্ষা—দয়া
জীবন-ধারণ তরে,
আর্য্যনীতি ঘৃণায় ফিরায় মুখ"।

ব্যাস। হীন স্বার্থ—কূটনীতি ;
বিজিতকে করিতে পীড়ন,
সভ্যতার নামে—
নিদারুণ ব্যভিচার এই।

অর্জ্জুন। ধীর—স্থির নাগরাজ, বিগত জীবন ;
মৃতদেহ নিজহস্তে করিয়া সৎকার,
তীব্র মনস্তাপে
অনাথা বালিকা তরে,
ফিরিলাম কত ঠাঁই অষ্ট বর্ষকাল—
অজিন বসনধারী ব্রহ্মচারী বেশে ;
না মিলিল সন্ধান তাহার।

ব্যাস। কে বলিতে পারে,
পার্থ,
তোমার করুণা
বিষদাহ বাড়াবে না অনাথা বালার ?
হয় ত কুসুমে কীট পশিয়া অকালে
কাটিয়া পাড়িতে পারে শত ছিন্ন করি,
হ'তে পার হেতু তুমি তার !
নহে যাহা স্থির,
হেন কার্য্যে কিবা ফল ?

যাও ফিরি ইন্দ্রপ্রস্থে,
ক্ষাত্র-ধর্ম্ম করগে পালন,
সম্মুখে তোমার—
বিশাল কর্ত্তব্য কর্ম্ম রয়েছে পড়িয়া
বরহ তাহারে।

অর্জ্জুন। ফিরে যাব ইন্দ্রপ্রস্থে আজ্ঞা তব,
কিন্তু দেব,
কৌরব পাণ্ডব,—
ভ্রাতৃভাবে রহিবে কি মিত্রতা-শৃঙ্খলে বাঁধা ?
যে দিন জনক-হারা
ফিরিলাম মোরা,
বনবাসী পঞ্চ ভাই
মাতা কুন্তী-সহ
হস্তিনায়,
তদবধি কত না কৌশল
করিছে কৌরবগণ
বিনাশিতে পঞ্চ পাণ্ডবেরে!
প্রত্যক্ষ বারণাবতে জতুগৃহদাহ।

ব্যাস। হিংসা-দ্বেষ-পরিপূর্ণ সমগ্র ভারত,
অত্যাচার—ব্যভিচারে
কলঙ্কিত পুণ্যভূমি ভারতের গৌরবমহিমা।
বাণিজ্যের সুখৈশ্বর্য্য—কমলার দান,
শিল্পকলা, ভারতীর জ্ঞানের প্রতিভা

নষ্ট, অপহৃত, লুপ্ত—বিধ্বস্ত হয়েছে,
ভারতের সুখ-সূর্য্য অস্তমিতপ্রায়।
আর্য্যধর্ম্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম, সুনীতি ও সুরীতি
হইয়াছে পৈশাচিক কাণ্ডে পরিণত।
ভেদজ্ঞান জ্ঞাতি-দ্রোহ
দিন দিন চলেছে বাড়িয়া।
আসিয়া উদিবে কোন মহাশক্তিধর,
সুদূর প্রতীচ্য হ'তে,
বিমথিতে ভেদজ্ঞানী আর্য্যজাতিগণে ;
ভবিষ্যতে তারাই হইবে
ভারতের ভাগ্য-বিধায়ক।
বড়ই দুর্দ্দিন দেখি !
নহে কভু স্বেচ্ছাচার—সাম্রাজ্যশাসন ;
"বিশ্বরাজ্য—প্রীতিরাজ্য—রাজত্ব দয়ার।"
ন্যায়, ধর্ম্ম,
নীতির শৃঙ্খলে
বাঁধিলে মানব-প্রাণ,
অনন্ত—অনন্ত কাল রহে তাহা দৃঢ়,
নহে, ধ্বংস সুনিশ্চয়।

শ্রীকৃষ্ণ।　ব্যাসের অনন্ত জ্ঞান,
পার্থের বিক্রম,
যুধিষ্ঠির-ন্যায়নিষ্ঠা ভুলিয়া ভারত,
হ'বে দীন হীন দ্বাপরের শেষে।

ব্যাস। যদি কেহ পারে কভু
দূরিবারে এই মহা গ্লানি,
হে কেশব, সে তুমি,
নহে সাধ্য অর্জ্জুন—ব্যাসের।
নারায়ণ!
তোমার শ্রীমুখ-বাণী,
গীতারূপে হইবে ধ্বনিত
"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

পঞ্চম দৃশ্য

প্রাসাদ-অলিন্দ।

রুক্মিণী, সত্যভামা ও সুভদ্রা।

রুক্মিণী। ওই শোন বোন, পুরদ্বারে আনন্দ কোলাহল শোনা যাচ্ছে। আর বিলম্ব নাই, এতক্ষণে উৎকণ্ঠা দূর হ'ল।

সত্যভামা। সুভা, সখা অতিথি হ'য়ে আসছে, তোমাকে কিন্তু ভাই আগে তার অভ্যর্থনা ক'রতে হ'বে। তুমি আমাদের প্রভুর ভগ্নী,

আমাদের অন্তঃপুরের কর্ত্রী ; কর্ত্তা-ঠাকুর অতিথি আনতে গিয়েছেন, আর কর্ত্রী-ঠাক্‌রুণ তাকে অভ্যর্থনা করবেন্—এই ত প্রথা।

সুভদ্রা। তোমাদের রঙ্গ নিয়ে তোমরাই থাক। কেবলি বিদ্রূপ রহস্য ; তোমাদের কি হয়েছে বল ত? আমি আর যদি তোমাদের ত্রিসীমানায় আসি, তা হ'লে—আমার বড়—

সত্যভামা। আ হা-হা! দিব্বি গালিস্ নে! তুই না হ'লে বাঁচব কি করে বোন্? ঐ দেখ, সখা দেখা দিয়েছেন, স্বাগতম্!

(শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

(ভিন্ন দিক্ দিয়া সখীগণের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

(আজি) এস গো সখা অতিথি মোদের রৈবতক সুখ-নন্দনে।
দিব বুকভরা আশা প্রেম ভালবাসা বাঁধিব প্রীতির বন্ধনে।
যদিও সখা মনের মতন, জানি না সোহাগ করিতে তেমন,
(তবু) সবটুকু প্রাণ করি সমর্পণ সাজাইব ফুল-চন্দনে।
চাপিয়া মুখের হাসিটী, রেখেছ রোধিয়া বাঁশিটী,
(বল) আঁখির পলকে পুলক-লহরী ফিরিছে কাহার সন্ধানে।—
ব্রত ভঙ্গ বুঝি, হয় সখা আজি, ব্যাকুল হিয়ার স্পন্দনে।

শ্রীকৃষ্ণ। রুক্মিণি, ভামা, সখাকে সম্বর্দ্ধনা কর।

(অর্জ্জুন অগ্রসর হইয়া দেবীদ্বয়কে প্রণাম করিলেন)

অর্জ্জুন। (সুভদ্রার দিকে চাহিয়া) আর এই ভুবনমোহিনী দেবী কে?

শ্রীকৃষ্ণ। এটী আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী। (সুভদ্রার প্রতি) সুভদ্রা, সখাকে সম্বর্দ্ধনা কর।

(সুভদ্রা প্রথম কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণান্তর অর্জ্জুনকে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যতা হইলে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্ত ধারণ)

অর্জ্জুন। থাক্ দেবি! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি রমণীললামভূতা হও।

(সত্যভামা ত্রস্তে উঠিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন)

রুক্মিণী। (সহাস্যে) শাঁখ বাজাচ্ছিস্ কেন?

সত্যভামা। দেখছ না, ও-দিকে পাণিগ্রহণ হচ্ছে যে! (উচ্চহাস্য)

(অর্জ্জুন লজ্জিত হইলেন, সুভদ্রা অধোমুখী, শ্রীকৃষ্ণের মুখে গোপন হাসির রেখা দেখা দিল)

রুক্মিণী। হ্যাঁ, তাই ত! তা সখা, এ তোমার কেমন আক্কেল ভাই? বলা নেই, কওয়া নেই, যেমন দেখা অমনি পাণিগ্রহণ! আমরা সুভার বে'তে কত আমোদ ক'রব, আর তুমি কি না সব ভেস্তে দিলে? হ্যাঁ, একেবারে গন্ড।

সত্যভামা। ও দিদি, সখা যে ব্রহ্মচারি! ওঁরা কি নারীজাতিকে স্পর্শ করেন? হঠাৎ এ কেমন একটা ভুল হ'য়ে গিয়েছে। শাস্ত্রেই আছে, "মুনিনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" তা সখা আমার "ভুলটা" সংশোধন করে নিচ্ছে—তাতেই বা কি? দাও ত ভাই সন্ন্যাসী ঠাকুর, ঠাকুরঝির পাণিগ্রহণটা ফিরিয়ে। ওই ঠাকুরঝি যে রকম করতে গেলে, তুমি তার হাত ধরে ফেলেছ, তুমিও সেই রকম কর ত, তৎক্ষণাৎ ঠাকুরঝি পাণিগ্রহণ ফিরিয়ে

নেবেই নেবে, এ আমি শপথ ক'রে বলতে পারি। তুমি করেই দেখ না?

অর্জ্জুন। যদুপুরে যে এমন যাদুকরী দেবীদের চাতুরী-জালে নিরীহ প্রাণী বন্দী হয়, তা কেমন করে জা'নব বলুন? আপনাদের ঠাকুরঝির অভিনয়টা না হয় যুগলের শ্রীচরণেই অভিনীত হোক্।

(অর্জ্জুন উভয়কে প্রণাম করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা পশ্চাৎপদ হইলেন)

শ্রীকৃষ্ণ। ওগো, দেখো, দেখো—তোমাদের যেন আবার "মুনিনাঞ্চ" না হয়।

রুক্মিণী। তা হ'লে সন্ন্যাসী ঠাকুর, তীর্থের কুশল ত?

অর্জ্জুন। সর্ব্ব তীর্থময়ী লক্ষ্মী সরস্বতী যে গোলকে অবতীর্ণা, সে মহাতীর্থে এসে ভক্তের অকুশল কি থাক্‌তে পারে, সর্ব্বসিদ্ধিদাত্রি দেবি?

রুক্মিণী। না গো, তোমার সিদ্ধিদাত্রী,—সত্যভামা দেবী, আমি নই। আর সর্ব্বসিদ্ধি,—সুভদ্রা ঠাকুরাণী।

(সুভদ্রা ও অর্জ্জুন পরস্পর মুখের দিকে চাহিতেই সত্যভামা হুলুধ্বনি করিয়া উঠিলেন)

রুক্মিণী। আবার কি রঙ্গ হ'ল? উলু দিলি কেন?

সত্যভামা। এবার চাঁদ ও চকোরে শুভদৃষ্টি, আর কিছু না।

রুক্মিণী। তুই জ্বালালি ভামা! নিরীহ সখাটীকে নিয়ে খুব রহস্যটাই করলি যা হ'ক্!

সত্যভামা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ! সকলেই সাধু, মাঝে প'ড়ে আমিই নিমিত্তের ভাগী হ'লাম। যার যেমন অদৃষ্ট!

(লজ্জিতা সুভদ্রা রুক্মিণী দেবীর সহিত প্রস্থান করিলেন)

অর্জ্জুন। বৌদিদি, এ আপনার ভারি অন্যায়।

সত্যভামা। বা রসিক বর! অমনি সম্বন্ধ পাতিয়ে বস্‌লে? দেবী, সরস্বতী, লক্ষ্মী, সিদ্ধিদাত্রী, কেমন পর পর, নয়? বৌদিদি যেন কত নিকট, কত মোলায়েম—গালভরা কথা, না?

অর্জ্জুন। না, আপনাদের সঙ্গে আর পারবার উপায় নেই।

সত্যভামা। তোমার সখাই বড় পেরেছেন, তা সখার সখা পিসতুত ভাই।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, ও রহস্যময়ীকে তুমি পারবে না—ও অদ্ভুত জীব।

সত্যভামা। কি! আমি অদ্ভুত জীব? আচ্ছা! আচ্ছা!

[কৃত্রিম রোষে প্রস্থান.

শ্রীকৃষ্ণ। অভিমান কথায় কথায়!

এই হাসি, আনন্দের মূর্ত্তিমতী সজীব প্রতিমা,
পুনঃ হের নিমেষের তরে ভ্রুকুটী কুটিল মুখ,
বাদলের জলভরা মেঘ—চক্ষু ছল ছল!
বড়ই মানিনী সতী,
বুঝিতে না পারি, বোধের অতীত মোর,—
কোন্ উপাদানে সৃজিলেন ধাতা ওরে!
চল সখা, বিশ্রাম আগারে,
শ্রান্ত তুমি দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনে।

অর্জ্জুন। বুঝি আজি মম ভাগ্যফলে,
কিম্বা দেবীর কৃপায়,
বৃন্দাবন-লীলা—
মধুময় সে মানভঞ্জন পাইব দেখিতে।

অদৃষ্ট প্রসন্ন মোর,
তাই ভাগ্যফলে শুনিব শ্রীমুখে—
"স্মর গরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদ-পল্লব মুদারম্।"*

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ।

(বসুদেব, দেবকী, রোহিণী, ও পুরনারীগণ আসীন;
শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগকে
প্রণাম করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন)

বসুদেব। বৎস! সর্ব্বগুণান্বিত বীরশ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিক ধনঞ্জয় আজ যদুপুরে অতিথি, দেখো তার যত্নের কোন ত্রুটী না হয়।

বলরাম। তাত! সে চিন্তার কোন কারণ নাই। আমরা সকলে তাকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করি, বিশেষতঃ, তাঁর বীরত্বে যাদবকুল মুগ্ধ। যাতে তার কোন সমাদরের ত্রুটী না হয়, তার ভার স্বয়ং ভদ্রা ও মাতা সত্যভামা গ্রহণ করেছেন।

বসুদেব। প্রিয়দর্শন অর্জ্জুনের গুণে কে না মুগ্ধ, বলদেব? মায়েরা ফাল্গুনীর সুখ-সাচ্ছন্দ্য-বিধানের ভার নিয়েছেন শুনে নিশ্চিন্ত হ'লাম। কৃষ্ণ, তুমি আজ এত বিমর্ষ কেন বাবা?

---

* এ স্থলে কালানৌচিত্য দোষ মার্জ্জনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতৃদেব, সুভদ্রাকে যোগ্যপাত্রে ন্যস্ত করার এই বোধ হয় উপযুক্ত সময়। সুভদ্রার কন্যাকাল উত্তীর্ণ।

বসুদেব। অবশ্য, অতি সদ্‌যুক্তি, কি বল, রাম? উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান, ভগ্নীদান বিধেয়; আর বিলম্ব করা উচিত নহে।

বলরাম। আমারও তাই ইচ্ছা; উপযুক্ত ঘর-বরে সুভদ্রাকে শীঘ্র সম্প্রদান করা হোক।

শ্রীকৃষ্ণ। আমার মনে হয়, সর্ব্বগুণান্বিত মহাবীর অর্জ্জুনই সুভদ্রার যোগ্য পাত্র। যদি সকলের অভিমত হয়—

দৈবকী। এ প্রস্তাবে আর কার অমত হবে? বীরশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনীর মত পাত্র আর কোথায় পাওয়া যাবে? মা আমার ভাগ্যবতী, এত দিনে তার কৃষ্ণপূজা সফল হ'ল।

বলরাম। স্থির হও সবে। পাণ্ডবের হস্তে ভগ্নীদান! তা কখনই হবে না। আমার প্রিয় শিষ্য মহামানী ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা দুর্য্যোধন, আমি তাকেই সুভদ্রার উপযুক্ত পাত্র মনে করি, আর তাকেই আমার ভগ্নীদান কর্ত্তে চাই। এস্থলে কারও কোন মতামতের আবশ্যক নাই। কল্য প্রভাতেই হস্তিনায় নিমন্ত্রণ পাঠাব। অচিরাৎ প্রিয়দর্শন দুর্য্যোধন দ্বারকায় এসে সুভদ্রার শুভ পাণি-গ্রহণ করবে। শোন কৃষ্ণ, তোমরা ও নগরবাসিগণ উৎসবের আয়োজন কর, এই আমার ইচ্ছা ও আদেশ।

[প্রস্থান।

১ম পুরবাসিনী। অর্জ্জুনের বদলে দুর্য্যোধন। সে ত পরম আত্মাভিমানী —অযথা গর্ব্বিত!

২য় পুরবাসিনী। নীচাশয়, ক্রূর ও অধার্ম্মিক, কি যে পছন্দ, বলিহারি যাই!

১ম পুরবাসিনী। তা যাই বল আর যতই বল, উনি যে একরোখা লোক, ভাল হোক্ আর মন্দ হোক্, যা বলবেন, তা না করে আর নিস্তার নাই। কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে ওর প্রতিবাদ করবে? সুভদ্রার ভাগ্যটায় দেখছি চিরদিন অশান্তি ভোগ আছে।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ, পিতা-মাতা ভিন্ন দাদার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়। তিনি যা ভাল বুঝবেন, আমাদের তা নত-মস্তকে স্বীকার করে নিতে হবে।

২য় পুরবাসিনী। তা না নিয়েই বা আর উপায় কি? তিনি ত আর কারও যুক্তি-তর্ক শুন্‌বেন না? আমাদের কান আছে শুনে যাই, চোখ আছে দেখে যাই।

বসুদেব। দেখি সময়ান্তরে হলধরকে বুঝিয়ে বলে, যদি তার মত-পরিবর্ত্তন করতে পারি। (দৈবকীর প্রতি) আর তুমিও বিশেষ ভাবে চেষ্টা কর, যেন সকলের অনভিপ্রেত কার্য্যটা হঠকারিতা ক'রে না ক'রে ফেলে। আরও জেনো, সুভদ্রা দুর্য্যোধনকে পতিত্বে বরণ করতে ইচ্ছুক কি না; যদি তা না হয়, আর বলরাম জোর ক'রে এই মিলন ঘটায়, তা হলে ত সমূহ সর্ব্বনাশ!

দৈবকী। অত চিন্তা কেন প্রভু! সুভদ্রা রাম-কৃষ্ণের পরম স্নেহের ভগ্নী, তার শুভাশুভ সকল ভাবনা তারাই ভাবুক। বৃদ্ধ আমরা, বৃদ্ধ মাতা-পিতার সকল কর্ত্তব্য সকল ভাবনা তাদের হাতে।

শ্রীকৃষ্ণ। মাতা, সুভদ্রার অদৃষ্টই ব'লতে পারে তার ভাগ্যে কি আছে; তার ভাল মন্দ বিধির নির্ব্বন্ধ।

[বসুদেব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বসুদেব। নাহি জানি ভাগ্যে কিবা আছে সুভদ্রার !
বীর শ্রেষ্ঠ পার্থেরে ছাড়িয়া,
দুর্য্যোধনে ভগ্নীদানে সমুদ্যত রাম,
কৃষ্ণে হেরি উদাসীন,
বলে গেল, অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি।
প্রাক্তন—
নাহি জানি কিবা অভিলাষ তার !

(ভাগ্যচক্রের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত।

চিন্ময় যে চিদানন্দে হয় সদা দরশন ॥
চিন্তামণি নিত্যধামে চিন্তা কেন অকারণ ॥
ভাবিয়া বিফল ভবে, ব্যাকুল হ'লে কি হ'বে
জগৎ যাহারে ভাবে, সেই ত আছে তারি ভাবে,
শুভাশুভ ব'লে শুবে চিন্তা কর কি কারণ।
নর-নারী ভাগ্যোদয়, সুখ দুঃখ সমুদায়—
জন্ম-মৃত্যু-পরিণয়, ভাগ্যছাড়া পথ নয় ;
কর্ম্মসূত্রে বাঁধা রয় ভাগ্যচক্র নিরূপণ।

ভাগ্যচক্র। ঠাকুরদা মশাই, প্রাতঃপ্রণাম। মিছামিছি এত ভাবছেন কেন ? যার যা ভবিতব্য তা কেও খণ্ডন করতে পারবে না। বলি ভাগ্যটা ত মানেন ?

বসুদেব। কে ভায়া তুমি এমন সরল উপদেশক ? তোমার কথায় প্রাণে

যেন শান্তি অনুভব কচ্ছি। তোমার নাম কি ভায়া? থাক কোথায়?

ভাগ্যচক্র। ঠাকুরদা, আমার ঠিক একটা নির্দ্দিষ্ট নাম নাই। যে যখন যা ব'লে ডাকে, সেইটাই আমার নাম। এই ধরুন না, কেউ বলে "হতভাগা", কেউ বলে "পোড়া-কপালে", আবার কেউ কেউ বা "সুভাগা, সৌভাগ্য" বলেও খুব আদর করে। তবে কি জানেন, সে খুব কম লোকে। আমি থাকি কোথায় জিজ্ঞাসা করলেন? ভবঘুরের স্থান সর্ব্বত্রই। দেখুন ঠাকুরদা, সুভদ্রা পিসীর বিয়েতে অনেক প্রভুরই ভাগ্য পরীক্ষার চরম হ'বে, কিন্তু পিসীমার আমার মনোমত স্বামী লাভ হ'বেই হ'বে। যিনি যতই চালাকি করুন, ভাগ্যচক্রের হাত থেকে কেউ অব্যাহতি পাবে না। আমার ভবিষ্যৎবাণী—এ শুভ বিবাহের ফল,—রাজ-যোটক।

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দেবমন্দির-সংলগ্ন উদ্যান

সুভদ্রা চিন্তামগ্না

সুভদ্রা। নারায়ণ! এ কি কর্লে প্রভু? আমি যে অর্জ্জুনকে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছি। দেবী সত্যভামা যে রহস্যছলে সুভদ্রার সমস্ত সত্তা অর্জ্জুনকে দান করেছেন। পার্থ বিনা আর কাকেও ত এ নিবেদিত অর্ঘ্য দিতে পারি না। আজ জ্যেষ্ঠের আদেশে কেমন ক'রে কুরুপতিকে পতিত্বে বরণ ক'রব? প্রভু! ব্রহ্ম-চারিণী সুভদ্রাকে প্রলুব্ধ ক'রে তাকে বিক্রী করো না। আমি যে পার্থের চরিত্রে তোমার সেবার মহান্ আভাস পেয়ে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছি!

(রুক্মিণীর প্রবেশ)

বৌদি! বৌদি! আমার কি হ'ল!

(সুভদ্রা রুক্মিণীর কোলে মুখ লুকাইলেন)

রুক্মিণী। ভয় কি বোন্, ভগবান তোমার মনস্কামনা পূর্ণ ক'রবেন। নারায়ণের সেবিকার প্রার্থনা কখনও ত বিফল হয় না। চল বোন্, আমরা তোমার কক্ষে গিয়ে তিন জনে মিলে এর একটা বিহিত করিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সত্যভামার প্রবেশ)

সত্যভামা। স্বামী ইষ্টদেব, তোমারি কথায় দাসী ভদ্রার্জ্জুনের মিলন-কার্য্যে ব্রতী হয়েছে। আজ যদি তোমার জ্যেষ্ঠের পণ বজায় থাকে, তা হ'লে সুভদ্রা—তোমার প্রিয় শিষ্যা—আজন্ম ব্রহ্মচারিণী সুভদ্রা প্রাণত্যাগ ক'রবে। আর অর্জ্জুন, সতী-বিরহোন্মত্ত আশুতোষের ন্যায় বিশ্ব ধ্বংস ক'রবে। ঠাকুর, তোমার সেবিকা সত্যভামাকে ত এমন বিপদে কখন ফেলনি? নাথ! এ বিপদে সত্যভামার মান, সম্ভ্রম, লজ্জা, প্রতিষ্ঠা রক্ষা কর। প্রভু, জিজ্ঞাসা কর্‌লে হাসিমুখে উত্তর দাও "দাদার বিপক্ষে কোন কথাই বলতে পারব না। অর্জ্জুনের যদি ক্ষমতা থাকে, বীরত্বের পুরস্কার সুভদ্রালাভ তার ভাগ্যে ঘটবেই ঘটবে। যদি ভদ্রার্জ্জুনের হৃদয় বিনিময় হ'য়ে থাকে, তবে তোমার আমার চিন্তার কোন কারণ নাই। অর্জ্জুন তার প্রাপ্য বুঝে নিতে অক্ষম হ'বে না। সে তার প্রিয়তমার সম্মান রা'খতে পশ্চাৎপদ হ'বে না। তুমি আমি মুখের কথা ব'লে কেন নিমিত্তের ভাগী হই।" তবে কি অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ কর্ব্বে? তবে তাই হোক্।

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা　না আর, ভাবতে পারি না!

[প্রস্থানোদ্যোগ

সত্যভামা। কোথায় যাস্ সুভা?

সুভদ্রা। বড় দাদার কাছে। তাঁর পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাইব—তিনি কেবল বলুন, "ভদ্রা চিরকুমারী থেকেই নারীধর্ম্ম পালন করুক্।"

সত্যভামা। পিতা-মাতা অনুরোধ ক'রে পারেন নি। আর ধর, যদি তাই হয়, দুর্য্যোধন যে নিমন্ত্রণ পেয়ে বর-সাজে মহারথিগণসহ সসৈন্যে আসছেন ; এ অপমান কি তাঁরা নীরবে সহ্য ক'রবেন। কুরু ও যদুকুলের সংঘর্ষে প্রলয় হ'বে। আর তুমি যেন কুমারীধর্ম্ম পালন কর্ব্বে, কিন্তু অর্জ্জুন যে তোমার জন্য ম'রতে বসেছে, তার কি ?

সুভদ্রা। অর্জ্জুনকে আত্ম-সমর্পণ করেছি ধর্ম্মকার্য্যের পূর্ণতা লাভের জন্য, ভোগবিলাসের জন্য নয় বৌদিদি! যদুকুলের মঙ্গলের জন্য আমি চিরকুমারী থা'কব। নারায়ণের মূর্ত্তির পার্শ্বে অর্জ্জুনের নর-মূর্ত্তির স্থাপনা ক'রে, আমরণ নর-নারায়ণের চরণ-পূজা করে শান্তিলাভ কর্ব্ব।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। আর আমি না হয়, রামকৃষ্ণের মূর্ত্তির মধ্যে সুভদ্রা-মূর্ত্তি হৃদয়-মন্দিরে উদ্বোধন ক'রে আজীবন এই ত্রিমূর্ত্তির সেবায় জীবন উৎসর্গ ক'রব। কিন্তু মহামানী রাজা দুর্য্যোধন যদুবংশের উপর এ ব্যর্থতার পূর্ণ প্রতিশোধ দিতে ছাড়বে না,—তার উপায় কি দেবি ?

সুভদ্রা। তবে কি হ'বে বৌদিদি! এর উপায় কি হবে? তবে সুভদ্রার মরণেই এ বিগ্রহের শান্তি হোক্।

সত্যভামা। থাম ছুঁড়ি! তোর দাদা যখন এ মিলনের ঘটক, আর আমি সাহায্যকারিণী, তখন তাঁর ইচ্ছা অপূর্ণ থা'কবে, মনেও ভাবিস নে।

অর্জ্জুন। মেঘের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জল, আর তার বিন্দুমাত্র পানেই চাতকের পিপাসায় নিবৃত্তি।

সত্যভামা। থাম গো চাতক, থাম, মেঘের জলপান করে আর পিপাসা মেটাতে হ'বে না, বজ্রের ভীষণ নিনাদেই পালাতে হ'বে। বজ্র-সম মহাতেজা দুর্য্যোধন এসে প'ড়ল বলে!

অর্জ্জুন। যদি মাধবের অনুজ্ঞাত,
তোমার ঈপ্সিত হয় দেবি—
সুভদ্রার এই আত্মদান,
কৌরব কি ছার,
বিশ্বের বিপক্ষে পার্থ নহে পরাঙ্মুখ।
প্রত্যক্ষ দেখিবে দেবি,
গাণ্ডীবী ধরিলে অস্ত্র,
শত দুর্য্যোধন পলাইবে ফেরুপাল সম।

সুভদ্রা। আপনার বীরত্বই কি শেষে যদুবংশধ্বংসের কারণ হবে?

অর্জ্জুন। ভদ্রে,
অকারণ চিন্তা নাহি কর।
অভয় দানিলে জনার্দ্দন,
তোমাকে লভিতে—
শত বিঘ্ন অতিক্রমি হাসি' অবহেলে!
একমাত্র শ্রীমাধব রহিলে সদয়,
সমগ্র যাদবকুল আক্রমিলে মোরে—
এ আহবে পৃষ্ঠ না দেখাব,
নাহি আঘাতিব আততায়ী,
শুধু তোমারে লইয়া—
আত্মরক্ষা করিব কেবল;

প্রতিজ্ঞা আমার—
যাদবের বিন্দুরক্ত না রঞ্জিবে ধরা।

সুভদ্রা। যাদবের বিন্দুরক্তে রঞ্জিত না হ'বে বসুমতী ?

অর্জ্জন। শপথ তোমার দেবি,
মোর করে যাদবের বিন্দুরক্তে
রঞ্জিত না হইবে মেদিনী।

সত্যভামা। বেশ তবে তাই হোক্। তোমার মৃগয়ার জন্য কাল শ্রীপতির রথ রৈবতকের বাহিরে সজ্জিত থাক্‌বে। তুমি সুভদ্রাকে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রথ চালনা করো। বুঝেছ ? (সুভদ্রার হস্ত ধরিয়া) সখা, আমাদের বুকের ধন আমাদের স্বর্ণলতাকে আজ তোমার হাতে সমর্পণ কর্‌লাম। তুমিই এই কৌস্তভ-লাঞ্ছিত মণি হৃদয়ে ধারণ ক'রবার উপযুক্ত পাত্র। দেখো, এ রত্নের যেন মর্য্যাদা রক্ষা হয়। (সুভদ্রার প্রতি) আয় বোন, এবার কুসুমহারের কোমল বাঁধন চিরদিনের জন্য দৃঢ় করে নে।

(উভয়ের হস্তে মাল্যদান)

অর্জ্জুন। দেবি! নারায়ণের আদেশ ব্যতীত ?—ক্ষমা করুন।

সত্যভামা। কি! আমি কি তাঁর কেউ নই ? জেনো আমার বাণী কৃষ্ণ আদেশের প্রতিধ্বনি। আমার এ কার্য্যের তিনি নিয়ন্তা। তাঁর কার্য্য, তাঁর আদেশ আর আমার চেষ্টা কি নিষ্ফল হবে ?

অর্জ্জুন। না দেবি, নারায়ণ ও আপনার আদেশ কখন নিষ্ফল হ'তে পারে না।

(পরস্পরের গলায় মাল্যদান)

সত্যভামা। আশীর্ব্বাদ করি—হে ধার্ম্মিক দম্পতি, তোমাদের দ্বারা জগতে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্দ্ধিত হোক্।

(সুভদ্রা ও অর্জ্জুন সত্যভামাকে প্রণাম করিলেন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষ

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ। আজ্ঞাবাহী দাসে দেব করহ আদেশ।

বলরাম। আজ্ঞাবাহী দাস!
যথেষ্ট হয়েছে কেশব!
গৃহে অগ্নি করিয়া প্রদান,
বারি আশে যাও বাপী-তটে,
করিবারে নির্ব্বাপিত ভস্মাবশেষ?
অতুল এ ভ্রাতৃভক্তি!
দুগ্ধ দিয়ে কালসর্প গৃহে পুষেছিলে,
সহিবে না সবিষ দংশন তার?
অথবা তোমারি কৌশলে কৃষ্ণ,
সুভদ্রা-হরণে হয় পার্থের প্রয়াস।
ধিক্! ধিক্ যদুকুলে!

কৃষ্ণ,
ক্ষমা নাই সখা ব'লে তব।
মুছে দাও চক্রধর,
অর্জ্জুনের নাম ধরণী হইতে।

শ্রীকৃষ্ণ। আজ্ঞা তব, অলঙ্ঘ্য দাসের।
কিন্তু হে রেবতী-বল্লভ—
পক্ষপাতহীন মহা জ্ঞানী রুদ্রাবতার,
পাষণ্ড-দলনে অখণ্ড বিধান তব;
পার্থ কি সুভদ্রা,
কিম্বা আমি যদি হই অপরাধী,
করিয়া বিচার,
দেহ দণ্ড,
লব শির পাতি।
ওই আসে ভগ্নদূত।

(সাত্যকির প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। কহ যুদ্ধের বারতা।

সাত্যকি। অদ্ভুত কাহিনী দেব!
দেব-নরে অসম্ভব!
যুদ্ধ কিম্বা রণ-অভিনয়,
নাহি হয় নির্দ্ধারণ।
নারায়ণী সেনা সহ,
যদুবীরগণ যুঝে প্রাণপণে;

শরজালে রবিদ্যুতি ম্লান,
কিন্তু অম্লান বদন পার্থ,
প্রতিরোধ ছলে,
করে মাত্র আত্মরক্ষা দারুণ আহবে।
আশ্চর্য্য সমর হেন,
দেখি নাই, হে কেশব!
শর-রেখা নাহি কোন যাদব-শরীরে,
বিন্দুরক্তে রঞ্জিল না বসুধা-হৃদয়।
সুভদ্রা চালায় রথ—

বলরাম। সুভদ্রা চালায় রথ?

সাত্যকি। হ্যাঁ প্রভু!
সুভদ্রা চালায় রথ অশ্ববল্গা ধ'রি,
অদ্ভুত কৌশলে;
উল্কাবেগে ধায় রথ,
আঁখি পালটিতে চারিভিতে;
লক্ষ্যশূন্য যদুবীরগণ,
শরশূন্য তূণ—ক্লান্ত অবসন্ন।
শত রণে দেখিয়াছ পরাক্রম মোর,
কিন্তু আজি,
পার্থ-রণে মোহাচ্ছন্ন অবসন্ন আমি,
নাহি শক্তি ধরিবারে ধনু!
স্থির নহে যাদবীয় চমূ।—
এ হেন সময় রাজা দুর্য্যোধন,

বর-বেশে স্বজন সহিত,
উপনীত রণস্থলে অগণন রথরথী সহ ;
মিলিল যাদব-সৈন্য
কুরু-সৈন্য সহ অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষরূপে
কিন্তু জনার্দ্দন,
শতমুখে বাখানি
অর্জ্জুনের অস্ত্রশিক্ষা-নীতি,
সার্থক গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচী নাম !
একই চমূ যাদব কৌরব,
নির্ণয় করিয়া যত কুরুবীরগণে,
অস্ত্র-লেখা প্রদানিল !
সে যে কি কৌশল—
দেখিলেও ভেদ নাহি হয় প্রহেলিকা,—
যেন মূর্ত্তিমান্ ধনুর্ব্বেদ—
ফাল্গুনীর রূপে আজি রণভূমে :
ছিন্ন ভিন্ন কুরুসৈন্য ত্রস্ত ও বিধ্বস্ত !
দুর্য্যোধন পলায় সভয়ে।
বিমুখ আচার্য্য দ্রোণ—
বিপক্ষ যদ্যপি,
তথাপি ধ্বনিল,—জয় শিষ্য ফাল্গুনীর।
কাতর কুমারগণ,
সাহায্যের হেতু প্রেরিল আমায়।
দেহ আজ্ঞা, দেব হলধর,

কহ কিবা কর্ত্তব্য মোদের
হে চক্রপাণি !

শ্রীকৃষ্ণ। তাই ভাবি,
স্পর্দ্ধা তার সুভদ্রা-হরণে,
নহে যদি অনুরক্তা ভগ্নী মোর অর্জ্জুনের প্রতি
তবে কিবা হেতু
সারথ্য করিছে ভদ্রা যাদব-বিপক্ষে ?
নাহি কাঁপে ত্রাসে,
নাহি তার উদ্ধার কামনা,
স্বহস্তে চালায় রথ ইন্দ্রপ্রস্থ-পথে
(বলরামের প্রতি)
দাদা বৃথা দোষ মোরে,
অনুরক্তা নারী সতীধর্ম্ম রক্ষা হেতু
যদি স্বেচ্ছায় বরিয়া লয় মনোমত স্বামী
তবে পত্নী-ধর্ম্ম রক্ষিবারে,
বীর কভু না হয় বিমুখ।
যদি প্রত্যাখ্যান করিত অর্জ্জুন,
তবে নারী-ধর্ম্ম রক্ষা হেতু
সুভদ্রা তখনি ত্যজিত জীবন।
ক্ষত্রধর্ম্ম পালিয়াছে পার্থ মহামতি।
দাদা, ভগ্নীমুখ চাহি
দোষ-গুণ মনেতে বিচারি—ক্ষমা কর তারে।

বলরাম। এত যদি ছিল মনে,

হে মাধব চাতুরী তোমার
তবে কেন লজ্জা দিলে ভাই ?
কৃষ্ণ ছাড়া রাম কভু নহে।
সাত্যকি ! জানাও আদেশ যদুবীরগণে,
সসম্মানে আনিবারে দম্পতিরে হেথা।
কর সবে উৎসবের আয়োজন
পাঠাও ত্বরিতে দূত,
ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠির-পাশে
জানাতে সকল বার্ত্তা,
এস কৃষ্ণ, নিবেদন ক'রে আসি পিতার চরণে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

রৈবতক—পুষ্প উদ্যান
মর্ম্মর বেদিকাপরি শ্রীকৃষ্ণ আসীন
বন্দিনীগণের গীত।

নটবর, শ্যাম সুন্দর, মনোহর মাধব, মাধবী মালা গলে।
গুচ্ছ অলকা দামে, শিখিপুচ্ছ চন্দ্রিকা, শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দোলে॥
শত বিধুনিন্দিত, সুন্দর অধরে হাসি, মদন মুরছে দিঠি ছলে॥
হিয়াপর শোভিত কৌস্তুভ-ভৃগুপাদ মৃগমদ তিলক ভালে॥
পীতবসনপরা রাস-রসিকবর কালিন্দী-পুলিন নীরমূলে॥
ধীর সমীর তীরে মোহন মুরলী বাজে শ্রবণে গোপিনী মন ভুলে।
প্রণতি প্রার্থনা নিতি ভকতি মিলাও বঁধু (ঐ) নূপুর শিঞ্জিত পদতলে।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি তোমাদের সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়েছি, তোমরা বিশ্রাম করগে।

[বন্দিনীগণের প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। মনে পড়ে কত কথা।
মনে পড়ে সুখ-স্মৃতি ব্রজধাম!
কতই মাধুর্য্য মাখা
কতই বাৎসল্য ঢালা,
স্নেহ মোর যশোমতি মার
গোপীদের ভালবাসা কতই মধুর,
কি মধুর প্রেমোন্মাদনা শ্রীমতি রাধার
মধুমাখা সখ্য কিবা ব্রজ-রাখালের;
গোলোকে ছিল না হেন সুখদ সম্পদ!
কত শান্তি, কত তৃপ্তি আসে প্রাণে,
স্মরণে সে ব্রজলীলা!
আশৈশব,
সে সুখে সাধিল বাদ কংস আততায়ী,—
বধিনু তাহারে।
জামাতা-নিধনে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ ভূপ,
আক্রমিল বার বার মথুরা নগরী।
বহু চিন্তা করি দেখিলাম,—
ধর্ম্মপ্রাণ বীর্য্যবান্
পাণ্ডবই প্রধান,—
যোগ্য রাজা ভারতের।

ভীমার্জ্জুন সহ,
মগধের গিরিব্রজে করিনু প্রবেশ
স্নাতকের বেশে ;
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে বৃকোদর
জরাসন্ধে করিল সংহার।
হ'ল রাজসূয় আয়োজন,
দিগ্বিজয়ী হইল পাণ্ডব,
রাজসূয় যজ্ঞ পূর্ণ হ'ল।
পাণ্ডবের সৌভাগ্য দর্শনে
জ্বলিয়া উঠিল পুনঃ তীব্র হিংসানল
জ্ঞাতিদ্রোহী দুর্য্যোধন মনে।
হিংসাবৃত্তি না হলে নির্ম্মূল,
নাহি হবে শান্তিরাজ্য ভারতে স্থাপিত।

চতুর্থ দৃশ্য

হস্তিনা—মন্ত্রণা-কক্ষ

শকুনি, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ

শকুনি। দেখলে বাবাজী, ব্যাপারটা যে ক্রমেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে। সেদিন রাজসূয়ে অপমান—অপমান নয়? বল্লে কি না দানবীয় সুকৌশলে সভা রচনা ; একেবারে উলুবনে সাঁতার।—হাসিও পায়, রাগও ধরে। কপালের কালশিরাটা বোধ হয় থেকেই

গেল ! ঐ যে অঙ্গেশ্বর অহোরাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে সমুদ্র-প্রমাণ প্রার্থী,অভ্যাগতকে অকাতরে দু'হাতে দান কর্লেন, সে দানে কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য হয়, তবু যুধিষ্ঠিরের ভাণ্ডার অঙ্গপতি শূন্য ক'রতে পার্লেন না। লোকে বল্‌লে বটে—কর্ণ দাতা, কিন্তু এটাও বল্লে যে, পরের ধনে পোদ্দারি ত ?

কর্ণ। বল্লে না কি ? কিন্তু মাতুল, আমি ত সেরূপ কিছু মনে ক'রে দান করিনি। মাধবের আদেশে আমি রাজসূয়ে প্রার্থীকে দান ক'রবার ভার গ্রহণ ক'রেছিলাম। কর্ম্মফল সেই যজ্ঞেশ্বরকে অর্পণ ক'রে আমি প্রাণপণে কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছি মাত্র।

দুঃশাসন। মহারাজ, আপনি হয় ত তাই ভেবেই করেছেন; কিন্তু নীচ পাণ্ডবদের জানেন না, তারাই এই কথা রটিয়ে গর্ব্ব কর্চ্ছে।

শকুনি। হ্যাঁ, তারপর, বাবাজী সেবার নিমন্ত্রিত হ'য়ে দ্বারকায় গেলেন সুভদ্রার পাণিগ্রহণ কর্ত্তে, সঙ্গে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি সব মহা মহা রথী বরানুগমন কর্লেন। অর্জ্জুন মুখের গ্রাস অপহরণ ক'রে কি লজ্জাটাই না দিলে ! পাণ্ডবদের কি বাড়টাই না বেড়েছে! বাবাজী, উচ্ছেদ কর উচ্ছেদ কর ! জ্ঞাতি—শত্রু !

ছলে বলে অথবা কৌশলে
করহ উচ্ছেদ।
সরলতা ?—
আর সরলতা নহে দুর্য্যোধন !
আজি হ'তে প্রতি কার্য্যে হও
বিষকুম্ভ পয়োমুখ সম। বুঝিয়াছ বাক্য মোর ?

দুর্য্যোধন। হে মাতুল!
জানি সব—বুঝেছি সকলি;
কিন্তু কহ কি উপায়ে
পাণ্ডবের করিব উচ্ছেদ।
সর্ব্ববলে বলীয়ান্ পাণ্ডুসুতগণ
আজি ধরা মাঝে।
আশৈশব হিংসা করি,
চক্ষুশূল জ্ঞাতিভ্রাতা পঞ্চ জনে।
ব্যর্থ হয় শত চেষ্টা মোর,
না পারে দহিতে প্রতিহিংসানল,
দিন দিন অতুল বিপুল, দৃঢ় পাণ্ডব-গৌরব!
ন্যায় বা অন্যায়ে
কিম্বা বলে কি কৌশলে
ধ্বংস-কর পাণ্ডবের সুখের মন্দির।
কহ কেবা আছ সুহৃদ আমার,
ধ্বংস যজ্ঞে হোতারূপে হ'তে অধিষ্ঠান?

শকুনি। হোতা আমি,
সৌবলেরে ধ্বংসযজ্ঞে হোতা করি'
সৃজন করিল ধাতা!
হা, হা, হা, দুর্য্যোধন!
দারুণ পিপাসা!
শুষ্ক অস্থি রেখেছি গোপনে,
বহুদিন হ'তে,

যত্ন করি এই বক্ষোমাঝে,
করিতে তর্পণ তার ঐ রক্তে!

(দুর্য্যোধনের প্রতি অঙ্গুলি হেলাইল)

প্রতিবিধিৎসার ব'য়ে যায় সুন্দর সুযোগ!
শপথ আমার—
আজি হতে ধ্বংসযজ্ঞে হোতা আমি কৌরবের;
করহ শপথ রাজা,
করিবে গ্রহণ মন্ত্রণা আমার—
করিবারে থাকে যদি ধ্বংস সাধ!

দুর্য্যোধন। শপথ তোমার!—
হেন উপকার ভুলিবে না কভু দুর্য্যোধন।

শকুনি। শকুনি হইতে উপকার কৌরবের?
দুর্য্যোধন, দুঃশাসন আদি,—
শত ভ্রাতা ধংসযজ্ঞের ব্রতী আজি আমি।

দুঃশাসন। নিশ্চয়—নিশ্চয়।

শকুনি। ভগ্নি গান্ধারি!
শতপুত্র তব,
আমি মাতুল তাদের;
অন্ধরাজা ধৃতরাষ্ট্র,
কৌরব-ঈশ্বর!
নহি বৃথা অন্নদাস তব,
প্রত্যুপকারে কড়া-ক্রান্তি শোধিবে শকুনি।

দুর্য্যোধন। কহ গো মাতুল,
কিন্তু কি উপায়ে
পাণ্ডবের ধ্বংস যজ্ঞে দিবে পূর্ণাহুতি ?

শকুনি। (পাষ্টিত্রয় দেখাইয়া) জিজ্ঞাসহ এই অস্থিত্রয়ে—
পাইবে উত্তর।
সপ্ত সমুদ্রের বারি,
এই দণ্ডে হয় যদি পরিণত সুতপ্ত রুধিরে,
তথাপি না তৃপ্ত হ'বে শোণিত-পিপাসা !
দুর্য্যোধন ! দুর্য্যোধন ! দারুণ পিপাসা !
তৃপ্ত কর,—তৃপ্ত কর আজি বক্ষোরক্তদানে।
কহ অন্তর্য্যামি,
কতদিনে পিপাসা মিটিবে মোর
তপ্ত রক্ত পানে !
প্রতিজ্ঞা ভীষণ !—
এই মন্ত্রপূত অক্ষে
উত্তপ্ত শোণিত দিয়া করিতে তর্পণ,
প্রতিশ্রুত আমি।
কর নিমন্ত্রণ আজি
রাজা যুধিষ্ঠিরে অক্ষক্রীড়া হেতু,
ক্রীড়াপণে জিনে ল'ব সকল সম্পদ তার।
অস্থিসিদ্ধ ! হা ! হা !

দুর্য্যোধন। মাতুল ! ধন্য তব বুদ্ধির কৌশল !
মন্ত্রপূত অক্ষপাটি ?

শকুনি। নহে মিথ্যা !
দেখিবে অচিরে প্রভাব তাহার ;
কত ক্ষুধা তার !—
বংশে আর কেহ নাহি রবে,
হস্তিনার গগন পবন
হ'বে মুখরিত করুণ ক্রন্দনে ;
পুরবাসিগণ সবে,
দীর্ঘশ্বাসে দিবে গালি শকুনি অধমে।
করিলাম পণ,—
সবংশে করিব নির্ম্মূল।

দুর্য্যোধন। যাও দূত, কহ পিতৃব্য বিদুরে,
রাজা যুধিষ্ঠিরে করিবারে নিমন্ত্রণ
কৌরব-সভায়—অক্ষক্রীড়া হেতু।

পঞ্চম দৃশ্য

দুর্ব্বাসার তপোবন।

দুর্ব্বাসা। ধীরে আসে সন্ধ্যাসতী,
আবরিয়া বরতনু গৈরিক বসনে।
এখনও না আইল বাসুকী,
কৌরব-যাদব-কুল ধ্বংস-যজ্ঞে মোর,
ব্রহ্ম অস্ত্র সেই।

(প্রস্থানোদ্যোত)

(বিপরীত দিক হইতে ভাগ্যচক্রের প্রবেশ)

ভাগ্যচক্র। ঠাকুর, বলি ও ঠাকুর! তুমি ভাগ্যচক্র মান?

দুর্ব্বাসা। কেরে মূঢ়! সন্ধ্যাবন্দনার সময় আমায় বাধা দিলি? মূর্খ! আমি ভাগ্যচক্র মানি? কত লোকের ভাগ্য আমার হাতে সৃষ্ট হচ্ছে আর আমি ভাগ্যচক্রের অধীন? হা! হা! আমি ভাগ্য-মানি না! ভাগ্যচক্রই মহাতপা দুর্ব্বাসার অধীন।

ভাগ্যচক্র। ঠাকুর, তুমি সত্য গোপন ক'রছ।

দুর্ব্বাসা। কি বর্ব্বর! আমি দুর্ব্বাসা—যার বাক্য অখণ্ডনীয় তাকে মিথ্যাবাদী বলিস্, এতদূর স্পর্দ্ধা! এখনি ভস্ম ক'রব।

ভাগ্যচক্র। সত্যি? তবে ঠাকুর, দোহাই তোমার, তাই কর। নি-খরচায় নি-ঝঞ্ঝাটে কাজটা হ'য়ে যাক। আহা এমন দয়াল ঋষি থাকৃতে, লোকে কেন মৃত্যু দাও মৃত্যু দাও ক'রে ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে হয়রান হয়, রোগশোকের অসহ্য যাতনায় আত্ম-হত্যা রূপ মহাপাপের আশ্রয় নেয়? কেউ গলায় দড়ি দিয়ে, কেউ দড়ি কলসী নিয়ে জলে ডুবে, কেউ অস্ত্রাঘাতে, কেউ বিষ খেয়ে, আগুনে পুড়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য ক'রে আত্মহত্যা ক'রছে। কেন রে বাপু, এত ফ্যাসাদ? এখানে এসে ঠাকুরের সামনে বোস, একেবারে চিহ্ন পর্য্যন্ত কেউ খুঁজে পাবে না! অন্য কোন প্রকারে মরলে আত্মীয়স্বজনের কত বিপদ,—মড়া ব'য়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লোকের খোসামোদ কর, বাঁশ আন, খাট বাঁধ, হরি বোল দাও, কাট খড়ি কেনো, চুলি কাট, চিতা সাজাও; তাও কি বাপু বেশ পোড়ে?—ঝল্সা পোড়া করে ফেলে দেয়। আর ঠাকুর একবার দয়া ক'রে যেই কট্মট্ করে চেয়েছেন,

আর ব্যস্—একেবারে নিছুক ছাই! একটু খিঁচ-খাঁচও পাবার যো নাই! ঠাকুর, আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি, আমায় দয়া ক'রে ভস্ম কর, দোহাই তোমার।

দুর্ব্বাসা। বটে! বেটা বদমায়েস, চালাকি করতে এসেছ? আমাকে ভুলিয়ে ভস্ম হ'বে, না? দূর হ বেটা, আমি তোকে ভস্ম করব না! দূর হ মূর্খ, দূর হ! নইলে এমন অভিশাপ দেব—

ভাগ্যচক্র। দোহাই ঠাকুর, বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি, সাত দোহাই তোমার। একবার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চাও!

দুর্ব্বাসা। না, তোকে কিছুতেই ভস্ম করা হ'বে না, এ আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

ভাগ্যচক্র। আমার কপাল পোড়া! আচ্ছা! ভস্ম ত ক'রবে না ব'লে দিব্বি করলে, অন্ততঃপক্ষে একটা অভিশাপ দাও?

দুর্ব্বাসা। না, তাও দেব না। হুকুম ক'র্ছেন, "ভস্মকর, অভিশাপ দাও"! বেটা ধাড়ি বর্ব্বর, চালাকের হদ্দ! বের বেটা নচ্ছার, সম্মুখ হ'তে দূর হ।

ভাগ্যচক্র। লোকে তাইতে বলে, "ঠাকুর বড় ছেঁচড়া"।

দুর্ব্বাসা। কার এত বড় স্পর্দ্ধা, আমায় এত বড় কথা বলে? শীঘ্র বলত কে বলেছে!

ভাগ্যচক্র। না ঠাকুর, আমি বল্‌ব না। তুমি আমার কথা শোন না, আমিই বা তোমার কথা শুনব কেন?

দুর্ব্বাসা। আচ্ছা! তোর কথা শুনব, বল দেখি কে আমায় ছেঁচড়া বলে।

ভাগ্যচক্র। আচ্ছা, আগে তুমি আমায় ভস্ম কর, তার পর ব'লব।

দুর্ব্বাসা। পাগল নাকি? বেটা, ভস্ম হ'লে কি করে বল্‌বি? তোর অস্তিত্বই ত থাক্‌বে না।

ভাগ্যচক্র। না থাকুক, তুমি ভস্ম করেই দেখ না, ব'লতে পারি কি না।

দুর্ব্বাসা। দূর হ অর্ব্বাচীন, ভাল হতভাগার পাল্লায় পড়েছি! তপস্যার বিঘ্নকারি, দূর হ, দূর হ।

ভাগ্যচক্র। বলি, ছত্রিশবারত "দূর দূর," করছ, ভস্ম করবে কি না বল।

দুর্ব্বাসা। না ক'রব না।

ভাগ্যচক্র। সত্য?

দুর্ব্বাসা। সত্য! ধ্রুব সত্য!

ভাগ্যচক্র। তবে নাকি ঠাকুর, তুমি মিথ্যা বল না, ভাগ্যচক্র মান না?

দুর্ব্বাসা। আমি ভাগ্যচক্র মানি? আমি মিথ্যা কথা বলি?

ভাগ্যচক্র। নিশ্চয়ই। এখনি—ইতিপূর্ব্বে—বল্লে, "ভস্ম ক'রব," তারপর বল্লে, "অভিশাপ দেব"।—এর কোন কথাটা ঠিক আমি বিশ্বাস ক'রবো? সত্য মিথ্যা যে কিছুই ঠিক ক'রতে পার্চ্ছি না প্রভু?

দুর্ব্বাসা। (স্বগত) এ বেটা মহা ফাঁপরে ফেল্‌লে দেখছি! এমন বিপদেও মানুষে পড়ে! বেটা মুখের উপর যা তা বল্‌ছে। জীবনে এমন হার দুর্ব্বাসা কারও কাছে হারে নি। কি বলবো, প্রতিজ্ঞা করেছি বেটাকে কিছু বলবো না। এখন বেটা যদি আমার গায়ে নিষ্ঠীবনও ত্যাগ করে, তথাপি মুখবুজে সইতে হ'বে। শীঘ্র দূর করতে না পারলে বেটার হাতে অনেক দুর্গতি ভোগ করতে হ'বে।

ভাগ্যচক্র। তা ঠাকুর, ফোঁস্ ফোঁস্ ক'রে গজরালে আর কি হ'বে? ওতে আর বিষ নেই, শুধু শুধু চক্র ধ'রে আর লাভ কি বল? দু-ঘা মেরে তাড়াবে? তাও আর ও অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণ শরীরে কুলাবে না, এমনিই ত বাতাসে কাঁপছ।

দুর্ব্বাসা। কি ব'লবে বাপু, বল। তোমার সঙ্গে কথা বলাই আমার অপরাধ হয়েছে।

ভাগ্যচক্র। সেটাও কি আমার দোষ? আচ্ছা ঠাকুর, এই বার বল দেখি তুমি ভাগ্যচক্র মান কি না?

দুর্ব্বাসা। যদি বলি মানি না।

ভাগ্যচক্র। তা হ'লে জান্‌ব, ঠাকুর, মিথ্যা কথা ব'লছ।

দুর্ব্বাসা। যদি মানি, না মানি, কিছুই না বলি?

ভাগ্যচক্র। তাতেও ত তুমি জ্ঞানপাপী, ঘোর মিথ্যাশ্রয়ী; ঠাকুর, কেন মিছে বাগ্‌বিতণ্ডা ক'রছ? তোমার অন্তর বাহির সবই এই ভাগ্যচক্রের অধীন।

দুর্ব্বাসা। বাপু, তুমি কি আমায় উন্মাদ ক'রবে?

ভাগ্যচক্র। মনে করুন, সেটা যদি হয়, সেটাও ভাগ্যচক্রের অধীন মনে ক'রতে হ'বে।

দুর্ব্বাসা। দেখ বাপু, আমি তোমার নিকট হার মানছি। তুমি কে বল ত বাপু! এমন পরাজয় জীবনে কারও কাছে স্বীকার করি নি।

ভাগ্যচক্র। হে ঋষিপ্রধান,

এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডবাসী সর্ব্ব জীবচয়,
অধীনে আমার,—
নিয়ত কালের পথে করিছে ভ্রমণ।

সর্ব্বজন পরাজিত মোর পাশে
সকল সময় ।
কেহ বা তোমার মত
মুক্তকণ্ঠে করিছে স্বীকার,
কেহ বা ব্যর্থ গর্ব্বে মাতি,
ভাগ্যচক্রে ভ্রূকুটী করিয়া,
চাহে মোর অধীনতা করিতে ছেদন !
কেহ বা আদরে যত্নে বরি লয় মোরে,
কেহ ত্যজে সঙ্গ মোর বিষ মনে করি ;
রুষ্ট কিম্বা তুষ্ট আমি নহি কার প্রতি,
মান অপমান উভয়ই সমান ।
অলক্ষ্যে থাকিয়া
মানবেরে নিয়ন্ত্রিত করি
আপন প্রাক্তন-পথে ;
তাই কহে তিন লোক,
"ভাগ্য ছাড়া নাহি অন্য পথ" ।
শোন ঋষি, পরিচয় মোর,
কাল-রথে আমিই সারথি—
আমি ভাগ্যচক্র মানবের ।

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গঙ্গাতীর।

দণ্ডী। মাগো!
আশ্রয় বিহীন আমি,
জলি দিবানিশি মর্ম্মন্তুদ যাতনায়!
হর-শির-বিহারিণি শান্তি-প্রদায়িনি
জননি জাহ্নবি,
স্থান দে মা, সুশীতল কোলে তোর।

(সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। রাজবেশ—
বীর্য্যবান্ হয় অনুমান্!
ধীমান্,
আত্মহত্যা মহাপাপ;
কহ কিবা হেতু,
কিবা মনস্তাপে করিতে উদ্যত—
মানবের বিবেক-বিরুদ্ধ-কার্য্য?
কহ কেবা তুমি মতিমান্,
স্বেচ্ছায় ত্যজিছ প্রাণ ভাগীরথী জলে?

দণ্ডী। মাতঃ!
ভাগ্যহীন অবন্তির পতি আমি,
দণ্ডী মোর নাম।
ত্রিভুবনে ভ্রমিলাম আশ্রয় কারণ,
কেহ নাহি দানিল আশ্রয় অভাগারে।

সুভদ্রা। শরণাগত, পেলে না আশ্রয়!—
তাই বৎস,
মরণ কামনা করি,
আসিয়াছ এই পূতনীরে,
বিসর্জ্জিতে আপন জীবন!
ত্যজ মনস্তাপ বৎস,
আমি দিব আশ্রয় তোমায়।

দণ্ডী। বরাভয় দাত্রি, কে মা তুমি?
পরিচয়ে তৃপ্ত কর প্রাণ।

সুভদ্রা। পাণ্ডবঘরণী আমি, ভগ্নী গোবিন্দের।

দণ্ডী। মাতা! ফিরে লও বাণী,
হে কল্যাণি,
আমি তব জীবনের পাপগ্রহ!
জান না জননি,
কাহার বিরুদ্ধে তুমি করিছ শপথ,
অভয় দানিতে মোরে জাহ্নবীর তীরে!
মা! মা!
বাক্য তব কর পরিহার।

সুভদ্রা। জানিতে চাহি না কিছু ন্যায় বা অন্যায়,
হোক্ শত বজ্রপাত শিরে,
অথবা মুছিয়া যাক্
চিরতরে সুভদ্রার নাম ;
আশ্রয় দিয়াছি বৎস,
ত্যজিতে নারিব।

দণ্ডী। শুন নাই বারতা ভীষণ,—
ইন্দ্র, চন্দ্র, শূলপাণি,
নাহি শক্তি ধরে মাতা বিপক্ষে তাঁহার,
আশ্রয় দানিতে মোরে।
নারী তুমি,
বুঝ নাহি কথা ;
মাতা ! শত্রু মোর যাদবের পতি কৃষ্ণ,
তুমি ভগ্নী যাঁর।
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ, অভিন্ন-হৃদয়।
চাহে যদুপতি মাগো,
মোর প্রাণসমা অশ্বিনী-রতনে,
লইবারে কাড়ি।
বিপক্ষে তাঁহার,
আমারে আশ্রয় দানে তব পণ !—
ভেবেছ জননি, কিবা পরিণাম তার ?

সুভদ্রা। সত্য মোর পণ !
কিবা ক্ষতি তায় ?

ক্ষত্রিয়রমণী—ক্ষত্রিয়জননী—
ডরে নাহি ত্যজিবে আশ্রিতে।
হ'ন রুষ্ট জনার্দ্দন,
আশ্রিত পালন ধর্ম্ম
ছাড়িবে না জীবন থাকিতে কভু কৃষ্ণের ভগিনী।

দণ্ডী। পাণ্ডব যে আশ্রিত কৃষ্ণের,
পাণ্ডবের সখা যে মা কৃষ্ণ!

সুভদ্রা। শুনেছি শ্রীমুখে তাঁর বিদায়ের কালে,
"শরণাগতরে আশ্রয় দানিতে
কভু ভুল না ভগিনি।"—
আজ্ঞা তাঁর করেছি পালন।
ক্ষত্র-ধর্ম্ম,—নারী-ধর্ম্ম,—আশ্রিত-রক্ষণ,
তাহে যদি ঘটে কোন অমঙ্গল,
অপরাধী হ'বে ধর্ম্ম, ধর্ম্মের বিধান।
অদৃষ্ট লিখন যদি,—
ভাই বোনে বিরোধ ঘটিবে,
বল রাজা, কে খণ্ডিবে তাহা?

দণ্ডী। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির—রাজ-লক্ষ্মী তুমি মাতা,
নহে হেন বীর বাণী—
আর কারো মুখে নাহি হ'ত উচ্চারিত!
ত্রিভুবন করিনু ভ্রমণ,
কিন্তু মাতা,
হেন ওজঃস্বিনী প্রদীপ্ত ধর্ম্মের জ্যোতি,

গরিমা মণ্ডিত,—
নাহি দেখি দেব-নর-গন্ধর্ব্ব ভিতরে।

সুভদ্রা। বল নাহি অধিক রাজন্,
এস মোর সাথে অশ্বিনী লইয়া তব।
অভি! অভি!!

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু। কেন মা ?

সুভদ্রা। পুত্র, আজ আমাদের জীবনের মহা-সন্ধিক্ষণ!
এই ভাগীরথী তীরে করিয়া শপথ,
দণ্ডীরাজে দিয়াছি আশ্রয়;
প্রতিধ্বনি চাহি তব মুখে।
কহ বৎস, কিবা অভিলাষ তব ?
তোমা ভিন্ন আদেশ করিতে পারি,
হেন জন নাহি আর কেহ।
বীরমণি, গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য তুমি,
রেখো বাছা, গোবিন্দের মান;—
নীতি তাঁর, আশ্রিতপালন।
প্রার্থনা করিতে পারি তোমার পিতার পদে,
রাখা না রাখা ইচ্ছা তাঁর।
অভি! পুত্র!
আজ হ'তে তোমার উপর
দণ্ডিরাজ অশ্বিনীরে রক্ষিবার ভার।

এ নহে আদেশ—এ নহে প্রার্থনা ;—
কর্ত্তব্যের আবাহন ইহা।

অভিমন্যু। এই পূত প্রবাহিনী তীর্থ,
ততোধিক মহাতীর্থ চরণ তোমার,
স্পর্শ করি' করি মা শপথ,—
প্রাণপণ কর্ত্তব্যপালনে।

সুভদ্রা। হ'ন যদি বৈরী,
গোবিন্দ মাতুল তব,
পিতা ধনঞ্জয়,
বীরেন্দ্র পিতৃব্যগণ,
বিপক্ষে তাঁদের
ধরিবারে অস্ত্র, সক্ষম হবে কি বৎস ?

অভিমন্যু। বিস্মিত করিছ মাতঃ !
শিক্ষা গোবিন্দের,
মাতার আদেশ,—
আশ্রিতপালন ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের—ব্যর্থ হবে ?
সিংহ শিশু ত্যজে কি কখন
জন্মগত স্বভাব তাহার ?
মাতা, আদেশে তোমার,
বিশ্বের বিপক্ষে অভি, করিবে সংগ্রাম।
এস অবন্তী ঈশ্বর,
অশ্বিনী লইয়া তব, নির্ভয়ে আমার সাথে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মৎস্যদেশে—বিরাট-রাজার প্রাসাদ-অলিন্দ।

দ্রৌপদী ও সুভদ্রা।

দ্রৌপদী। যেমন দাদা, তেমনি বোন ; তোমাদের মহিমা বোঝাই ভার !

(যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল সহদেবের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। এও কি সম্ভব ভদ্রা ?
শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিত পাণ্ডব !
যাঁহার বিরুদ্ধে
ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্রাদি দেবতানিচয়
দণ্ডীরাজে আশ্রয় দানিতে বিমুখ,
তুমি তাঁরে দানিবে আশ্রয়
সেই কৃষ্ণের বিপক্ষে !

দ্রৌপদী। দিবেন কি গো, দিয়েছেন ;
পূত জাহ্নবীর তীরে করিয়ে শপথ,
মাতা পুত্রে দণ্ডীরাজে দিয়াছে অভয়।
কি হেতু বিস্মিত সবে ?
ক্ষত্রিয়রমণী করিয়াছে স্বধর্ম্মপালন।

অর্জ্জুন। কোন বলে ?

সুভদ্রা। ধর্ম্মবলে,—
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আশ্রিতপালন।

কৃষ্ণের ভগিনী, পাণ্ডবঘরণী,
বীর-চূড়ামণি অভির জননী,
ক্ষত্রিয় রমণী হ'য়ে দিব কিগো ধর্ম্মে জলাঞ্জলি?

ভীম। মাতা, পাণ্ডবের কুললক্ষ্মী তুমি,
তুমি যে অভয়দান করেছ দণ্ডীরে,
ভীম তাহা অবশ্য পালিবে।
শুনিয়াছি মাধবের মুখে,—
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু অবতীর্ণ তিনি;
যুগধর্ম্ম ব্যর্থ হবে তাঁর,
ধর্ম্ম হ'বে জ্যোতিহীন
আশ্রিতেরে না দিলে আশ্রয়!

সুভদ্রা। দেব, করেছি মনন,—
এ বিগ্রহে আর্য্যপুত্রগণ রহি' নিরপেক্ষ,
রাখুন মিত্রতা দৃঢ় মাধবের সনে।
যুক্তকরে জানাই প্রার্থনা,
মাতা পুত্রে দণ্ডীরাজে করিব রক্ষণ,
তাহে যদি যায় প্রাণ,
বাড়িবে সম্মান পাণ্ডবের!

ভীম। মাতা, ত্যজ অভিমান।
এ আহবে,
দণ্ডীরাজে রক্ষিবেক ভীম,
ভীম গদা হাতে—
ধর্ম্মের শপথ।

যুধিষ্ঠির। কুললক্ষ্মি, জননি আমার,
ধর্ম্মের মহিমা সত্য বুঝিয়াছ তুমি।
সত্য কথা,
ধর্ম্ম ত্যাগে কোথা রহে গোবিন্দের কৃপা ?
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ,"
সারধর্ম্ম আশ্রিত পালন ;
অবশ্য রক্ষিবে দণ্ডীরাজে যুধিষ্ঠির।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। দ্বারাবতী পুর হ'তে, আসিয়া সাত্যকি,
পুরদ্বারে করেন অপেক্ষা ;
মাগেন সাক্ষাৎ তিনি ধর্ম্মরাজ সনে।

যুধিষ্ঠির। (নকুলের প্রতি) যাও ভাই, সসম্মানে নিয়ে এস তাঁরে।
চল যাই অগ্নিগৃহে সবে।

[দ্রৌপদী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(দ্রৌপদীর গীত)

কেশব থেক স্মরণে।
যেন হিয়ার মাঝারে রাখিতে তোমারে
ভুলি না জীবনে মরণে॥
কাঁদাতে যদি গো সখা চিরদিন ভালবাস,
মুছাইতে অশ্রুধারা নাহি দেও অবসর,
করুণ প্রাণের ব্যথা এত যদি প্রীতিকর
সহিতে শকতি-হারা ক'র না আশ্রিত জনে॥

তৃতীয় দৃশ্য

বিরাটের অগ্নিগৃহ অভ্যন্তর।

(যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন ও সহদেব)

যুধিষ্ঠির। না জানি কি ভবিতব্য পুনঃ হতেছে প্রস্তুত
হতভাগ্য যুধিষ্ঠির তরে।
শিশুকাল হ'তে,
পঞ্চভ্রাতা মোরা জননী সহিত,
শতঝঞ্ঝা, শত বিপদ হইতে
পাইয়াছি পরিত্রাণ যাঁহার কৃপায়,
পাণ্ডবের চিরসখা যিনি,
আজি সেই যদুপতি মাধবের সহ,
বিবাদ মাগিতে হ'ল
ক্ষত্রধর্ম্ম রক্ষা হেতু!
এইবার পাণ্ডবের নাম—
চিরতরে হ'বে লুপ্ত ধরণী হইতে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধাতা যিনি,
তাঁর সহ বাদে ধ্বংস সুনিশ্চয়!

(নকুলের সহ সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। ধর্ম্মরাজ পদাম্বুজে প্রণাম আমার।
শিষ্যের বিনীত নতি

পদে তব, হে ফাল্গুনি,
গ্রহণ করিয়া আজি ধন্য কর মোরে।

যুধিষ্ঠির। এস ভাই, সাত্যকি ধীমান্!
কহ মতিমান্, কিবা হেতু আগমন বিরাটের পুরে।
কুশলে আছেন ত যদুপুরে সবে?

সাত্যকি। আছেন কুশলে যদুপুরে সবে।
নিবেদি চরণে আগমন বার্ত্তা মোর,
অবন্তীর পতি দণ্ডীরাজ পাশে
আছে এক সুলক্ষণা অশ্বিনী সুন্দর।
মাধব দণ্ডীর পাশে মাগিলা সে হয়,
অবন্তীর পতি, উপেক্ষিয়া প্রার্থনা তাঁহার,
অশ্বিনী সহিত তিন লোক করিল ভ্রমণ,
আশ্রয় না পাইল কোথাও;
কিন্তু আজি শুনি আশ্চর্য্য বারতা লোক মুখে,
পাণ্ডব দিয়াছে নাকি দণ্ডিরে আশ্রয়!
যদি সত্য হয়,
মাগিছেন দণ্ডী সহ অশ্বিনী কেশব।

যুধিষ্ঠির। সত্য এ বারতা,
ভদ্রা মাতা দিয়াছেন দণ্ডীরে আশ্রয়।
সুরধুনী তীরে সাক্ষী রাখি দেবতানিচয়ে।
কহ মাধবের পদে
জানাইয়া মিনতি আমার,
পাণ্ডবের মুখ চাহি করিবারে ক্ষমা;

নহে, দিব প্রাণ পঞ্চভাই
আশ্রিতপালনে।

সাত্যকি। কিন্তু প্রভু, প্রতিজ্ঞা তাঁহার, অশ্বিনী গ্রহণে।
আশ্রিত বলিয়া যদি
অবন্তী ঈশ্বরে না করেন বর্জ্জন,
তবে, মাধবের সহ বিবাদ সৃজন হ'বে।
মাধবের আশ্রিত পাণ্ডব,
তাঁর সহ রণে—
কে রক্ষিবে ভাবিয়া না পাই।

ভীম। স্তব্ধ হও বার্ত্তাবহ!
পাণ্ডবের হেতু অহেতু চিন্তায়
নাহি কর আলোড়িত মস্তিষ্ক তোমার।
যদি যথার্থ বিবাদ বাধে মাধবের সহ,
আশ্রিত রক্ষণ হেতু,
ভীম গদা নাহি র'বে স্থির,
গদাধর সহ রণে।
স্থির জানি ভবিষ্যৎ
তথাপি এ ভীম দেহে যতক্ষণ রবে প্রাণ,
আশ্রিত দণ্ডীরে নাহি করিব বর্জ্জন।
কহ গিয়া মাধবেরে,
ধর্ম্ম সাক্ষী করি',—
শ্রীপতির পদাম্বুজ স্মরি',
ভীমসেন দণ্ডীরাজে দিয়াছে অভয়,

ছলে কি কৌশলে,
ভীম সেনে মুগ্ধ করি,
দণ্ডীরে গ্রহণ, সাধ্য নাহি তাঁর।

সাত্যকি। হে মধ্যম পাণ্ডব,
জানি মোরা—
রণস্থলে ভীমার্জ্জুন হইলে মিলিত,
সাধ্য নাহি মানবের পরাজিতে দোঁহে।
কিন্তু ভেবেছ কি বীর,—
যদি যদুপতি মাগেন সমর,
তিন লোক সহায় হইবে।
দেব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নর সম্মিলিত রণে,
সুনিশ্চয়, পরাজয় তোমা সবাকার!
কহি হিতবাণী,
দণ্ডীসহ অশ্বিনীরে প্রদানিয়ে
মাধবের সহ রাখহ সম্প্রীতি ;
নহে, ধ্বংস সুনিশ্চয়।

অর্জ্জুন। অযাচিত উপদেশ তব নাহি প্রয়োজন।
কি কহিব দূত তুমি,
নহে, ধর্ম্মরাজ পাশে
জীবিত না ফেরে কেহ।
হেন স্পর্দ্ধা করি।
দেব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ-পরাক্রম,
জানা আছে মোর।

কহ গিয়া নারায়ণে,—
আশ্রিত পালন হেতু,
প্রাণ দানে ডরে না পাণ্ডব।

সাত্যকি। অস্ত্র-শিক্ষা-গুরু তুমি,
আমি শিষ্য তব,
কিন্তু বিপক্ষের দূত আজি ;
তথাপি প্রয়াস—
বিরোধ সৃজন দেব, নাহি হয় যাহে।
নহে, ধর্ম্মরাজ পাশে উপদেশ দানে
স্পর্দ্ধা করিবারে, নাহি শক্তি মোর।
পাণ্ডবের সখা নারায়ণ,
নহে এতক্ষণ বাধিত সমর ভীষণ।
নাহি পুরে বলদেব রুদ্র অবতার,
গিয়াছেন তীর্থপর্য্যটনে,
নতুবা
পাণ্ডব চালিত হ'ত হলের তাড়নে।

ভীম। বীরজন নাহি ডরে হলের তাড়নে,
মৃত্তিকা কর্ষণে হয় প্রয়োজন তার।
আসিয়াছ দ্রুতগামী রথে,
যাও ত্বরা সংবাদ দানিতে,—
রণস্থলে—
হল-করে হল-ধরে,
দেবকুল সহায় শ্রীকৃষ্ণে ভেটিতে বাসনা।

কহিও মাধবে কিম্বা হলধরে,—
রণভূমে, দ্বৈরথ সমরে,
মাগে দরশন ভীমসেন।

সাত্যকি। বীর বৃকোদর,
বাক্য তব করিয়াছে
বীরত্বের সীমা অতিক্রম!
চক্রধর হলধর সহ
চাহ দ্বৈরথ-সমর?
উত্তম!
আজ্ঞা তব করিব পালন।
কহিব মাধবে,
রণস্থলে একেশ্বর ভেটিতে তোমায়।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাঙ্গন।

বলরাম ও সুভদ্রা।

বলরাম। ভদ্রা, এ কি শুনি অদ্ভুত কাহিনী!—
কৃষ্ণের সহিত নাকি পাণ্ডবের রণ?
আরও নাকি শুনি—
তুমি তার হেতু!

এ কি ভগ্নি !
ভগ্নী হ'য়ে
ভ্রাতা সহ সাধিয়াছ বাদ,
কৃষ্ণ অরি দণ্ডীরে আশ্রয় দিয়ে ?
অনুরোধ রাখ মোর, বোন্,
দণ্ডীরাজে কর ত্যাগ,
দেহ অশ্বিনী কেশবে।

সুভদ্রা। কহ দেব, কেমনে সম্ভবে তাহা ?
করিয়া শপথ সুরধুনী তীরে,
আশ্রয় দিয়াছি যারে,
ক্ষত্রিয় রমণী, তোমার ভগিনী,
কেমনে করিবে তারে ত্যাগ,
আশ্রিত-পালন-ধর্ম্ম—করিয়া বর্জ্জন ?
অবন্তীর পতি দোষী নহে কেশবের পায় ;
অহেতু মাধব কেন রুষ্ট,
বুঝিতে না পারি !
যাও দাদা, বুঝাও তাঁহারে,
আশ্রিত রক্ষণ উপদেশ তাঁর।

বলরাম। জান ভদ্রা কৃষ্ণের চরিত,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার না দেখি মঙ্গল।
রাখ কৃষ্ণের সম্মান, নহে, পাণ্ডুবংশ হইবে নির্ম্মূল।

সুভদ্রা। রাখিতে সম্মান তাঁর, বাড়াতে গৌরব,
কৃষ্ণের ভগিনী ভদ্রা করে হেন কাজ।

নহি হীনা নারী,—
যাদব-ঝিয়ারী আমি পাণ্ডু-কুল-বধু ;
স্বধর্ম্মপালনে যদি হয় ধ্বংস আমা সবাকার,
তাহে কিবা দোষ বল হইবে ভদ্রার ?

বলরাম। না শুনি' বচন, ভদ্রা,
নিজ পদে কর্ম্ম দোষে মারিলি কুঠার !
প্রতিফল পাইবি অচিরে,—
পতি-পুত্র কেহ নাহি র'বে এ আহবে ;—
কৃষ্ণ সহ ত্রিদিব যুঝিবে, বিপক্ষে তোদের।

সুভদ্রা। বার বার শুনিতেছি কেন তব মুখে—
পাণ্ডবের ধ্বংস-কথা ?
না হ'তে সংগ্রাম,
করিলে নির্ণয় দেব, পাণ্ডবের পরাজয়।
কহ, কিবা ভয় তাহে ?
পাণ্ডব, সমরে বিমুখ কি কভু ?
করে আকিঞ্চন তারা,
ত্রিভুবন বিপক্ষেতে রণ ;
আজি তার মিলিল সুযোগ !
জগন্নাথ, বলরাম, ত্রিদিবের দেবগণ,
অরিরূপে হ'ন যদি অবতীর্ণ সমর-প্রাঙ্গণে,
বহুভাগ্য পাণ্ডবের !

বলরাম। স্পর্দ্ধা তোর বাড়িয়াছে সেই দিন হ'তে,
পার্থ যবে করিল হরণ তোরে।

মাধবের করুণায়
পেয়ে পরিত্রাণ,
ভাবিয়াছ অজেয় পাণ্ডব ?

সুভদ্রা। শুনেছি শ্রীমুখে,—
ত্রিভুবন বাদী হ'বে এই রণে।
কহ হলধর, হেন ভাগ্য ঘটিয়াছে কার ?
পাণ্ডবের নাশ,
যদি পীতবাস পারেন করিতে,
সালোক্য সাযুজ্য আদি,
করগত পাণ্ডবের।

বলরাম। আজি দেখি,
পাণ্ডবের বংশ নাশ—
সর্ব্বনাশ হেতু,
জন্ম তোর যাদবের কুলে।

সুভদ্রা। বীর পত্নী, বীর ভগ্নী,
বীরের জননী বীরাঙ্গনা আমি ;
অলীক ভয়েতে,
নাহি হ'বে কম্পিত অন্তর !
দেখিবে জগৎ,
প্রতিজ্ঞা পালন হেতু,
নারী হৃদে কত বল ধরে !
থাকিতে জীবন,
সুভদ্রা না বিপদে ত্যজিবে।

হলধর,
করি নতি পায়,
ধর্ম্মহারা করো না ভদ্রায়।

বলরাম। শোন্ ভদ্রা,
শেষ বার কহি,
উপদেশ বাণী কভু নাহি কর হেলা ;
নহে,—রাম কৃষ্ণ আজি হ'তে
কেহ নহে তোর।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। নাহি ডরি হরি অরি,
শুদ্ধ ডরি তাঁর ছল প্রলোভন !
নারায়ণ,
করো না বঞ্চিত সত্য-ধর্ম্ম-রক্ষিবারে,
সুভদ্রা আশ্রিত তব ;
ইহকাল পরকাল,
তুমি প্রভু সর্ব্বস্ব ভদ্রার।

পঞ্চম দৃশ্য

রণস্থলের এক পার্শ্ব—পর্ব্বত-সানুপ্রদেশ।

সাত্যকি ও কৃষ্ণ।

সাত্যকি। হের যদুপতি!
বিপক্ষ সংগ্রামে স্বপক্ষীয় বীরগণ যত—
দেব-দৈত্য-যক্ষ-রক্ষ যাদবীয় চমূ—
ছত্রভঙ্গ আজি।
গঙ্গার নন্দন ভীষ্ম গঙ্গাধরে বারে,
যুধিষ্ঠির-শরে বিধাতা বিকল!
ওই দুর্য্যোধন, দেবরাজে করিল বিমুখ,
অভিমন্যু, কার্ত্তিকেয়ে নিবারে সমরে
অদ্ভুত বিক্রমে,
যমরাজ পায় লাজ অশ্বত্থামা করে!
হায়! হায়!
ভীমসেন ভীম গদা হাতে
হলধরে করিছে নিগ্রহ!—
কর্ণ রথী, দেবচমূ করে ছারখার!
ওই, ওই, পাঞ্চাল ভূপতি যক্ষগণে পরাজিল।
আলোড়িছে ঘটোৎকচ
রক্ষগণে সাগর তরঙ্গ সম,
ঐ তারা পলায় সভয়ে!

ধৃষ্টদ্যুম্ন দৈত্যগণে করিছে মথিত,
পার্থ বাণে তিন লোক হয়েছে অস্থির !
হেরি ওই কামে, বাম রণে,
অনিরুদ্ধ সভয়ে পলায়,
ছিন্ন ভিন্ন বরুণের পাশ,
বায়ুবেগে পলাইছে বায়ু, মৃগরথে।
সূর্য্য তেজোহীন !
আর কিছু না হয় নির্ণয়,—
শর-জালে আচ্ছন্ন গগন,
গাণ্ডীব-টঙ্কারে বধির শ্রবণ-পথ।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন বাণী সাত্যকি ধীমান্,
জানাও প্রণাম মোর পশুপতি পায়,
কহ গিয়া তাঁরে,—
আসন্ন শর্ব্বরী,
আজি রজনীতে হ'বে নিশারণ।
কহ তাঁরে,—
বিরিঞ্চি, বরুণ, ইন্দ্র, যমরাজ, ষড়ানন সহ
মিলিত হইতে রণক্ষেত্রে ;
আমিও মিলিব তথা সপ্ত বজ্র করিয়া সংযোগ,
বিনাশিব পাণ্ডব-গৌরব।

সাত্যকি। কিন্তু দেব,
অদ্ভুত রহস্য কিছু বুঝিতে না পারি,—
কেমনে নাশিবে বল বিপক্ষ অরাতি ?—

তব মুখে শুনিয়াছি বহুবার—
কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা অমর জগতে,
ভীষ্মদেব—ইচ্ছাধীন মৃত্যু তাঁর,
শুনি আত্মজনিধনবার্ত্তা,
দ্রোণাচার্য্য ত্যজিবে জীবন,
সেও ত অমর !
ব্যাসমুখে করেছি শ্রবণ
রণক্ষেত্রে নাহি হ'বে পাণ্ডব নিধন ।
হে মুরারি,
কহ কৃপা করি',
তবে সপ্ত বজ্র সম্মিলনে,
কিবা হবে ফল ?

শ্রীকৃষ্ণ। জানিবে পশ্চাৎ,
এবে উপদেশ মত কার্য্য করহ ত্বরিত
শুভক্ষণ সন্ধ্যা সমাগত,
বিলম্ব নাহিক আর ।
যাও ত্বরা ।

[প্রস্থান ।

(বিপরীত দিক হইতে ভীম, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি
পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সহ ভীষ্মের প্রবেশ)

ভীষ্ম। ওই অস্তাচলগামী বিভাবসু !
দেবসৈন্য পরাজয়ে বুঝি,—

লজ্জারক্ত—হেম তনু,
ধীরে ধীরে তমসার আবরণে
করি আচ্ছাদন,
আঁধারিল বিশ্ব-চরাচর।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য !
স্বাগত শর্ব্বরী !
দেবসৈন্য নাহি ত্যজে সমর-প্রাঙ্গণ !
ক্ষণেক বিশ্রাম সবে লভিছে এখন,
সন্ধ্যা-বন্দনার হেতু।
শোন ভীমসেন,
শোন মহারথিগণ,
জ্ঞান হয়—
নিশারণ হইবে নিশ্চয়।
অসুরারি দেবসেনা অমরের দল,
মাগি' পরাজয়, ত্রিদিবে পশিবে—
মনে নাহি লয়।
যক্ষ-রক্ষ দানবীয় দল,
প্রাণ লয়ে গেল পলাইয়া ;
শুধু যাদবীয়গণ,
লজ্জায় না পশে নিজপুরে।

(অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন। সেনাপতি শম্ভু পুনঃ করিল মন্ত্রণা—

সপ্ত বজ্র প্রহারিবে যামিনী-সংগ্রামে.
পাণ্ডবনিধন হেতু।
ভুলেছেন ভোলানাথ—
পাশুপাত দিয়াছেন মোরে ;
ব্যর্থ হ'বে শূল তাঁর অস্ত্র পাশুপাতে।

ভীষ্ম। দীপ্তিমান্ ধনুর্ব্বাণ,
শ্রীরামের শিক্ষা-গুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ,
দিয়াছেন করে তুলি মোর ;
সপ্ত বজ্র ব্যর্থ আজি করিব নিশ্চয়
সৌপ্তিক সংগ্রামে,
দেবগণ মানি' লবে নরের বিক্রম।

অশ্বত্থামা। বজ্রাগ্নি করিব ধ্বংস সহ দেবতানিচয়,
সুতীক্ষ্ণ শায়কে,
কমুণ্ডলু তেজ করিব হরণ
ব্রহ্ম অস্ত্রে মোব।

কর্ণ। ভার্গব-কার্ম্মুকধারী আমি,
হের দিব্য অস্ত্র তুণীরে চঞ্চল,
দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় শক্তি
চূর্ণ আজি করিব সমরে।

ভীম। যমদণ্ড গদাঘাতে দিব যমালয়ে।

ভগদত্ত। বৈষ্ণবীয় মহা অস্ত্র অব্যর্থ জগতে।
মোর সহ সংঘর্ষ হইলে, সুদর্শন হবে আভাহীন,
রণস্থলে র'বে স্থির স্থাণুর মতন।

ভীষ্ম।　এস বীরগণ!
সায়ং-সন্ধ্যা করি সমাপন,
পূজি' মায়ে,
ভেটিব সমরে পুনঃ দেব গঙ্গাধরে

ষষ্ঠ দৃশ্য

রণস্থলের অপর পার্শ্ব।

ভগ্নরথ, অস্ত্র প্রভৃতি ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত।

(পরস্পর বিপরীত দিক হইতে পাণ্ডব ও দেবগণের প্রবেশ)

মহাদেব।　দিবে রণ,
কিংবা পরাজয় মাগি' লবে গঙ্গার নন্দন?
হের দেব-করে সপ্ত বজ্র বিশ্ব-ধ্বংস হেতু।
ভীষ্ম।　ক্ষত্রিয় সন্তান পরাজয় মাগি' লবে?
—অদ্ভুত বারতা দেব শুনি তব মুখে!
গঙ্গাধর, বীরত্ব বাখানি,
নীতি-হারা নিশারণ!
শশাঙ্কভূষণ,
কর আক্রমণ সপ্ত বজ্র মিলি',
কিবা ক্ষতি তাহে?

শত বজ্র ভীষ্মের তূণীরে
ধর্ম্ম-গরিমায় প্রদীপ্ত চঞ্চল
বিমুখিতে দেব-পরাক্রম।
আশুতোষ, পরিতোষ নহে তব দিবারণে ?
বিরিঞ্চি, বাসব, দেব-অনীকিনি !
দেখিতে কি সাধ পুন ক্ষত্রিয়-বিক্রম ?
চক্রী হরি,
আছে কি আয়ুধ কোন কূট চক্রছাড়া ?
থাকে যদি হান ত্বরা,
বয়ে যায় শুভলগ্ন বৃথা প্রতীক্ষায়।
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ—সহ দেবতানিচয়,
ধর্ম্ম সাক্ষী পুনঃ করি' আহ্বানি সংগ্রামে।

মহাদেব। হে মুরারি,
দাম্ভিক এ ক্ষত্রিয়মণ্ডলী।
দেহ আজ্ঞা,
লুপ্ত করি ক্ষত্র নাম পৃথিবী হইতে।

শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ম্ভু শঙ্কর !
মহাশূল করে ধর আজি,
সপ্ত বজ্র এককালে হান ওহে অমরমণ্ডলি,
ভরত বংশের নাম—
ধরা হ'তে হোক লুপ্ত চিরতরে।

(দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্র উত্তোলন করিলেন)

অর্জ্জুন। নাহি ভয় ক্ষত্রিয়মণ্ডলি !

আজি দিব্য অস্ত্র যত—
এককালে করহ সন্ধান,
অস্ত্রের প্রভাবে—দেব-দম্ভ কর চূর্ণ,
সপ্ত বজ্র ব্যর্থ হোক আজিকার রণে।

(পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব দিব্যাস্ত্র সন্ধান করিলেন,
সুভদ্রা একহস্তে পতাকা ও অপর হস্তে বল্গা ধারণ
করিয়া অশ্বিনী লইয়া প্রবেশ করিলেন)

সুভদ্রা। ক্ষান্ত দেহ রণে সবে,
সর্ব্ব-সংহারক অস্ত্র কর সংবরণ।
নাহি হ'বে নিশারণ মায়ের আদেশ।
হের এই শান্তির পতাকা,—
চিহ্নিত মায়ের ললাট-সিন্দূরে !
আজি রণে, হ'বে অষ্টবজ্র সম্মিলন।
আদ্যাশক্তি জননীর বৈজয়ন্তীতলে,
হও সমবেত সবে।
আসিছেন মহাকালী,
চামুণ্ডারূপিনী ভীমা ভৈরবী কপালী—
উলঙ্গ কৃপাণ করে।
হের ওই,
নৃমুণ্ডমালিনী প্রকট সমরে।

(শূন্যে কালীমূর্ত্তির আবির্ভাব অশ্বিনী দেহ হইতে উর্ব্বশীর বিকাশ)

উর্ব্বশী। ইন্দ্রালয়ে, ক্রুদ্ধ ঋষি দিলা অভিশাপ,—
"ধরায় বসতি হ'বে,
সূর্য্যোদয়ে হইবি অশ্বিনী, নিশাগমে নারী।"
ধরি' ঋষি-পায়,
মিনতি করিয়া কত চাহিলাম ক্ষমা।
বহু বিনয়ের পর কহিল দারুণ ঋষি,—
"বাক্য মোর না হ'বে অন্যথা ;
যদি কভু তোর তরে ধরা-মাঝে,
অষ্ট বজ্র হয় সমাবেশ,
তবেই পাইবি মুক্তি—
পাইবি ফিরিয়া পুনঃ ত্রিদিবের বাস।"
হে গোবিন্দ!
কৃপায় তোমার,
এতদিনে হ'ল নাশ দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

উর্ব্বশীর গীত

ধন্য কারা আজি সাঙ্গ করেছি তোমারি করুণা লভিয়া।
মরম যাতনা সহিয়াছি কত তোমারি চরণ স্মরিয়া।
হৃদয় আসন ছিল এতদিন দেবতা-শূন্য পড়িয়া
আশার কুসুম শুকাইয়া ক্রমে গিয়াছিল প্রায় ঝরিয়া।
পরিজাত মালা—সুষমার রাশি দানবে দিয়াছে দলিয়া
তাহ ব্যথিতের ব্যথা বেজেছে চরণে থাকিতে নারিলে ভুলিয়া।

(গাহিতে গাহিতে উর্ব্বশীর শূন্যে অন্তর্দ্ধান)

সুভদ্রা। বুঝিয়াছি নারায়ণ,
ছিল প্রয়োজন—
অষ্টবজ্র সংযোজন
উর্ব্বশী উদ্ধার হেতু।
করিয়া গোপন রহস্য মহান্,
অরি রূপে জনার্দ্দন,—
বাড়াইলে পাণ্ডব-গৌরব।
বুঝালে জগতে,—
"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।"
গাও উচ্চ কণ্ঠে সবে—
"যতো ধর্ম্ম স্তত জয়ঃ।"

সকলে। যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ। গাও শত মুখে দেব, নর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর,
পাণ্ডব-গৌরব-গাথা, জয় সুভদ্রার।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হস্তিনায় ভীষ্মের কক্ষ।

(ভীষ্ম চিন্তামগ্ন)

ভীষ্ম। আর কত দিন,
কহ হৃষীকেশ !—
আর কত দিন,
দুর্ব্বহ জীবন ভার হইবে বহিতে!
কৌরবের পাপ-অন্ন-ঋণ
কত দিনে করি পরিশোধ,
শান্তিময় রাতুল চরণে পাইব আশ্রয় !
কহ ব্যথাহারি !—
ভীষ্মের হৃদয়-ব্যথা,
কতদিনে হবে দূর !
আমি ভীষ্ম—রাম-শিষ্য—শান্তনুনন্দন,
নয়ন সমক্ষে মোর,—
কুল-ললনার হ'ল অপমান,
নীরব নিশ্চল আমি !—

মন্ত্রমুগ্ধ—হীনবীর্য্য—সর্প সম—
দেখিনু কৌতূক।
কতদিনে
কৌরবের পাপ-অন্নপুষ্ট দেহ,
দিয়া ডালি অর্জ্জুন-সমরে
প্রায়শ্চিত্ত করিব পাপের!
কতদিনে অত্যাচার পা'বে প্রতিশোধ!
কপট ক্রীড়ায়,
হৃতসর্ব্ব পঞ্চ ভাই পাণ্ডুর নন্দন,
দ্বাদশ বর্ষ
বন হ'তে বনান্তরে করি' পর্য্যটন,
পুনঃ বর্ষ কাল,
হীন দাস-বেশে করি' আত্ম-সংগোপন
বিরাটের গৃহে,
আজি পূর্ণ তেজে উদ্ভাসিত,
অষ্টবজ্র অশ্বিনী-সমরে,
দেবকুলে করি' পরাজয়।
সংঘর্ষে তাদের,
এইবার কুরুকুল হইবে নির্ম্মূল।
আজি
সমাগত যদুপতি কৌরবের পুরে—
সন্ধি হেতু!
একবার মদমত্ত দুর্য্যোধন,

কুমন্ত্রণা মুগ্ধ হ'য়ে,
তাঁর বাক্য করিয়াছে হেলা ;
পুনঃ জ্ঞাতিদ্রোহ মহাপাপ হ'তে—
ফিরাতে তাহারে
আপনি শ্রীপতি কবেন প্রয়াস ।
হে মাধব,
নাহি জানি কিবা আছে মনেতে তোমাব !
শুনিয়াছি ব্যাসমুখে—
ক্ষত্রভার লাঘব করিতে অবতীর্ণ তুমি ।
বুঝি,
এইবার লীলাময়,
ইচ্ছা তব হইবে সফল !

(শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ)

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

ভীষ্ম। ছি ভাই, এই নিভৃত কক্ষের মধ্যেও কি লোকাচার সীমাবদ্ধ ? ধ্যানের দেবতা, ভীষ্মের চিরপূজ্য শ্রীমাধব, আর কতদিন শ্রীচরণ দানে বঞ্চনা ক'রবে ? আজ তোমায় নির্জ্জনে পেয়েছি, আমার বুভুক্ষু প্রাণের যতটুকু আশা-পিয়াসা, যতটুকু পাপ-পুণ্য সঞ্চয় আছে, হে মাধব, তোমায় অর্পণ ক'রতে দাও ! জীবনে এমন শুভ-মুহূর্ত্ত ভীষ্মের ভাগ্যে কখনও আসে নি, আর আসবে কি না তাও জানি না !—নাও দেব, ভীষ্মের তাপদগ্ধ প্রাণের সমস্ত প্রেম, সমস্ত ভালবাসা, ভীষ্মের আপন ব'লতে যা কিছু আছে, গ্রহণ কর।

দীনবন্ধু! ইষ্টদেব! ভীষ্মের ইহকাল-পরকাল! আমার প্রণাম গ্রহণ কর, প্রত্যাখ্যান করো না, ভক্তবৎসল হরি! "অদ্যমে সফলং জন্ম অদ্যমে সফলা ক্রিয়া।"

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ! দেখছি বয়সের গুণে বুদ্ধি বিপর্য্যয় ঘটেছে; নইলে আজ মন্ময় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড দেখবেন কেন? এখানে কেউ থাকলে আপনাকে ও আমাকে উন্মাদ মনে ক'রত।

ভীষ্ম। তেমন উন্মাদ সকলে যে দিন বল্‌বে ভাই! সে দিন যেন বিমুখ হয়ো না। ধড়া-চূড়া প'রে বাঁশরী হাতে নিয়ে, যুগল মূর্ত্তিতে এসে আমার মস্তকে শ্রীচরণ স্থাপন ক'রো, ভীষ্মের এ পাপ-জীবন ধন্য ক'রো।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ! যা'—তা' ব'লে আমার আসল কথা ভুলিয়ে দিচ্ছেন। আমি যে, আবার আপনার উপদেশপ্রার্থী হ'য়ে এসেছি।

ভীষ্ম। হাসালে দাদা,—হাসালে! বিকৃত মস্তিষ্ক ভীষ্ম তোমায় উপদেশ দেবে? বল ভাই, ভীষ্মের বিক্রীত মস্তিষ্ক তোমার প্রশ্নের সদুত্তর দানে সক্ষম হ'বে কি?

শ্রীকৃষ্ণ। ভারত-মাতার প্রপীড়িত বক্ষ থেকে অত্যাচারী কংস, জরাসন্ধ ও শিশুপালের উচ্ছেদ হ'ল, ভাবলাম, ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরের ছত্রতলে, দুঃখ-জর্জ্জরিত নরনারীগণ শান্তির স্নিগ্ধ বিমল বাতাসে পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রবে। কিন্তু হায় পিতামহ! জ্ঞাতিহিংসা, জ্ঞাতিহিংসা, গৃহবাদ সোনার ভারতের মহাশত্রু! রাজসূয় যজ্ঞস্থলেই লক্ষ্য করেছিলাম—দুর্য্যোধনাদির মুখে হিংসার একটা কুটিল ছায়া! জ্ঞাতিদ্রোহী দুর্য্যোধন অচিরাৎ দ্যূতক্রীড়ার

কূটছলে ধর্ম্মপ্রাণ যুধিষ্ঠিরকে অক্ষপণে পরাজিত ক'রলে। পণবদ্ধ যুধিষ্ঠির, দ্রুপদনন্দিনী ও ভ্রাতাগণ সহ ত্রয়োদশ বর্ষকাল নির্ব্বাসিত হ'ল। আবার হাহারবে ভারতের গগন-পবন মুখরিত হ'য়ে উঠল। শাসন নাই, সংযম নাই, ধর্ম্ম নাই—চারিদিকে অত্যাচার অনাচারের অবাধ লীলা।

ভীষ্ম। এ যুগধর্ম্ম যে তোমারি লীলা, মাধব! আর্ত্তের ক্রন্দন যখন তোমার প্রাণে বেজেছে, তখন তার মুক্তির পথ অচিরাৎ উন্মুক্ত হ'বে। হ্যাঁ, অত্যাচারের কথা বলছিলে না? অধর্ম্মের প্রসার এইরূপেই দ্রুত হ'য়ে থাকে। যে রাজা পরস্বাপহরণ করে, মদান্ধ হ'য়ে কুলললনার কেশাকর্ষণ করে, সভামাঝে রমণীর লজ্জাবরণ মুক্ত ক'রে, তার নগ্নরূপ দেখতে উৎসুক হয়, তাদের আদর্শ—অত্যাচারী রাজার আদর্শ সংক্রামক ব্যাধির স্থায় পরিব্যাপ্ত হ'বে, তার আর বিচিত্র কি কেশব!

শ্রীকৃষ্ণ। তথাপি পিতামহ! আপনি এ পাপ আশ্রয় ত্যাগ করছেন না কেন?

ভীষ্ম। উপায় নেই ভাই! আমি যে হস্তিনার সিংহাসনতলে আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দাস! পিতার ক্ষণিক হৃদয়দৌর্ব্বল্যের কাহিনী ত শুনেছ ভাই! সে দিন ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করেছিল, হস্তিনার সিংহাসনের সম্মান আমরণ রক্ষা ক'রবে। অদূরদর্শী মূর্খ আমি, যে মহা ভুল করেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের অন্তর্দ্দাহ অনেকদিন আরম্ভ হয়েছে। কে জা'নত—হস্তিনার সিংহাসনে এমন নর-পশুর স্থান হ'বে? সত্যবদ্ধ ভীষ্মকে—নির্ব্বিচারে, বিনাপ্রশ্নে নতমস্তকে রাজ-আজ্ঞা পালন ক'রতে হ'বে, এ সিংহাসনের মর্য্যাদা

আর থা'কবে না—রাখতে পা'রব না ; যা তোমার ঈপ্সিত জগবন্ধু, তা কি এই কীটাণুকীট ভীষ্ম প্রতিরোধ করতে পারে ? মাধব, আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, মহাপাপী দুর্য্যোধনাদি সবংশে ধ্বংস হ'বে, তোমার আমার হিতকথা শুন্‌বে কেন ভাই ! তোমার এ দৌত্য নিষ্ফল হ'বে। তুমি মিলন-মন্ত্রের উপাসক, আদর্শ পুরুষ, তাই এই মিলন সাধনে সচেষ্ট হয়েছ ; কিন্তু, হে দর্পহারি ! ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব চূর্ণ না হ'লে, তোমার বাসনা পূর্ণ হ'বে না।

শ্রীকৃষ্ণ। পিতামহ, আমি মিলন-মন্ত্রের সাধক সত্য, কিন্তু এই দুর্ম্মতি-গণের জন্য সে চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। রাজসূয় যজ্ঞের পর, দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষকাল অপেক্ষা করে আছি ! এবার চাই,—হয় মিলন—নয় ধ্বংস। দুর্য্যোধনকে পাণ্ডবদের সঙ্গে মিত্রতা কর্ব্বার জন্য আর একবার অনুরোধ ক'র্‌বো ; আর একবার ভায়ে ভায়ে মিলনের জন্য চেষ্টা ক'রবো। এমন কি, এই সসাগরা সদ্বীপা ভারত-ভূমির পরিবর্ত্তে, মাত্র পাঁচখানি গ্রাম পেলেও, পঞ্চভ্রাতাকে তুষ্ট ক'রতে পা'রব। জ্ঞাতির সঙ্গে প্রীতিবন্ধনে পাণ্ডব সম্মত হ'বে। তারা কুরুকুলের হিতের জন্য প্রাণ দিতে পারে।

ভীষ্ম। এত ধর্ম্ম, এত স্থৈর্য্য, এত উদারতা, এত মহত্ত্ব না থাক্‌লে কি পাণ্ডবেরা তোমায় সখারূপে পেয়েছে ? আর তা না হ'লে কি তুমি বিশ্বপতি—স্বেচ্ছায় তা'দের দৌত্য ক'রতে হীন দুর্য্যো-ধনের নিকট এসেছ ? ধন্য সাধনা ! ধন্য ভাগ্য পাণ্ডবের ! —তা'দের জয়, তা'দের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। "জয়োস্তু পাণ্ডু-পুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।"

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান।

শকুনি। "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র ধরণী"—দাম্ভিক দুর্য্যোধন, এই ত তোমার যোগ্য কথা! যা একবার গলাধঃকরণ করেছ, তা কি ক'রে উদ্গীরণ করবে! রাজনীতির কূটচক্রে তা ত বলে না; ছলে হোক্, বলে হোক্, যা একবার নিজ অধিকারে আস্‌বে, তা নির্ব্বোধের মত কি ত্যাগ করতে আছে? শকুনির মন্ত্রণার এমন উপদেশ ত কখন পাও নি বৎস! প্রতিহিংসা প্রতিশোধের শিষ্য আমার! তোমার মুখে ঐ কথাটী শু'নবার জন্ম এতদিন অপেক্ষা ক'রে আছি!—এইবার গান্ধারবংশ তৃপ্ত, কুরুবংশ সুপ্ত হ'বে। স্বয়ং যদুপতি, পার্থের সারথ্য গ্রহণ করেছেন—আগুন জ্বলেছে!—তবু সংশয়, সত্যব্রতধারী ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের অনুরোধে, অনিচ্ছায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন, আজ দশ দিন ভীষণ যুদ্ধ হচ্ছে।—জয় পরাজয় কিছুই কোন পক্ষে নির্ণয় হচ্ছে না! ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা-বিক্রেতা—আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা অমরগণ—এ অধর্ম্ম অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছে। হৃদয়চারি হরি! বলে দাও, শকুনির—পিতৃঋণ, ভ্রাতৃঋণ, কি পরিশোধ হ'বে না? আমার আমরণ সাধনা কি ব্যর্থ হ'বে?

(ভাগ্যচক্রের প্রবেশ)

ভাগ্যচক্র। সে কি মামা! তোমাদের সাধনা ব্যর্থ হবে? কখন—কোন কালে হয় নি,—হবে না। ও শনির দৃষ্টি যখন যার উপর পড়েছে, তার কি আর অব্যাহতি আছে? স্বয়ং সর্ব্বসিদ্ধিদাতা

গণেশ, শনি মামার শুভদৃষ্টিতেই মস্তক হীন। ত্রেতায় কালনেমী মামা, অমন যে রাবণ রাজার সোনার লঙ্কা, একেবারে ছারখার ক'রে দিলে; "এক লক্ষ পুত্র আর সওয়া লক্ষ নাতি, একটীও রইল না মামা, তার স্বর্গে দিতে বাতি"। —আর এ ত অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের, মাত্র এক শত পুত্র আর গোটাকতক রথী! তুমি যখন মামা! শ্রীমান্ দুর্য্যোধনের রক্তগত, তখন মহামারী মড়ক ত লেগেই আছে। কিছু ভেব না, বাবার রাম কুটুম্ব তোমরা কেউ কম নও মামা! পাণ্ডবেরাও বাদ যাবে না, ও-কুলেও শ্রীমান্ শ্রীগোবিন্দ মাতুল ঢুকেছেন, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র কেউ বাদ যাবে না,—এ আমি ভবিষ্যবাণী ব'লে রাখ্‌ছি। এই অদ্ভুত জীব মাতুলদের বিজয়-বৈজয়ন্তী, ভারতের ঘরে ঘরে পত পত শব্দে চার যুগই উড্ডীয়মান্ হ'তে থাক্‌বে। মামা! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বার আর অধিক বিলম্ব নাই।

গীত।

বাবার প্রিয় বড় কুটুম্ মা'র আদুরে ভাই।
নাই দিলে যে কাঁধে চড়, বলিহারি যাই॥
ভগ্নিপতির অন্নদাস,
আছ প'ড়ে বারমাস,
ক'রবে কিসে সর্ব্বনাশ ভা'বছ ব'সে তাই॥
দিয়ে কানে যাদু মন্ত্র,
ভাগ্নের দফা কর শান্ত,
ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে ক্ষান্ত, তাতেও শান্তি নাই—
তোর মামা-কুলের গড় করি পায়, জোড়া কোথাও নাই॥

তৃতীয় দৃশ্য

কক্ষ।

চিত্রাঙ্কনে অভিমন্যু।

অভিমন্যু। সাধ্যাতীত,—করিতে অঙ্কিত—
সেই—
অতুল বীরত্বময় গরিমার ছবি—
ভীষ্মদেব-শর-শয্যা।
বর-অঙ্গে ওই,
প্রতিশর-মুখে উঠিছে ফুটিয়া,
রক্তজবা শত শত।
সহিষ্ণুতা, হিমাদ্রির মত,
স্থির, ধীর, প্রশান্ত মূরতি।
পিতৃভক্ত বীর,
পিতার সম্মান প্রতিষ্ঠার তরে
হস্তিনার সিংহাসন-তলে,
আপনারে আমরণ করিয়া বিক্রীত
সেধেছেন অশেষ কল্যাণ।
সেই সিংহাসনে বসি',
অধর্ম্ম আচারী—ক্রুর—রাজা দুর্য্যোধন,
উড়াইল অধর্ম্মের বিজয়পতাকা।
সত্যব্রত, ধীর বীর—বসু অন্যতম,
না পারি' সহিতে,

করিলা বরণ নিজে ইচ্ছামৃত্যু—
ধর্ম্মের স্থাপন হেতু।
বিশাল—বিরাট্‌—সেই বীর-কুল-চূড়া,
রাজ আজ্ঞা করিতে পালন,
সেনাপতি-পদে
দশ দিন করিয়া ভীষণ রণ,
সত্যের সম্মান রাখিয়া অটুট
দিয়াছেন আত্ম-বলিদান।—
তা না হ'লে—
হেন শক্তি আছে কা'র,
বধিবারে মহাশূর শান্তনু-নন্দনে!

(ধীরে ধীরে উত্তরার প্রবেশ ও পশ্চাৎদিক হইতে হস্ত দ্বারা অভিমন্যুর চক্ষু আচ্ছাদন)

অভিমন্যু। এ কি রঙ্গ, আজি রঙ্গময়ি?
কহ লো সুন্দরি!
অভির হৃদয় চুরি করিবার আশে—
পেতেছ কি এই ফাঁদ?
যদি তাই হয়,
লহ যোগ্য দণ্ড তার।

(উত্তরার মুখচুম্বন)

উত্তরা। মেটে নি কি সাধ,
রণস্থলে নরহত্যা ক'রে?—

গৃহে এসে—

নারী বধ এরূপে আবার ?

দাও ছাড়ি,

ভালবাসা জানা গেছে।

সারাদিন কাটাকাটি শত্রুদের সনে,

গৃহে যদি এলে,

ব'সে গেলে চিত্রণ-ব্যাপারে।

দেখি, দেখি,

আহা ! কি ছবিই এঁকেছ ?—

মরে যাই !

(চিত্র লইয়া উত্তরার পলায়ন চেষ্টা পশ্চাৎ হইতে অভিমন্যুর উত্তরাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন ও চুম্বন)

উত্তরার গীত।

ভালবাস কিঁ না বাস জানি না' ভালবাসি প্রাণে প্রাণে।

আমি ত থাকি আশাপথ চেয়ে—তব মুখ পানে।

ভালবাসা তব ছবি আঁকা বর্ণে

মুখে হাসি মন সমর প্রাঙ্গণে,

কর লুকোচুর নয়নে নয়নে—বল না কেমনে॥

অভিমন্যু। কহ লো উত্তরে,

কিবা হেতু,

হেন অভিযোগ করিতেছ আজি !

হের,—

ভীষ্মদেব-শর-শয্যা কিবা মনোহর !

ওই হের,—
গাণ্ডীব করেতে পিতৃদেব মোর,
ভোগবতী-জলধারা—
পাতাল হইতে করিলেন উচ্ছ্বসিত
বাণমুখে,
মিটাইতে ভীষ্মদেব-তৃষা !
যাও তুমি ক্ষণেকের তরে,
দাও গিয়ে পুতুলের বিয়ে—
সম্পূর্ণ করিতে দাও আলেখ্য আমার।

উত্তরা। বটে !
আমি কাছে এলে লাগে নাক' ভাল !
দূর করি মোরে, আঁকিবারে চাহ তুমি ছবি !
ভাল, দেখিব কেমনে ছবি আঁকা হয়।

(গর্ব্বভরে প্রস্থান।

অভিমন্যু। নাহি জানি কত পুণ্যে, কত তপস্যার ফলে,
পাইয়াছি ষোড়শ বরষে,
প্রফুল্ল নলিনী সম,
ওই জীবনের সাথী মোর।
সরলা বালিকা—সদা হাস্যময়ী
গোমুখী-নিঃসৃত যেন পূত নির্ঝরিণী ;
প্রেম-স্পর্শে তার,
স্নিগ্ধ, তৃপ্ত হৃদয় আমার।

(পুনর্ব্বার অঙ্কনে মনোনিবেশ)

অনুরাগ অভিমান কথায় কথায় !—
হাসির লহর-মাঝে !
করে ক্রন্দনের ছল !
ওই আসে বীণা করে,
মূর্ত্তিমতী বীণাপাণি যেন।

(বীণাকরে উত্তরার প্রবেশ ও গীত)

(টিং টিং টিং বীণার তারে তিনবার আঘাত)

গীত

উত্তরা। টিং টিং টিং সারাটী দিন, বেসুরে বীণাটী বেঁধেছি।
মরমের তারে অতি ধীরে ধীরে,
বিরহের সুরে সেধেছি।
মিলনের স্মৃতি—প্রীতি ভালবাসা
উঠিল পরাণ ভরিয়া—
আবেগে ঝঙ্কার দিয়াছি যেমন,
পঞ্চমটী গেল ছিঁড়িয়া ;
তবু দুটী প্রাণ করিয়া জ্ঞান,
হৃদয়-মাঝারে রেখেছি।
সবটুকু প্রাণ ছিল প'ড়ে মোর
তোমারি চরণে বঁধুয়া—
বাঁধিতে কবরী পুতুলের বিয়ে
গিয়াছিনু সব ভুলিয়া ,—
দুটী আঁখি-পাতে কত অশ্রুকণা
আঁচরে মুছিয়া ফেলেছি।

অভিমন্যু। উত্তরে, উত্তরে,
মিনতি আমার ক্ষমা দে ক্ষণেক।

উত্তরা। টিং টিং টিং সারাটী দিন

অভিমন্যু। আবার ?
কার কথা কেবা শোনে, নয় ?
আচ্ছা,
দিতেছি আছাড়ি ভাঙ্গি টিং টিং তোর।
(বীণা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

উত্তরা দেখবে ? দেখবে ?
রাঙ্গা-মা ! রাঙ্গা-মা !
(নেপথ্যে রঙ্গমতি)

রঙ্গমতি। কি রে, কি হয়েছে ?
(রঙ্গমতির প্রবেশ)
কি হয়েছে উতি ?

উত্তরা। (অভিমন্যুর প্রতি) কেমন ব'লে দিই ?
(রঙ্গমতির প্রতি) দেখ না—
তোমাদের আদরের অভি আমায় মার্‌ছে।

অভিমন্যু। অভি মার্‌ছে ?
না দাই-মা, মিথ্যা কথা ওর।

রঙ্গমতি। কি বলিলি ?
চোরের বেটা, ভাগ্নে চোরের !
স্পর্দ্ধা ত কম নয় !

আমি দাই ?
দিব বলি' ভদ্রার নিকট।

অভিমন্যু। রাঙ্গামা, পায়ে পড়ি তোর।
নাহি বল সুভদ্রা মায়েরে !
দেখ না মা,
আমি আঁকিতেছি—চিত্র শরশয্যা,
উত্তি আসি বারবার করে জ্বালাতন।

রঙ্গমতি। কেন বুড়ো বিরাটের মেয়ে,
কর জ্বালাতন অভিরে আমার ?

উত্তরা। একচোখো ! পক্ষপাতী !
হইবে বিচার সুভদ্রা মায়ের কাছে।
ব'লে দেব বাবারে আমার—
দাই-মা দিয়াছে গালি।

রঙ্গমতি। চল দেখি,—
কত বড় বাবা তোর, সে বিরাট বুড়ো,
মুখে দেব নুড়ো জ্বেলে তার।
ভদ্রা মোর করিবে বিচার ?
আয়, আয়।

(উত্তরাকে লইয়া রঙ্গমতির গমন ; পশ্চাৎ ফিরিয়া
উত্তরা কর্ত্তৃক অভিমন্যুকে সহাস্যে
ভ্রুকুটী প্রদর্শন ও প্রস্থান)

অভিমন্যু। ল'য়ে গেল সুধা-হাসি—জ্যোছনার রাশি,

নয়ন-আনন্দ মোর—পুষ্প পারিজাত,
শ্রেষ্ঠ চারু সৌন্দর্য্য-প্রতিমা !
রক্তিম কপোলে ভরা অমৃতের খনি,
প্রীতির স্বপনে সদা বিভোরা মোহিনী
মরালগতিতে করি', নিতম্ব বিক্ষেপ,
হাসিল অপাঙ্গে ফিরি',
ভ্রূকুটী-ভঙ্গিমা মৃগ-নয়নের কোণে !
নয়নের আলো দূরে করিল প্রস্থান,
আঁধার এ হিয়া মোর,
আঁধারে কি হয় কোন কাজ ?

চতুর্থ দৃশ্য

কুরুক্ষেত্রের উপকণ্ঠ।

দুর্ব্বাসা—ও কর্ণ।

দুর্ব্বাসা। কহ বৎস যুদ্ধের বারতা !

কর্ণ। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সহ,
পিতামহ ভীষ্মদেব,
দশ দিন যুঝি' প্রাণপণে
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ-শয্যা—শর-শয্যা
লইলেন পাতি।

দুর্ব্বাসা। ক্ষত্রিয়ের শীর্ষচূড়া শান্তনু-নন্দন
হ'ল পাত—বসু অন্যতম।
হ'ল ভাল, মিটিল জঞ্জাল বহু।
রাজসূয়ে দুষ্ট ছন্নমতি উপেক্ষি ব্রাহ্মণে,
তর্কজালে শ্রেষ্ঠত্ব বাড়ায়ে,
গোপ-অন্নভোজী কৃষ্ণে অর্ঘ্য প্রদানিল;
ব্রাহ্মণের অপমান করিল দুর্ম্মতি।
অতঃপর কহ কর্ণ—
কুরুক্ষেত্র-রণে কেবা সেনাপতি!

কর্ণ। বরেছেন দ্রোণাচার্য্যে।
রাজা দুর্য্যোধন, সেনাপতি-পদে।
প্রতিশ্রুত দ্রোণ,—
কালি রণে বধিবেন
কোন মহারথী এক, পাণ্ডবপক্ষের;
শুনিয়াছি—অর্জ্জুন বহিবে কালি সংশপ্তক রণে,
কৃষ্ণ—ধনঞ্জয় বিনা
নাহি জানি,
কোন্ জন রক্ষিবে পাণ্ডবে!

দুর্ব্বাসা। নিঃসহায় নহেক পাণ্ডব,
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় বিনা,
রক্ষিতে পাণ্ডবে,
আছে বীর পাণ্ডব-শিবিরে।
রণক্ষেত্রে দ্রোণ-কর্ণ-প্রতিদ্বন্দ্বী সেই।

কর্ণ।　কেবা সেই মহারথী ?

দুর্ব্বাসা।　করহ শপথ,—
নির্ব্বিচারে কালি রণে,
ছলে বলে অথবা কৌশলে,
করিবে বিনাশ তার ?

কর্ণ।　শপথ তোমার প্রভু,
বধিব তাহারে, যদি সাধ্যায়ত্ত হয়।

দুর্ব্বাসা।　সাধ্যায়ত্ত !
একা কর্ণ, একা দ্রোণে, যদি না হয় সম্ভব,
একযোগে দুই শক্তি করিবে নিয়োগ ;
দুই শক্তি যদি পায় পরাভব,
সপ্তরথী মিলি' করিবে মৃগেন্দ্র-শিশু বধ।

কর্ণ।　শিশু-বধ !　সপ্তরথী মিলি' !—
ক্ষত্রগ্লানি—দুষ্কার্য্য !—
চণ্ডালের ধর্ম্ম সে ত !
ক্ষমা কর ঋষি !
এত হীন কর্ণে নাহি ভাব দেব।

দুর্ব্বাসা।　এই বুঝি, সত্যব্রতধারী তুমি কর্ণ ?
এই বুঝি প্রতিজ্ঞা তোমার—
প্রার্থীরে না করিবে বিমুখ,
নির্ব্বিচারে শপথ করিবে পূরণ ?
করি বাক্য দান,
কর প্রত্যাহার ?

কর্ণ। বল দেব,
কেবা সেই মহারথী ?
যার নিধনের তরে প্রয়াস তোমার ?

দুর্ব্বাসা। অর্জ্জুনতনয়,
সুভদ্রার গর্ভজাত অভিমন্যু বীর।

কর্ণ। স্তব্ধ হও সমীরণ।—
উন্মাদ হৃদয়-বৃত্তি কর আলোড়ন,
নহে, কর্ণ কেমনে পালিবে—
হেন নিষ্ঠুরতা—হেন অধর্ম্ম ভীষণ।
হৃৎপিণ্ড নিজ করে করি' উৎপাটন,
ডালি দিব চরণে তোমার,
লহ বৃষকেতু-শির, দিব অর্ঘ্য পুনরায়,
ধরি পদে,
তুলিয়া দিও না দেব,
কলঙ্ক-পশরা শিরে।
জন্মাবধি ব্যর্থ কর্ণের জীবন,
ব্যর্থ ধর্ম্ম,
সত্যের কারণে হেন বিড়ম্বনা—
অভাগা কর্ণের !
বিধাতা !
বধির স্থবির কবি,
কেন কর্ণে সৃজিলে না তুমি ?
আজ হেরি সত্যব্রত—অভিশাপ মোর।

দুর্ব্বাসা। শত্রুপুত্র শত্রু তব,
শত্রুবধে পাপ কোথা স্পর্শে কারে ?
এত যদি ধর্ম্মজ্ঞান,
এত যদি স্নেহ মায়া,—
উচিত ছিল না তবে দিতে প্রতিশ্রুতি
দাতাকর্ণ !
সত্যাশ্রয়ী তুমি ;
সহজাত কবচকুণ্ডলধারি,
বীরেন্দ্র-কেশরি,
রাখ বাক্য.
ত্যজ মোহ,
বয়ে যায় লগ্ন প্রতীক্ষায়।

কর্ণ। অভিমন্যু—অমৃতপুতলি,
নির্ম্মল শশাঙ্কভাতি,
স্নিগ্ধ করে সবার হৃদয়,
ভেদ নাহি পাত্রাপাত্র নিকটে তাহার,
পাণ্ডব কৌরব সমান তাহার,
সমান সম্মানে তোষে ;
ভক্তি ভালবাসা স্নেহ করুণায়,
পরিপূর্ণ হৃদিখানি তার ;
নির্ভয়ে
শত্রুর শিবিরে পশি' করে বিচরণ,
সদা হাসি প্রফুল্ল অধরে।

কিশোর বয়সে দুর্ম্মদ সে মহারথী,
রণস্থল, ক্রীড়াস্থল যেন তার !
দুর্ব্বার সংগ্রামে,
করে মাত্র আত্মরক্ষা বীর ;
হিংসা হয়, সে বীরত্বের দেখি অভিনয়,
ইচ্ছা নাহি হয় আর—
বীর বলি' ধরিতে কার্ম্মুক ।
দেব-দেবী—পিতা-মাতা, গোবিন্দ—মাতুল,
মহত্ত্ব অসীম যার বীরত্ব অতুল,
পুত্রাধিক প্রিয় সেই নয়নের আলো,
সে আলো নিবাতে হ'বে ভীম ঝঞ্ঝাবাতে ?

দুর্ব্বাসা । হীন অধিরথ-সুত !
স্পর্দ্ধা তোর না হয় নির্ণয় !
নাহি জান দুর্ব্বাসার ক্রোধ ?
এসেছ শোনাতে—
হীন কৃষ্ণ-পাণ্ডবের স্তুতি ?
আরে মূঢ় ! অকৃতজ্ঞ, অন্ত্যজ, বর্ব্বর !
ভুলেছিস কেমনে সে পূর্ব্ব কথা ?—
যবে ভার্গবের পাশে,
শস্ত্রবিদ্যা শিখিবার আশে,
ভৃগুবংশধর বলি, দিলি পরিচয়,
সত্যেরে গোপন করি',
ধর্ম্মজ্ঞান কোথা ছিল তোর ?

দিয়াছি প্রশ্রয়,
জামদগ্নি-ঠাঁই,
পক্ষ তোর করি সমর্থন।
আশ্চর্য্য নহে ত তোর—
ভুলিতে সে উপকার !
সূত-অন্নভোজী, রাধার নন্দন !
কৃতজ্ঞতা সম্ভবে কি তোরে ?
আরে হীন !
লহ আজি দুর্ব্বাসার অভিশাপ।

কর্ণ। ধরি পদে,
পদাশ্রিত দাসে তব,
নাহি দেহ অভিশাপ।
হেন যদি ভাগ্য-বিড়ম্বনা,
তবে উচ্চ আশা—ছন্নমতি, কেন হ'ল মোর !
হিংসা করি ক্ষাত্র-বীর্য্য,
উচ্চ লালসায়,
মিথ্যা কহি, ছলিয়া ভার্গবে,—
যেই ফল করিনু অর্জ্জন,
সেই মহাপাপে—
আজি ব্যর্থ মোর কর্ণ নাম !
নরকের নীলধূমে ছাইয়া আকাশ,
পাপ দুর্য্যোধন সহ,
তুলিয়াছি মহা ঝঞ্ঝাবাত !

সে তীব্র তাড়নে,
উপাড়ি পড়িছে কত মহা-মহীরুহ—
ভারতের দৃঢ় স্তম্ভ মহারথিগণ !
কিন্তু দেব, কর ক্ষমা,—
নব কিশলয়,
করিতে ছিন্ন অশনি-সম্পাতে,
অশক্ত এ দাস।
আজ্ঞা প্রভু কর প্রত্যাহার,
দয়া কর,
দেহ ভিক্ষা করুণা তোমার,
শিশুঘাতী নরপশু করো না কর্ণেরে ;
শত সূচিবিদ্ধ অন্তর আমার,
ঢালিও না ক্ষতমুখে তীব্র হলাহল।

দুর্ব্বাসা। মূর্খ !
তবে লহ তীব্র হ'তে তীব্রতর,
আশীবিষ হলাহল সম,
অভিশাপ জনকের।

কর্ণ। (সচকিতে) জনকের !

দুর্ব্বাসা। হাঁ, জনকের।
শোন্ তবে—
কলঙ্ক-কাহিনী জনমের তোর !—
রাজা কুন্তিভোজ, শিষ্য মোর,
তার পুরে অতিথি হইনু যবে'

কুমারী কন্যারে তাহার,
নিয়োজিল আমার সেবায়।
তুষ্ট হ'য়ে বালিকার পরিচর্য্যাগুণে,
অভিচার-মন্ত্র তারে করিনু প্রদান।
কৌতূহলী রাজবালা,
মন্ত্রবলে আকর্ষিল দেব বিভাবসু,—
সূর্য্যতেজে জন্ম হ'ল তোর।
প্রসূত সন্তানে,
লোকলজ্জা ভয়ে,
পাপীয়সী মাতা তোর,
তাম্রটাটে ভাসাইল স্রোতস্বতী-জলে ;
শিষ্যা রাধা দেখিতে পাইয়া
গৃহে আনি' পুত্র বলি' করিল পালন।
নহ অধিরথ-সুত,
—মন্ত্র-পুত্র দুর্ব্বাসার ;
তাই ব্রাহ্মণ বলিয়া,
ভার্গবের শিষ্য করি'
শিখাইনু ব্রহ্ম-অস্ত্র-বিদ্যা,—
ক্ষত্রিয়ের যাহে নাহি অধিকার।
সাম্রাজ্য দানিতে তোরে যে করে প্রয়াস,
এই তার পুরস্কার ?
গুরুর—পিতার তোর জীবনের ব্রত,
এইরূপে করিবি বিফল ?

কর্ণ। গুরু, পিতা, ব্রাহ্মণ,
তুমি রুদ্র, ক্ষুদ্র আমি ;
ধরি পদে,
কর ক্ষমা দুর্ব্বিনীত সন্তানে তোমার।

(দুর্ব্বাসার চরণ ধারণ)

ক্ষত্রিয়াণী-গর্ভে,
ব্রহ্মমন্ত্রে সূর্য্যতেজে জনম যাহার,
সহজাত কবচ কুণ্ডল,
তাহার জীবন ব্যর্থ করিয়াছে মাতা,
পুত্র স্নেহে দিয়া জলাঞ্জলি ;
নহে কি,—
ভারতের সিংহাসনে,
পাইত আসন আজি যত ফেরুপাল ?
সদ্যঃ-প্রসূত প্রথম সন্তানে,
যেই মাতা জলে দেয় ডালি,
মাতা কোথা ?—
শত্রু সে ত মোর !
চিরশত্রু আর,—
পঞ্চ ভাই—পাণ্ডুর নন্দন।
পাণ্ডবের বংশনাশ—ইষ্টমন্ত্র মোর।

দুর্ব্বাস যাও বৎস, দুর্য্যোধন আর যত রথিবৃন্দে,
জানাও আদেশ মোর,—

ন্যায় কিম্বা অন্যায় সমরে,
কালি সিংহ-শিশু করিবে নিধন

[দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

কর্ণ। হে গাণ্ডীবি !
এস ত্বরা বধহ কর্ণেরে ;
নহে, কালি রণে বধিব কুমারে ,
জ্বালাইব তীব্র জ্বালা,
হৃদয়ে তোমার—হৃদয়ে আমার !
অথবা পাও যদি পরিচয়,
কর্ণ জ্যেষ্ঠ সহোদর তব,
তবে,
মাধবের ধর্ম্মরাজ্য হ'বে না স্থাপিত।
শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, শৌর্য্য,
দিতেছে ধিক্কার আনি ব্যর্থ জীবনেতে।
বিভাবসু,
তব শৌর্য্যের এই পরিণাম !
অন্যায় সমরে ভ্রাতৃপুত্র—শিশু-বধ !
অখ্যাতি অনন্ত কাল,
আমরণ তুষানলে দহিবে হৃদয়।

(ভাগ্যচক্রের প্রবেশ)

ভাগ্যচক্র। কি হে বীর! ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান, গরিমা, বল, বীর্য্য, বেশ কথাই পাগলের মত ব'কে যাচ্ছ যে! বলি ভাগ্যচক্রটা

যে নেহাত মান্‌তেই হবে, তাব ঠিক আছে ত ? এই দেখ না, সমুদ্র মন্থন ক'রে দেবতাবা পেলেন মধু, আব দৈত্যদের অদৃষ্টে, কেবল ঢু ঢু। শুধু তাই ? দেবাদিদেব—মহাদেব—যিনি বিশ্বের ঈশ্বর, তাঁব ভাগ্যে কি উঠেছিল, বল না গো! তোমার গুরুর গুরু জামদগ্নিব আদেশে তোমার গুরুঠাকুব কি করেছিলেন, জানা আছে ত ? তোমার ভাগ্যে যদি বালক-হত্যা লেখা থাকে, তা না ক'রে এড়াবাব যে যো নেই বাছাধন।

কর্ণ। তাই ত!

ভাগ্যেব অধীন হেবি দেবের সমাজ !
তুচ্ছ আমি নব,
কেমনে খণ্ডিব ভাগ্যচক্র-লেখা ?

ভাগ্যচক্র। বাঃ! বেশ! এত সহজে যখন তুমি আমার অস্তিত্ব স্বীকার করলে, তখন তুমি ত নিশ্চিন্ত! কর্ম্মফল ভগবানে অর্পণ কর। বল,—

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

কর্ণ। "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

ভাগ্যচক্র। এই তো তোমাব কার্য্য শেষ হ'য়ে গেল। প্রাণের জ্বালা, বুকের বোঝা, কত হাল্কা হ'য়ে গেল বল ত ?

কর্ণ। আহা!

এমন প্রাঞ্জল ভাষায়,
কেহ ত করে নি কভু উদ্‌বুদ্ধ আমারে,
শান্তি আনিবারে প্রাণে ?
কর্ত্তা সেই নারায়ণ, কার্য্য হয় তাঁরি,
মানবের আমিত্ব কোথায় ?—
নিয়ন্তা-নিয়মাধীন নিমিত্ত কেবল।

পঞ্চম দৃশ্য

উত্তরার কক্ষ।

উত্তরা। বুঝিতে না পারি,
কেন আজি নাচে,
বামেতর নয়ন আমার।
গত নিশি দেখিয়াছি ভীষণ স্বপন,
স্মরণেও দুরু দুরু কাঁপে হিয়া মোর !

(রঙ্গমতির প্রবেশ)

রঙ্গমতি। অভি ! অভি !
কই রে উত্তরে, কোথা অভি মোর ?
বল ত্বরা, কোথা গেল অভি ?

উত্তরা। ছিল হেথা,
ধর্ম্মরাজ-আবাহনে গিয়াছে শিবিরে তাঁর।

রজমতি। শিবিরে তাঁহার ?
সর্ব্বনাশ!
শুন নাই,
উঠিয়াছে হাহাকাব পাণ্ডব-শিবিরে ?
আজি গুরু দ্রোণ
চক্রব্যূহ কবিয়া নির্ম্মাণ,
কবে মহাবণ ,
আকুল-পরাণ ধর্ম্মবাজ।
বিনা পার্থ
চক্রব্যূহ ভে'দ সাধ্য নাহি হয কাব।
ভয় হয় অভিবে আমাব
সিংহশিশু সহিবে না হেন অপমান।
থাকিতে পবাণ,
অভিরে দিব না আজি কভু বণে যেতে।

উত্তবা। পায় ধবি, কব মা উপায়।
ভয হয়,
গত নিশি দেখেছি স্বপন—
সপ্ত সিংহ এককালে মিলিত হইয়া,
ঘিরিল অভিরে মোব ,
বিপুল বিক্রমে,
অপূর্ব্ব কৌশলে,
সপ্তবার সপ্তসিংহে লাঞ্ছিত করিল অভি ;
কিন্তু ক্লান্তি হেতু শ্রান্ত দেহে করিলে শয়ন,

স্নিগ্ধদ্যুতি-বিভাসিত
দিব্য রথে আসিলেন নারায়ণ ;
পুষ্পের ভূষণ কত দেবাঙ্গনা-করে,
কুসুমে ভূষিত করি, প্রাণেশে আমার,
যতনে তুলিয়া নিল রথে নারায়ণ ;
উঠিল অম্বরে রথ ক্রমে ধীরে ধীরে।—
কেন মা এমন স্বপ্ন দেখিনু নিশায় ?
তদবধি কাঁদে প্রাণ তব উত্তরার।

রঙ্গমতি। স্বপ্ন—ছার নিদ্রার বিকার,
নাহি কর চিন্তা তার হেতু।
দেখি, কোথা গেল অভিমন্যু মোর।
আজি প্রাণপণে—
প্রতিরোধ কর সতি, পতিরে তোমার,
রণে যেতে দিও নাক' তারে।

[প্রস্থান।

উত্তরা। নারায়ণ !
নাহি জানি কিবা আছে অন্তরে তোমার !
ইচ্ছাময়,
ইচ্ছা তব হইবে পূরণ।
হে মাধব,
মিনতি চরণে,
ভাগ্যহীনা করো নাক' দাসীরে তোমার।

(যোদ্ধৃবেশে অভিমন্যুর প্রবেশ)

অভিমন্যু। দেখ, দেখ, উত্তরে আমার,
কি সম্মান দিয়াছেন, জ্যেষ্ঠতাত।
পিতৃগুরু দ্রোণাচার্য্য সনে যুঝিবার তরে,
আজি সেনাপতি আমি পাণ্ডবের।
কি সৌভাগ্য তোমার আমার!
ষোড়শ বরষে বল, এত ভাগ্য কার?

উত্তরা। পায় ধরি,
আজি রণ কর পরিহার।
নিশিশেষে দেখিয়াছি ভীষণ স্বপন,
স্মরিলে এখনো প্রাণ শিহরে আমার!
থাকিতে জীবন,
দিবে না উত্তরা আজি কভু রণে যেতে।
যাবে যদি,
আগে বধ উত্তরায়,
পরে—
শব হেরি যাত্রা কর, পাবে শুভফল।

অভিমন্যু। লো সুন্দরি!
হেন ভাষা না সাজে তোমারে;
পিতা মোর পার্থ রথী,
শ্রীপতি মাতুল,
রামকৃষ্ণ-ভগ্নী ভদ্রা মাতা মোর,

তুমি মোর অঙ্কলক্ষ্মী বিরাট-তনয়া,
প্রিয় শিষ্যা জনকের।
ক্ষত্রবালা রণে কি বিহ্বলা কভু ?
আজি যদি নাহি যাই রণে,
কাপুরুষ খ্যাতি তবে হইবে আমার,
ভীরু বলি' দিবে গালি যত রথিগণ।
হেন কাপুরুষ পতি,
কামনা কি তব বালা ?
রমণী অঞ্চল ধরি,
কোন্ বীর রহে গৃহ-কোণে ?
ছি! ছি!
ক্ষত্র-নারী তুমি,
ক্ষাত্র ধর্ম্ম আচরণে,
পতিরে সাহায্য কর দান।
শুন, সতি!
প্রতিজ্ঞা দ্রোণের,
যদি পার্থ নাহি রয়,
ধর্ম্মরাজে অবহেলে করিবে বন্ধন।
হেন অপমান,
কহ
সহিবে কেমনে সব্যসাচীসুত,
সহিবে কেমনে—
পাণ্ডবের কুলবধূ তুমি, শিষ্যা ফাল্গুনীর ?

উত্তরা। সমর এমন যদি দুর্ব্বার ভীষণ
কি উপায়ে চক্রব্যূহে করিবে প্রবেশ,
রক্ষিবারে ধর্ম্মরাজে ?
অবোধ বালিকা তাই ত্রাসে কাঁপে প্রাণ।

অভিমন্যু। জান না ললনে !
অভিমন্যু অর্জ্জুন-কুমার শিষ্য মাধবের ;
কুমার যদ্যপি আসে দেব সেনাপতি,
তারে নাহি গণি—দ্রোণ কি অধিক !
রণে যেতে দেও সতি পতিরে তোমার !

উত্তরা। সপ্তরথী করে যদি
একযোগে অন্যায় সমর ?

অভিমন্যু। তাহে কিবা ডর ?
লতা-জালে পড়িলে শার্দ্দূল,
রহে কি সে তৃণের বন্ধনে বাঁধা ?
ফেরুপাল মাঝে—
সিংহ-শিশু কাঁপে কি লো ভয়ে ?
দেখ না কৌতুক,
ফিরিব এখনি করি রণ-জয় ;
তুমি ততক্ষণ,
ক'রে রাখ পুতুলের বিয়ের যোগাড় ;
গোধূলিতে দুই বর কৃষ্ণ-ধনঞ্জয়,
আসিবেন সংশপ্তকজয়ী বরবেশে—
তোর কন্যা-সয়ম্বর-সভামাঝে।

তোল মুখ,
হাসি মুখে দেও লো বিদায়।

[অভিমন্যুর প্রস্থান।

উত্তরা। হে মাধব!
কুশলে রাখিও দেব, পতিরে আমার।
ভয় হয় স্বপ্ন-কথা স্মরি' !

(উত্তরার গীত)

মিনতি মাধব চরণে।
দারুণ সমরে পতিরে আমার
রাখিও বিজয় বরণে॥
ভয় হয় প্রাণে স্বপ্ন-কথা স্মরি',
বুঝি বা হারাই আতঙ্কে শিহরি,
আঁখিপাতে অশ্রু নিবারিতে নারি,
কতব্যথা বাজে পরাণে॥
অবোধ বালিকা শত অপরাধে,
অপরাধী সদা তোমারি শ্রীপদে,
দয়া ক'রে রাখ শ্রীপতি বিপদে,
পতিরে আমার কুশলে—
তব উত্তরার কিবা আছে আর
বল না এ ছার জীবনে॥

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

দেবমন্দিব

সুভদ্রা পূজায় নিযুক্তা।

(রঙ্গমতির প্রবেশ)

রঙ্গমতি। না পাই খুঁজিয়া,
কোথা গেল অভিমন্যু মোব।
শুন ভদ্রা!
গুরু দ্রোণ চক্রব্যূহ করেছে নির্ম্মাণ;
পার্থ বিনা কোন্ জন রক্ষিবে পাণ্ডবে—
এ সমস্যা করিতে পূবণ,
ধর্ম্মরাজ অভিরে বরেছে আজি
সেনাপতিপদে।
করে ধরি বোন্,
আজি রণে যেতে পুত্রে কর নিবারণ।

সুভদ্রা। করিবে বারণ,
ক্ষত্রিয়-রমণী
পুত্রে রণে যেতে!
বাধা দিব,
ক্ষাত্র ধর্ম্ম আচরণে?
ষোড়শবর্ষীয় শিশু,
পাণ্ডবের সেনাপতি,—
ধর্ম্মরাজ দিয়াছেন শিরে তুলি অশেষ সম্মান!

কিসের বিপদ !
সিংহ-শিশু সিংহের সমান।
গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য, পার্থের নন্দনে,
ভাব তুমি হীন কৌরব হইতে ?
পালিবে স্বধর্ম্ম ব্রত পুত্র মোর !
রঙ্গমতি, কর আশীর্ব্বাদ,—
পুত্র যেন করে মুখোজ্জ্বল,
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র রণে।

রঙ্গমতি　　নিদ্রাভাব করি' পরিহাব
রণস্থলে মড়া ঘাঁটি,
বিকৃত হেরি মস্তিষ্ক তোমার !
নহে মাতা হ'য়ে,
পুত্রে দাও শমনের করে তুলি ?
শত্রু মিত্র নাহি কোন ভেদ,
সমজ্ঞানে কর সেবা আহতের !
উন্মাদ না হ'লে, হেন বুদ্ধি আর কার ?
নাহি আর করিব মিনতি,
নাহি চাহি সাহায্য তোমার,
আমি তারে করিব নিরোধ ;
এই বক্ষে রাখিব বাঁধিয়া !
দেখি বাহুলতা ছিন্ন করি, কেমনে যাইবে রণে।
দেখি কোথা পুত্র মোর।

[প্রস্থান।

(অভিমন্যুর প্রবেশ)

সুভদ্রার পদতলে উষ্ণীষ রাখিয়া পদধূলি গ্রহণ।

অভিমন্যু। দাও মাগো পদধূলি,
যাব রণে আজি।
দ্রোণাচার্য্য আচার্য্য-প্রধান,
চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ,
করে ঘোর রণ,—
নিবারিতে নারে কেহ।
ধর্ম্মরাজ দাসে,
সেনাপতিপদে বরিলেন আজি।
এ হেন সম্মান,
আজি ভাগ্যে মোর তোমার প্রসাদে।
পার্থ-পুত্র, তোমার নন্দন,
গোবিন্দের প্রিয় শিষ্য—দাস,
ত্রিবেণী ধারায় পূত কলেবর মোর।
কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ্য করিতে স্থাপন,
গোবিন্দের প্রিয় কার্য্য এই মহারণ;
হেন রণে যেতে
দেহ আজ্ঞা, আজ্ঞাবাহী দাসে তব।
নাহি চিন্তা মাতা,
ধরি' শিরে তব পদধূলি,
নাহি ডরে তব পুত্র ধূর্জ্জটীরে রণে।

সুভদ্রা। যাও বৎস, নির্ভয়ে সমরে!
শিক্ষাগুরু নারায়ণ মাতুল তোমার,
পিতা তব মহারথী—বিক্রমে—বিশাল ;
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্র রণে,
আজি ধর্ম্মরাজ-সেনাপতি তুমি।—
এই ত তোমারে সাজে,
পুত্র প্রাণাধিক !
বল পুত্র !
নারীকুলে হেন ভাগ্য কোন্ জননীর ?
বরণের মালা গলে,
রক্ত টিপ জ্বলে ভালে
অমূল্য উজ্জ্বল !

(সুভদ্রা কর্ত্তৃক অভিমন্যুর গলে মালা
ও ললাটে তিলক দান)

চক্রব্যূহ সভামাঝে
কৌরবের জয়লক্ষ্মী আজি স্বয়ম্বরা,
যাও ত্বরা,
বিজয় বরণে আন ঘরে তাঁরে ;
পিতা তব আনিলেন যথা—
পাঞ্চাল সভায় মৎস্যচক্র লক্ষ্য ভেদি',
রাজলক্ষ্মী দ্রুপদনন্দিনী।
আশীর্ব্বাদ করি,—

মাতৃবক্ষ হয় যেন অক্ষয় কবচ,
মাতৃক্রোড়-সুখাসন সম, হউক স্যন্দন,
মাতৃস্নেহ নির্ঝরিণী সম—
স্নিগ্ধ হোক্ শত্রুর সায়ক।
বৎস!
মাধবে হৃদয়ে রাখি',
বাহুতে ফাল্গুনি স্মরি', ক'র রণ,
রেখ মনে,—
ক্ষাত্র ধর্ম্ম করিতে পালন,
যায় যদি প্রাণ,
শ্লাঘা তাহা ক্ষত্রিয়ের।

(সুভদ্রা কর্ত্তৃক অভিমন্যুর মস্তক আঘ্রাণ, অভিমন্যুর পুনর্বার প্রণত হইয়া বাহিরে যাইবার উদ্যোগ)

(রঙ্গমতির প্রবেশ)

রঙ্গমতি। এ কি বেশ! কোথা যাবি?
দিব না যাইতে রণে আজি।
যা দেখি কোথায় যাবি?
অতি দুষ্ট ছেলে।

(দ্বার অবরোধ করিয়া দণ্ডায়মান)

অভিমন্যু। মা! রাঙ্গা মা পাগল!
আমি কি থাকিতে পারি,
তোর কোল ছেড়ে কোথা?

প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে ঝগড়ার কুটী,
এ'লে দিতে গাল,
মা, বাবা, মাতুলেরে বুঝি ?
ছিঃ মা !
এত বড় ছেলে
অঞ্চলে কি ঢেকে রাখা শোভা পায় ?
লজ্জা দিবে লোকে,
কহিবে সকলে, —
মেনি-মুখো ছেলে রাঙ্গামার অভি ।
দে মা ছেড়ে ক্ষণেকের তরে
পিতৃগুরু দ্রোণাচার্য্য সনে,
ক'রে আসি কিছুকাল রসালাপ ।

রঙ্গমতি । যাবে তুমি যুঝিবারে দ্রোণাচার্য্য সনে !

অভিমন্যু । আশ্চর্য্য কি হেতু তাহে ?
নহে শুধু নীর রাঙ্গামার স্তনে ;
দেখাইব শুষ্ক যজ্ঞ-কাষ্ঠ দ্রোণে,
রাঙ্গামার বক্ষ-ক্ষীর, কত গাঢ়, কত শক্তি তাতে ।
নহে কি বৃথায় দিয়াছ মাতা,
বক্ষ-রক্ত অযোগ্য সন্তানে ?
দাও মা বিদায়।

রঙ্গমতি । এত ছল শিখেছিস্,
ছলের ভাগিনা তুই ?
জান না ত কুচক্র ভীষণ !

চক্রব্যূহ করিয়া নির্ম্মাণ,
দ্রোণাচার্য্য করে রণ !
নাহি রহে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন যদি,
বিনাশিবে পাণ্ডবের রথী এক,—
প্রতিজ্ঞা দ্রোণের,
কেমনে বিদায় দিব,
কে রক্ষিবে অভাগীর অঞ্চলের নিধি ?

অভিমন্যু। তুচ্ছ চক্রব্যূহ মাতা !
জান না জননি,
কত শক্তি বাহুতে আমার !
দুই বাহু হয় মোর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়
একা পার্থ জিনিবারে পারে সমগ্র ধরণী,
কৃষ্ণার্জ্জুন সম্মিলিত শক্তি—
মোর পরাক্রম।
দেখি বৃদ্ধ দ্রোণ,
কর্ণ, কৃপ, সহে কতক্ষণ।
বধিব না দ্রোণে, কর্ণে,
ব্যর্থ করিব না প্রতিজ্ঞা পিতার।
কিন্তু মাতা !
প্রতিজ্ঞা আমার,—
মরণ অধিক করিব লাঞ্ছিত
মহারথিগণে।

(নেপথ্যে রণবাদ্য)

ওই শোন মাতা !
বাজিয়া উঠিল সমর দামামা।
বিহ্বলে চাহিয়া আছে পাণ্ডবীয় চমূ,
আর না বিলম্ব সহে।

[দ্রুত প্রস্থান।

রঙ্গমতি। হায় রে !
নিভিল বুঝি নয়নের আলো।

(মূর্চ্ছিতা)

সপ্তম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র রণস্থলের একাংশ।

(রথোপরি শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন নারায়ণ !
নারায়ণী-সেনা যাহা বীরত্বে অতুল,
আজি সংশপ্তক রণে,
বধিলাম নির্ম্মম নিষ্ঠুর ভাবে।
নাহি জানি, হে মাধব,
কোন্ পাপে হেন ভাগ্য অর্জ্জুনের !

শ্রীকৃষ্ণ। বৃথা খেদ ধনঞ্জয় !
ধ্বংস-যজ্ঞে ব্রতী শুধু তুমি নহ আজি,
ওই হের সখা !

হের ওই দিকে—
দুর্ভেদ্য প্রাচীর সম চক্রব্যূহ,
কৌরবের ধ্বংস বিধ্বস্ত স্তূপ,
রথ রথী অগণন।
সংশপ্তক রণ তুচ্ছ এর কাছে!
ত্রয়োদশ দিনব্যাপী এই যুদ্ধে,
যেই কার্য্য তোমা হ'তে হয় নি সম্ভব,

আজি তাহা, পাণ্ডবের কোন্ বীর করিল সাধন?
দুর্জ্জয়! বিস্ময়!

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন!
তবু কেন পাণ্ডব শিবিরে,
নাহি শুনি বিজয় উল্লাস?
পাণ্ডব শিবির কেন শ্মশান সমান?
চারিদিকে অমঙ্গল-চিহ্ন হেরি,
আকুল আমার প্রাণ।
আহত সেবায়, সেবক-সেবিকা সহ,
কোথায় না হেরি সুভদ্রায়;
অব্যক্ত বিষাদে,
চঞ্চল হৃদয় মোর উঠিছে কাঁপিয়া!
চল, চল হৃষীকেশ
হতাহত যোদ্ধৃস্তূপ,
চক্রব্যূহ প্রাকার লঙ্ঘিয়া,

আজি দেখি,—
গুরু দ্রোণ সাধিয়াছে কোন্ বাদ।
না জানি, কি হারায়েছি
অমূল্য মাণিক চক্রব্যূহ মাঝে!

(ভিন্নদিকে গমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের
রথ হইতে অবতরণ)

(পটপরিবর্ত্তন)

(কুরুক্ষেত্র চক্রব্যূহ মধ্যস্থল। অভিমন্যুর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া সুভদ্রা উপবিষ্টা, অভিমন্যুর পদতলে উত্তরা ও বক্ষোপরি রঙ্গমতি মূর্চ্ছিতা, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব, ও সারথী নতমস্তকে উপবিষ্ট, চারিধারে শবের স্তূপ। ভগ্ন রথ, অস্ত্র শস্ত্র পড়িয়া আছে)

অর্জ্জুন। নারায়ণ! নারায়ণ!
কেমনে রচিলে দেব এ দৃশ্য করুণ,
এও কি করুণা তব করুণানিধান?
অভি! অভি!
উঠ পুত্র বীরেন্দ্র কেশরি!
পিতামহ শরশয্যা কেন অভিনয়?
জীবনের প্রথম প্রভাতে,
অর্দ্ধ পথে না উদিতে ভানু,
অন্তমিত উজ্জ্বল কিরণ!
নারায়ণ!
কেন নাহি বধ অর্জ্জুনেরে?

সখা বলি তোষ দাসে,
শক্রতা ভীষণ?
তব শিষ্য, ভাগিনেয়—
অভিমন্যু মোর,
কহ,
কেন হেন দশা ঘটালে মাধব?

শ্রীকৃষ্ণ। সখা!
পুত্র তব গরিমার খনি,
দেবতা প্রসাদি ফুল লহ শিরে তুলি'—
অভিমন্যু-কীর্ত্তিমালা।

(সারথির প্রতি)

কহ সত্য সারথি ধীমান্,
বীরের বীরত্ব গাথা এই মহারণ।

সারথি। প্রভু, নহে রণ,
অদ্ভুত স্বপন কথা!
দেব নরে অসম্ভব সমর-কাহিনী।
কৌরব বাহিনী,
সমুদ্র তরঙ্গ সম উদ্বেলিত হেরি',
আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ;
কহিনু কুমারে,—
"অসম্ভব রণজয়।"
ভ্রূকুটী করিয়া হাসি' কহিল কুমার,—

"অর্জ্জুনের পুত্র আমি,
শিষ্য গোবিন্দের,
সুভদ্রা মাতার আমি দীক্ষিত সন্তান ;—
দেখিবে, দেখাব শৌর্য্য বালক বীরের।
এত বলি'—অশ্ব-বল্গা লইল কাড়িয়া।
চপলা চকিতে রথ
প্রবেশিল চক্রব্যূহ মাঝে,
জয়দ্রথে করি ধরাশায়ী ;—
আক্রমিল দ্রোণাচার্য্য,
কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন আদি,
রথিগণে,
বিপুল বিক্রমে, করিল লাঞ্ছিত কুমার।
অপূর্ব্ব সে রণনীতি !
পলাইল রথীবৃন্দ,
বারবার মানি' পরাজয়,
শিবাগণ রড়ে যথা সিংহ-শিশুরণে।

শ্রীকৃষ্ণ। বল বল,
অদ্ভুত বীরত্ব, অপূর্ব্ব কৌশল-কথা।

সারথি। কিছুক্ষণ,
কৌরবের রথিশূন্য হেরি' রণস্থল।
চারিদিকে উঠিল মরণ-নিনাদ।
ত্যজি' শরাসন,
কহিল হাসিয়া কুমার,—

"সূত! এরাই যুঝিবে এই ক্ষুদ্র প্রাণ ল'য়ে,
পিতৃদেব অর্জ্জুনের সহ ?
দেখ ভাই,
এ ত যুদ্ধ নহে, পণ্ডশ্রম ;
নহে এতক্ষণ,
লুপ্ত করি কৌরবের নাম,
ফিরিতাম উত্তরার পাশে,
উদ্বিগ্ন রয়েছে বালা।
কি করিব,
বাধা দেয় পিতার প্রতিজ্ঞা ,
বধিলে এদের,
পিতৃপিতৃব্যপণ হইবে নিস্ফল।
বারে বারে তাই,
পলাইবার দিতেছি সুযোগ .
তবু লজ্জাহীন রথীবৃন্দ।
বার বার করে জ্বালাতন।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা! সখা!
শুনেছ কি হেন বীর-গাথা কভু ?
সপ্তরথিবৃন্দে
ষোড়শ বর্ষীয় শিশু,
করে পরাজয় বার বার!

সারথি। কতক্ষণ পরে দুর্য্যোধন-সুত
লক্ষ্মণ পশিল আসি' সমর-প্রাঙ্গণে।

কহিল কুমার,
"ভাই !
এ ত নহে আমাদের,
ক্রীড়ার প্রাঙ্গণ ।
দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ যে শর-অনল,
না পারে সহিতে,
কেমনে সহিবে সেই জ্বালা ?
তুমি মাতা ভানুমতী-পুত্র ।
আমি মাতা ভদ্রার সন্তান ;
ভাই ভাই, হৃদয়ে হৃদয়
এস করি বিনিময় ;
যাও ফিরি
শান্তি স্নিগ্ধ মধুময় মাতৃ-অঙ্কে ভাই !"
নিষেধ না মানি',
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ কুমারের প্রতি,
কুমার ত্যজিল বাণ প্রতিরোধ হেতু ;
অর্দ্ধ পথে কাটিয়া লক্ষ্মণ-শর,
ছুটিল সায়ক ;
রোধিতে অক্ষম হেরি,
পূর্ব্ব বাণ প্রত্যাহার তরে
আর বাণে অদ্ভুত কৌশলে
কাটিয়া পাড়িল পূর্ব্বশর !
তথাপি নিয়তি লিখন,—

ছিন্ন শরমুখ লাগি গ্রীবা দেশে
পড়িল লক্ষণ।

যুধিষ্ঠির। কৌরব-পাণ্ডবকুল,
করিতে নির্ম্মূল,
বুঝি জন্ম অভাগার !
কি কুক্ষণে
জ্ঞাতিদ্রোহ মহাপাপে লিপ্ত আমি।
বল হরি। কত দিনে,
অবশেষ হ'বে মোর কৃত কর্ম্মফল।

সারথি। ক্ষিপ্ত প্রায় দুর্য্যোধন,
সপ্তরথী মিলি',
আক্রমিল কুমারে তখন ,
ক্ষত্রিয়ের গ্লানি তারা,
বসুধা উঠিল কাঁপি' পাপভরে।

ভীম। অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন।
নির্ব্বাণ করেছি দেখ কুলের প্রদীপ,
কূটচক্র চক্রব্যূহ মাঝে।
জয়দ্রথে পরাজয়ি'
চক্রব্যূহে পশিল কুমার ;
হেনকালে,
"ধর্ম্মরাজ বন্দী"—এই কথা উঠিল পশ্চাতে ;
ফিরিয়া ত্বরিতে দেখি,—
প্রতারণা—শত্রুর কৌশল !

পুনঃ আসি ব্যূহদ্বারে,
শত চেষ্টা করি
না পারি পশিতে রণস্থলে।
অকস্মাৎ দৈববাণী উঠিল অম্বরে,
"রুদ্র বলে বলীয়ান্ আজি জয়দ্রথ,
বিফল প্রয়াস ভীম!"
চক্রী হরি!
চক্র তব এই মহারণ।
করিব তর্পণ আজি,
বক্ষোরক্ত দানে, পুত্রের আত্মার।

(নিজ বক্ষে গদা প্রহার, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিবারণ)

অর্জ্জুন,
ঘোরপাপী বৃকোদরে ক'রো না বারণ,
ত্যজ ভাই, মিনতি আমার।

অর্জ্জুন। উন্মাদ ক'রো না আর!—
নরাকারে ইন্দ্রের আয়ুধ মোরা,
কুরু, কুরুপক্ষগণ বধে
কিবা পণ, তোমার আমার?

শ্রীকৃষ্ণ। সপ্তরথী মিলিত হইয়া,
অসহায় একমাত্র বালকের প্রতি,
করে বাণ বরিষণ,
কহ, কে কে তারা?

সারথি। দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, ও শকুনি,
দুঃশাসন আর দুর্য্যোধন।
অঙ্গরাজ ধনুর্গুণ করিল ছেদন।
ভোজরাজ বাণে হত যুগ্ম হয়;
লম্ফে পড়ি স্যন্দন হইতে,
অসি করে ধাইল কুমার,
বিমুখিতে অরিদলে;
বহু কষ্টে দ্রোণ কর্ণ,
অসি, চর্ম্ম কাটিয়া পাড়িল।
ভগ্ন অসি, চর্ম্মহীন বীর,
প্রার্থনা করিল, মাত্র অস্ত্র একখানি,
অস্ত্র না দানিল কেহ।
নিষাদের দল,
হস্ত পদ জালে বদ্ধ করি',
বধে যথা সিংহশিশু,
নির্ম্মম-নিষ্ঠুর বৃত্তি, সপ্তরথী লাগিল সাধিতে।
ভগ্ন রথ-চক্র এক করিয়া ধারণ,
সুদর্শনধারী যেন লাগিল যুঝিতে,
মৃত্যু পণে সপ্তরথী বুঝি' বহুক্ষণ,
খণ্ড খণ্ড করি' কাটিয়া পাড়িল চক্র।
নির্ভীক্ দুর্জ্জয় শিশু
লইল তুলিয়া গদা এক,
বিনাশিল কৌরবের সেনা অগণন।

শ্রীকৃষ্ণ।   ধন্য অভিমন্যু-বীর-বীরত্ব-গরিমা!
বীরত্ব অধিক তার মহত্ত্ব-মহিমা!

সারথি।   রণে ভীত অশ্বত্থামা,
এক লম্ফে পড়িয়া ভূতলে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে করে পলায়ন।
শকুনির সপ্তপুত্র,
রথী সপ্তদশ
চির শয্যা লইল পাতিয়া!
এতক্ষণে, কুমার হইল মূর্চ্ছিত প্রায়!
না তুলিতে দেহ পুনঃ
কুমারের শির'পরে
দুঃশাসন-সুত
প্রহারিল লোহের মুদগর ;
জনার্দ্দন! শিষ্য তব আর না উঠিল।

শ্রীকৃষ্ণ।   কি ঘোর অধর্ম্ম!
নারকীয় হত্যা-লীলা,
ঘোর অনাচার!
ক্ষাত্র শক্তি হইয়াছে পিশাচের ব্রত!

সারথি।   এত মহাপাপ,
নারায়ণ,
সহিবে কি তুমি?
সহিবে কি পাণ্ডব ফাল্গুনী?
সহিবে কি ধর্ম্মরাজ হেন অনাচার?

অর্জ্জুন। হৃষীকেশ!
মহাপাপী ধনঞ্জয়ে না কর বারণ।
রেণু রেণু করি' উড়াইব আজি,
পুত্রহন্তা আততায়ী-চিহ্ন-অবশেষ।
কোথা পাশুপাত—সুপ্ত শক্তি মোর—
না, না, আর না সাধিতে পারি,
নারকীয় হত্যা-লীলা।
লীলাময় হরি!
লও আজি কুরুক্ষেত্র-রণ উপহার;—
হৃৎপিণ্ড ছিন্ন করি',
দিব ডালি চরণে তোমার।

শ্রীকৃষ্ণ। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

সারথি। শত্রুগণও হাহাকারে করিল ক্রন্দন,
অপরাধী সপ্তরথী—
সপ্ত কিরাতপ্রধান,
ভীত চিত্তে অধোমুখে করিল প্রস্থান।
শেষ দীপ-শিখা ভাতিল ক্ষণেক!—
স্মিতমুখে কহিল কুমার,—
"সূত,
কর এক উপকার বিদায়ের কালে;—
হৃদয়-শোণিতে মোর,
শর-সূচিমুখে,

লিখে দাও ভালে,—
নর-নারায়ণ আর সুভদ্রা মাতার নাম,
হৃদয়ের মাঝে লেখ—
আদরিণী স্বর্ণলতা নাম উত্তরার,
কর কৃষ্ণ নাম গান ।
উদ্দেশে প্রণমি পার্থ পিতার চরণে,
জননী সুভদ্রাপদে কোটী নমস্কার,
ততোধিক
গোবিন্দের পাদপদ্মে প্রণাম আমার।
শুনিতে শুনিতে এই সূত মুখে কৃষ্ণনাম,
মাতৃকোলে শিশু যেন গেল ঘুমাইয়া ;—
অস্ত গেল ক্ষত্র-রবি—
অস্ত গেল বিভাবসু !

উত্তরা। (মূর্চ্ছান্তে উঠিয়া) উঠ বীরমণি !
কেন অভি, অভিমানে ধূলাতে লুটাও ?
কালি ভীষ্মদেব-শরশয্যা করিতে অঙ্কন—
দিয়াছিনু বাধা,
তাই বুঝি শরশয্যা অভিনয় ?
ছিঃ, এ দৃশ্য ভীষণ !
ওঠ্ ওঠ্ রাঙ্গিমা পোড়ারমুখি !
শরশয্যা অভিনয় মাঝে
ছিল বুঝি বুড়ো মাগী ?
তোর সব কাজে হেরি বাড়াবাড়ি।

ওঠ্, ওঠ্, ঠিক যেন মড়া,
ওঠ না, লাগিবে অভির বুকে।
ভদ্রা মাতা!
তুমিও করেছ বাছা,
অভিনয় দৃশ্য বড় কটু।
ছিল শির, উপাধান সায়ক-উপর,
সে ভীষ্মদেবের।
তুমি কেন করেছ তা অঙ্কেতে স্থাপন?
দাও দেখি ধনুর্ব্বাণ,
বাবা দিয়াছিল যেইমত উপাধান,
সেই মত বীর-রঙ্গ দেখাইব আমি।
কে তুমি ওখানে স্থির? বাবা?
বাবা! দেখ চেয়ে—
তোমার প্রাণের অভি
করেছে কেমন শরশয্যা-অভিনয়!
ছিঃ বাবা! কাঁদিতেছ তুমি?
ও কে? নারায়ণ?
কেন দেব, অধোমুখে?
তবে কি এ সত্য অভিনয়?
বল হরি! বল একবার,—
"ভেঙ্গেছে কপাল কি তব উত্তরার?"
ফেলিয়া এসেছি খেলা, ডালা পুতুলের,
আর কি পুতুল-খেলা হ'বে না আমার?

বল নারায়ণ,
শ্রীমুখেতে বল একবার,—
পুড়েছে কপাল কি তব উত্তরার ?
জগন্নাথ জনার্দ্দন মাতুল যাহার,
পিতা যার পার্থ রথী বিক্রমে বিশাল,
বাসুদেব ! ভগ্নী তব জননী যাহার,
বল দেব,
বল, কেন হেন দশা তার ?
কত যে বাসিতে ভাল হাসি দু'জনার,
দয়াময়, কোন্ পাপে কন্যা বালিকার—
নিভাইলে চিরতরে হাসি জ্যোছনার ?
নহে পূর্ণ বর্ষ আজও,
মাত্র ছটি মাস।
দিয়েছিলে স্বর্গ-সুখ—এয়োতি আমার !

(অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের
পদে অর্পণ করিতে করিতে)

লহ রত্ন-অলঙ্কার করের কঙ্কণ,
নারায়ণ,
তব পদে করি সমর্পণ।
নিভায়ে আলোক-রশ্মি তব উত্তরার,
কেমনে দেখিবে বল বেশ বিধবার !

(উত্তরার মূর্চ্ছা)

অর্জ্জুন হে মাধব!
কহ, সহিবার সীমা কতদূর!
এতেও কি নাহি হবে বিদীর্ণ এ হিয়া?
কেশব!
নাহি কি আয়ুধ কোন, তব সৃষ্টি মাঝে
অরুন্তুদ যাতনার দিতে অবসান?

শ্রীকৃষ্ণ। হে বীরেন্দ্র! বীরধর্ম্ম নহে অশ্রু,
জিঘাংসা-অস্ত্রের মুখে শোক-উদ্দীপন।
ওই শুন,
উল্লাসের ধ্বনি উঠিয়াছে কৌরব-শিবিরে,
আর, হেথা তুমি করিছ বিলাপ,
পুত্রহন্তা অরাতির নাহি ল'য়ে প্রতিশোধ!

অর্জ্জুন। হত্যা! প্রতিশোধ! ধ্বংস!
প্রতি-শ্বাসে হও শীত সপ্তসিন্ধুবারি!
আগ্নেয় ভূধর, কর জ্বালা উদ্গীরণ,
মর্ম্মস্থল করি বিদারণ,
গর্জ্জি' উঠ বক্ষ ভেদি' অস্থি দধীচির—
ভীষণ হুঙ্কারে!
জয়দ্রথ হীন সিন্ধুপতি!
জালে বদ্ধ হরি-শিশু করিয়া কৌশলে,
রোধিলি ব্যূহের দ্বার;
নিষাদের দল!
বধিয়া বালক করিছ উল্লাস!

কৌরবের রথিগণ বধে
ছিল প্রতিজ্ঞা আমার,—
করিয়া স্মরণ,
পিতৃভক্ত পুত্র মোর—
দিল প্রাণ অন্যায় সমরে,
নহে,
সাধ্যকার পেত' পরিত্রাণ অভিমন্যু-করে!
একা পার্থ কিম্বা মাধবের রণে,
তিন লোক নহে স্থির,
একাধারে কৃষ্ণার্জ্জুন—কুমার আমার।
জনার্দ্দন!
স্পর্শ করি' শ্রীচরণ,
করি পণ,—
জয়দ্রথে কালি আমি করিব সংহার।

শ্রীকৃষ্ণ। এই ত বীরের বাণী!
উঠ ধনঞ্জয়,
ধ্বংস কর অত্যাচার, অধর্ম্মের গ্লানি।

অর্জ্জুন। থাকিতে জীবিত জয়দ্রথ,
অস্তাচলে যান যদি দেব বিভাবসু,
স্বকরে জ্বালিয়ে চিতা ত্যজিব জীবন,
দেখিব কেমনে পাপী পায় পরিত্রাণ!
কর্ণ!—তুমি তার পর!

[প্রস্থান।

ভীম। ভুলি নাই—

দুঃশাসন-রক্তপান প্রতিজ্ঞা আমার।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। সুভদ্রা! ভগ্নি! প্রিয় শিষ্যা মোর!

পুত্র তব সাধিয়াছে মানব-মঙ্গল।

বীর পুত্র মরে কি ভগিনি?

অমরত্ব লভিয়াছে মরণে কুমার!

ওই দেখ,—

গরিমার বিজয় পতাকা,

সগৌরবে উড়িতেছে ভারতের শিরে,

কীর্ত্তি গাথা লেখা তাহে সুবর্ণ-অক্ষরে

কল্পান্ত কালের তরে।

ওঠ বোন্, নাহি কর শোক।

সুভদ্রা। শোক কোথা প্রভু!

পুত্র-গরিমায় স্ফীত বক্ষ তব সোদরার।

কৌরবের অস্ত্র গুরু— দ্রোণ মহারথী,

ভুবনবিখ্যাত বীর কর্ণ কৃপ আদি,

ষোড়শ বর্ষীয় শিশু

একেশ্বর বার বার পরাজিল রণে,

যশোরাশি অবিনাশী পুত্রের আমার।

হেন বীর-জননীর শোক কি আবার?

শোকাতীত নারায়ণ সম্মুখে যাহার!

সান্ত্বনা অতুল ভবে, শোক নাহি তার।

নাহি শোক—নাহি অশ্রু !
এ কঠোর পরীক্ষায়,
আজি তব শিক্ষা-বল আশ্রয় ভদ্রার।
এক পুত্র-বিনিময়ে,
পাইয়াছি বিশ্বময় অভিমন্যু মোর ;
দয়াময় !
সুভদ্রায় এই বিশ্ব-মাতৃপ্রেমে করহ তন্ময়।

অষ্টম দৃশ্য

কুরুক্ষেত্র-প্রান্তর।

শকুনি।

শকুনি　　ধূ ধূ জ্বলেছে—
এত দিনে মোর
সাধন-যজ্ঞের হোম-শিখা !
মাত্র প্রধূমিত ছিল,
এবে প্রবল বাতাসে
দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠেছে।
ভীম ! অর্জ্জুন ! প্রাণাধিক !
তোমরাই—
কুরুকুল-ধ্বংস-মহাযজ্ঞে—
শকুনির ঋত্বিক্।

পূর্ণাহুতি দানে,
নাহিক বিলম্ব আর।
পিতা !
স্বর্গ হ'তে করহ দর্শন—
আজ্ঞা তব অক্ষরে অক্ষরে
করিতেছে পালন শকুনি !—
লইতেছি মহানন্দে আজি—
হত্যার অপূর্ব্ব প্রতিশোধ !
ঊনশত ভ্রাতা মোর,
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
কৌরবের সুতপ্ত শোণিত—
আকণ্ঠ করাব পান !
ভুলি নাই আমি—
অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে
রক্তহীন দেহে
মৃত্যু-কোলে লইয়াছ ঠাঁই !

প্রাণ ভ'রে করাইব পান—
তপ্তরক্ত ;
তৃপ্ত হবে তৃষাতুর আত্মা তোমাদের !—
তিষ্ঠ ক্ষণকাল।
ওই—ধায় ভীমসেন
দুঃশাসনে করিতে সংহার!

আঃ—
এত দিনে, শান্তি এল প্রাণে !—
ঊনশত ভ্রাতা মোর
হ'বে তৃপ্ত বহুদিন পরে,
বিনিময়ে—
ঊনশত ভ্রাতা—ধৃতরাষ্ট্র-সুতরক্তে !
ভগ্না গান্ধারি !
অন্ধরাজ-রাণি !
শত পুত্রের জননি !
সৌভাগ্য-সম্পদে মাতি',
ভুলেছিলি এত দিন—
পিতা গান্ধার ঈশ্বর,
আর ঊনশত ভ্রাতাদের
নিদারুণ হত্যাকথা ;
কিন্তু সেই দিন হ'তে
ভোলে নি শকুনি এক তিল !
পিতৃঋণ, ভ্রাতৃঋণ—
এত দিনে পরিশোধ তার !
গান্ধারি !
শত ভ্রাতা—শত পুত্র-স্বজন নিধন,
পিতৃহত্যা করিয়া স্মরণ'
দাও অভিশাপ শতবার।

(নেপথ্যে দুঃশাসনের আর্ত্তনাদ)

ওই শুনি দুঃশাসন-আর্ত্তনাদ।
হাঃ। হাঃ। হাঃ।
শকুনি। শকুনি।
আনন্দ কর। আনন্দ কর।
এইবার দুর্য্যোধন হইবে উন্মাদ
শেষ ভ্রাতৃহত্যা-শোকে।
হাঃ। হাঃ। হাঃ।
ওই বুঝি ব্যোমপথে
মহানন্দে উনশত ভ্রাতা মোর,
মুক্ত হ'য়ে অশরীরী প্রাণ,
করিছে প্রস্থান দিব্যধামে।
ভাই। ভাই।
পিতা।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর।
দুঃশাসন-রক্ত-টিপ পরিয়া ললাটে, আমিও যাইব ত্বরা,
দুর্য্যোধন ধ্বংস মাত্র—আর অবশেষ।
সহদেব!
কোথা সহদেব।
দে রে মুক্তি মোরে—
শকুনি-সংহার আছে প্রতিজ্ঞা তোমার!

(পট-পরিবর্ত্তন রণস্থলের একাংশ)

(দুঃশাসনের বক্ষোপরি বসিয়া ভীমসেন কর্ত্তৃক রক্তপান)

ভীম। প্রতিশোধ! প্রতিহিংসা! প্রতিজ্ঞাপূরণ!—
দুঃশাসন বক্ষোরক্তপান!
আঃ—
তৃপ্ত আজি নিদারুণ তৃষা!
কৃষ্ণা! কৃষ্ণা!
ত্রয়োদশ বর্ষকাল আছ প্রতীক্ষায়—
মুক্ত করি কেশপাশ,
এই রক্ত হেতু!
যাই! যাই!
রুধিররঞ্জিত করে
এলাইত বেণী তব করিতে সংস্কার।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দুর্ব্বাসার আশ্রম।

দুর্ব্বাসা। কুরুক্ষেত্রে রণ অবসান।
কৌশলে আমার—গৃহের বিবাদ ;
ফল তার—
ধ্বংস কুরুপাণ্ডবের কুল।
যদুকুল মাত্র আছে অবশেষ ;
এইবার দেখিব কেশব,
কেমনে রাখিবে যদুকুল,
উপেক্ষিয়া ঋষি দুর্ব্বাসায় !

(বাসুকির প্রবেশ)

আজ্ঞামত আনিয়াছ সেনাগণ তব ?
কি হেতু এত বিলম্ব নাগরাজ ?

বাসুকি। সৈন্য কোথা পাব ?
অনার্য্যেরা আজি
নব-প্রেমে মাতোয়ারা,—
হিংসাবৃত্তি করিয়াছে ত্যাগ।

দুর্ব্বাসা। অনার্য্যেরা করিয়াছে হিংসাবৃত্তি ত্যাগ !

হেন অসম্ভব কথা—
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়।
বল,—
কিবা কোথা দেখিয়াছ,
শুনিয়াছ কিবা !

বাসুকি　　কল্পনা-অতীত কথা !
শুনি নাই কভু জ্ঞানে যাহা,
দেখিলাম প্রতি জনপদে
অতীব বিস্ময়ে।
আসমুদ্র-হিমাচল,
বিপুল পুলকে সবে গায় কৃষ্ণনাম ;
গীতামৃত পুণ্যকথা,
শুনায় সুভদ্রা দেবী,
উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে।
মহাপাপী আমি,
তোমার কুহকে ভুলি',
হেন দেবীস্বরূপিণী,
পবিত্রা কল্যাণী সুভদ্রায়,
কামভাবে দিয়াছিনু হৃদয়ে আশ্রয়।
স্মরিলে সে পাপ কথা,
এখনও শিহরে প্রাণ !
হরিবারে মহাদেবী,—
ছিল মন্ত্রণা তোমার ;

কি বলিব ভগ্নী-পতি তুমি,
নতুবা পাইতে শিক্ষা বাসুকির করে।
ভণ্ড!
ভণ্ড-ধর্ম্ম-ব্যবসায়ি!
না শুনিব কোন কথা আর,
দিয়াছেন কৃষ্ণনাম সুভদ্রাজননী।

দুর্ব্বাসা। ছাড় বাচালতা!
ভুলিয়াছ প্রতিজ্ঞা তোমার?
সুভদ্রা সামান্যা নারী,
কৃষ্ণনাম কুহকের পাতি ফাঁদ,
দিয়াছে জড়ায়ে গলে রূপোন্মাদ ফাঁসী,
রূপ-লালসায় হয়েছ উন্মত্ত।

বাসুকী। স্তব্ধ হও ভণ্ড ঋষি!
তপ্ত শলাকায় বিদ্ধ করি' বাক্‌যন্ত্র,
চিরতরে রুদ্ধ করি' দিব।
শোন ঋষি,—
গুরু মোর জনার্দ্দন,
পিতা পার্থ রথী,
মাতা মোর শুভদাত্রী সুভদ্রা পাবনী.
ত্রিবেণী-ধারায় অভিষিক্ত—
আজি পাপী নাগপতি।
জানিহ নিশ্চয়,
এ মহাপ্রয়াগে করিব জীবন দান।

কহ অন্য যাহা,
প্রতিশ্রুতি মত পালিবে বাসুকি,
নহে অভিশাপ ভয়ে !
যোগ্যতা কেবল,
দানিবারে অভিশাপ কথায় কথায় !
অপদার্থ ঋষিকুলগ্লানি !

(কারুর প্রবেশ)

দুর্ব্বাসা । শোন কারু, পত্নী মোর ।—
কারু তুমি—
সুরাকুম্ভ কক্ষে ল'য়ে,
ভুবন-মোহিনী বেশে
পশ গিয়া যাদবের পুরে ;
কর সুরা বিতরণ
যদুকুল-শ্রেষ্ঠ রথিগণে ;
নয়নের বাণ করিয়া সন্ধান,
কর সবে লালসার দাস তব ;
আপনারে রাখি' সাবধানে,
বিবিধ বিধানে মজাইয়া সবে, কর বিবাদ সৃজন ।
যাও বালা, পতি আজ্ঞা করিতে পালন ।
নাগরাজ !
প্রিয়তম বন্ধু তুমি মোর ।
করেছিলে পণ,

হ'লে প্রয়োজন,
মোর পক্ষে করিবে সংগ্রাম।
এবে তার সময় উদয়,
কর ভাই, সন্ধি মত রণ।
কালি মহাযজ্ঞ প্রভাসের তীরে,
সুরা-মত্ত যদুবীরগণ,
আত্মদ্রোহে মাতিবে যখন,—
তুমি থাকিয়া অলক্ষ্যে,
বাল-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে করিবে নিধন ;
জানিবে জগৎ—
আত্ম-দ্রোহে মরেছে যাদব,
গুপ্তকথা কেহ না জানিবে।
বাক্য মোর করিয়া পালন,
কর নিজ রাজ্য সমুদ্ধার,
কর পুনঃ অনার্য্যের প্রতিষ্ঠা স্থাপন।

[বাসুকী ও দুর্ব্বাসার প্রস্থান।

কারু। নির্ম্মম বিদ্রূপ !
কারু—পত্নী মোর—
কতই সোহাগ আজি !
খল কদাচারী ঋষি—
জীবনের কুগ্রহ আমার।
যৌবন-প্রভাতে,
মাধবের

ভুবনমোহন রূপ নেহারি' নয়নে,
বিহ্বলা যখন আমি,
সুযোগ বুঝিয়া, সহোদরে মোর
লুব্ধ করি' রাজ্য-লালসায়,
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কে জানিত ঋষিকুলে হেন অভিচার!
পত্নী বলি' করিয়া গ্রহণ,
জ্বালাইল তীব্র জ্বালা প্রাণে আমরণ;
সেই দিন হ'তে
অনাচার অত্যাচার সহি নিশিদিন।
ব্রাহ্মণ, ঋষি, আর্য্য—আখ্যা তব'
আর কহ, পত্নীরে তোমার,—
সুরাকুম্ভ কক্ষে ল'য়ে, পণ্য-নারী বেশে,
খুলিতে রূপের ডালি যাদবের পুরে।
ধন্য ঋষি, পতি-পরিচয়!
দিবানিশি তুষি কটু ভাষে,
তবু নাহি নাশে ঋষি দুর্ভাগা রমণী।
পতি আজ্ঞা—
পশিতে যাদবপুরে
রমণী সম্মান পদে দলি';—
হেন ভাগ্য বিড়ম্বনা,
কেন হরি, লিখেছিলে কারুর ললাটে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রভাস—উপবন।

(বেদীর উপরে বসিয়া সাত্যকি সুরাপান করিতেছিলেন) কারুর সঙ্গিনীগণ পুষ্পমালা হস্তে গাহিতে গাহিতে কারুর সহিত প্রবেশ করিল।

সঙ্গিনীগণ।

কুসুমের মালা গাঁথিয়া,
এনেছি যতনে আজি প্রাণ ধনে উপহার দিব বলিয়া।
হৃদয়ে হৃদয় রাখিয়া,
অধরে অধর চুম্বিয়া,
নয়নে নয়ন বাহুতে বাহু, সোহাগ-বাঁধনে বাঁধিয়া।
এ মধুযামিনী স্বপনে,
বল না কামিনী কেমনে,
নিরাশ নয়নে শুধু চাঁদপানে রহিবে কেবলি চাহিয়া॥

(সঙ্গিনীগণের অন্তরালে গমন)

সাত্যকি। উন্মাদ করেছ বালা, সেই দিন হ'তে,
যবে
সুধাপূর্ণ কুম্ভ মোরে করিলে অর্পণ।
কিন্তু বরাননি,

পিয়াতে কৃপণ কেন
আর সুধা অধরের তব ?

কারু। প্রিয়তম ! ধর ধৈর্য্য ক্ষণেকের তরে,
মিটাইব আশা তব।
ছিল কথা —
পক্ষান্তে মিলিব তোমার সনে,
আজি পূর্ণ পক্ষকাল ;
কর পান সখা !

(সুরাদান)

সাত্যকি। দাও, দাও প্রাণেশ্বরি
ঢাল আর বার পাত্র পূর্ণ করি'

(কারুর পুনরায় সুরাপ্রদান)

কি তীব্র তরল,
অথচ কি সুমধুর সুরা—
ঢল ঢল লাবণ্যেতে ভরা !
এস প্রিয়তমে !
এস হৃদয়-মাঝারে,
ও রূপ-মদির তৃষা মিটাও আমার।
ছি, প্রিয়ে,
কেন যাও স'রে ?
নব বধূ সম কেন কর অভিনয় ?
পেয়েছি তোমারে রাখিব হৃদয়ে।

(হস্তধারণ)

কারু। দেহ হাত ছাড়ি প্রিয়তম,
যাও বিলাস-ভবনে,
বিদায়ি' সঙ্গিনীগণ,
মিলিতেছি আসি তব সনে,
সোহাগ-শয়নে তথা
হ'বে নিশি ভোর জীবনের।

সাত্যকি। ধৈর্য্যহারা ক'র না প্রেয়সি।
এস ত্বরা,
তোমা হারা ধরা শূন্য নয়নে আমার।

কারু। কর সুধা পান পুনঃ।

(সুরাপাত্র দান)

আসিতেছি পশ্চাতে তোমার।

[সাত্যকির প্রস্থান।

(কারু পুষ্পচয়নে প্রবৃত্ত হইলেন)

(কৃতবর্ম্মার প্রবেশ)

কৃতবর্ম্মা। সাত্যকি ভায়া বেড়ে মাল আমদানী করেছ ; এক পাত্র টান্‌লে একেবারে টন্‌টনে ধরা টল্‌টলায়মান, যেমনি তাজা—তেমনি তেজাল, টেনেছ কি অমনি ধেই ধেই নৃত্য। উৎসবের সময়, এমন তেজাল মাল না টান্‌লে কি মজা হয় ? বলদেব ঠাকুর কি—পান্‌সে মাল টানেন—কাদম্বরী ! এর এক পাত্র টান্‌তে পেলে কাদম্বরী আর জন্মেও টান্‌তে চাইবেন না—এ আমি বড় গলা ক'রে বল্‌তে পারি—হাঁ। দেখ না, যেমনি এই নূতন মাল উদরস্থ

হয়েছে, আর অমনি চতুরাং ! আরে বাহবা, মেঘ না চাইতেই জল ! কে বাবা মেয়েমানুষ, ফুলবাগানে লুকোচুরি খেলছ ?

(সুরে) "ভাগ্যবশে যদি বিধি, মিলাইল হেন নিধি"।

এস ভুজপাশে,

ওখানে কেন সুন্দরি ?

(ধরিতে অগ্রসর)

কারু। স্পর্শ নাহি কর মোরে,

আমি বাগ্‌দত্তা নারী বীর সাত্যকির ;

হও যদি অগ্রসর করিব চীৎকার।

কৃত। কেন বেসুরো রাগিণী ভাঁজছ চাঁদ ? সাত্যকি বীর, আর আমি কি অবীর ? একবার বুকখানা বাজিয়েই দেখ না ? কেন দগ্ধে মারছ, একেবারে মেরে ফেল।

কারু। সময় আগত তার !

ছাড় পথ,

যাইতেছি সাত্যকির গৃহে

প্রয়োজন হেতু !

কৃত। প্রয়োজন—তা প্রিয়ে,—

আমিও ত নিতান্ত অপ্রয়োজন নই !

কারু। কহ,

কেন অহেতু রোধিছ মোরে ?

বিলম্ব করিতে নারি,

প্রয়োজন বিশেষ তথায়।

কৃত। তা—এ—অবিশেষ প্রয়োজনটার প্রতি একটু কৃপাকণা দান ক'রলে, আর তোমার বিশেষ প্রযোজনটার বিশেষ হানি হবে না।

(হস্তধারণ)

কারু। ছি, ছি, ছাড় হাত,
কে কোথায় পাইবে দেখিতে,
হেন মুক্তস্থান হয় কি হে প্রেমের বাসর ?
তব সাথে মিলিব আর দিন।

কৃত। তা হ'চ্ছে না,—
অধম—সাত্যকি,
পদাঘাতে খেদাইব তারে।

(সাত্যকির প্রবেশ)

সাত্যকি। কি, কামুক লম্পট !
পদাঘাত করিবারে চাহ মোরে ?
ঘৃণিত কুক্কুর,
যম তোরে করেছে স্মরণ,
দিব সমুচিত প্রতিফল।

কৃতবর্ম্মা। জানা আছে—কত বড় বীর,—
দূত তুই যুদ্ধস্থলে ছিলি পাণ্ডবের।
বীরভোগ্যা নারী,
শৃগালের উপভোগ্য নহে।
সুন্দরি, এস মোর গৃহে।

(কারুর বামহস্ত ধারণ)

সাত্যকি। স্পর্দ্ধিত কুক্কুর।
এত স্পর্দ্ধা তোর!
এই দেখ, ভোগ্যা নারী কা'র।

(কারুর দক্ষিণহস্ত ধারণ)

কারু। দ্বন্দ্ব কর পরস্পরে,
কেন মোরে কর টানাটানি
একা নারী, নহি দুই
কেমনে তুষিব উভয়েরে ?

কৃত। তুমি ত আমায় ভালবেসেছ!

সাত্যকি। মিথ্যা কথা!
অগ্রে মোরে আশাদান করিয়াছে বালা।

কারু। কিবা হেতু, বাক্য-যুদ্ধ কর পরস্পরে ?
কহিয়াছ এই মাত্র—"বীর-ভোগ্যা নারী"।
সেই ভাল,
করহ প্রমাণ,
কেবা হয় বীরত্বে প্রধান;
শ্রেষ্ঠ বীরে আত্মদান করিব নিশ্চয়।

কৃত। সাত্যকি!
খোল তরবার,
বাক্যব্যয়ে নাহি প্রয়োজন।
দেখা যাক—
দ্বন্দ্ব যুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্ব কাহার।
রমণী আমার, নাহি বাধা আর!

(সাত্যকি তরবারি নিষ্কাসিত করিয়া)

সাত্যকি। হও অগ্রসর, ঘৃণিত কুক্কুর।

(কারুর প্রতি)

প্রেয়সি।
বহু ক্ষণকাল।
করিয়া সংহার দুষ্টে,
হৃদয়-আসনে বসাব তোমায়।

(উভয়ের যুদ্ধ, কৃতবর্ম্মার পতন ও মৃত্যু
কারু প্রস্থানোদ্যত)

কোথা যাও প্রিয়তমে ?
বাধা তব করেছি নিপাত।
এস এস হৃদয়-রতন, বক্ষোপরি,
কোথা যাবে সাত্যকিরে করিয়া উন্মাদ ?
রূপসি।
ছাড়িব না অঞ্চল তোমার।

(কারুর অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ)

কারু না, না, রণোন্মত্ত—পানোন্মত্ত তুমি।
ছাড়—ত্রাসে মরি !
(উচ্চৈঃস্বরে) ছাড, ছাড়,—
রক্ষা কর কে আছ কোথায়।

সাত্যকি। কি!

বিনয়ের নহ তুমি কেহ?
দেখি, কেবা রক্ষা করে
সাত্যকির হাত হ'তে।

কারু। কে আছ কোথায়,
রক্ষা কর অবলায়।

(পানোন্মত্ত যাদব-যুবকগণের প্রবেশ)

১ম যাদব। কে বাবা, রাত দুপুরে চীৎকার ক'রে এমন জমাট নেশাটা মাটী ক'রে দিচ্ছ'? একে চীৎকার—তায় বেসুরো, এতে কি আর নেশার জমাট থাকে—না—প্রাণে স্ফূর্ত্তি আসে? যদি নেহাতই চেঁচাবে, তবে একখানা বসন্ত বাহার, কি মালকোষ, কি নিদেন পক্ষে একখানা কামোদ জুড়ে দাও, প্রাণটা নেশায় রঙিন হ'য়ে উঠবে! ধ'রে দাও বাবা!

২য় যাদব। আরে এ যে তোফা মেয়েমানুষ! সাত্যকি মশায় দেখছি উৎসবে এও আমদানী করেছেন। এ দেখছি, একেবারে ষোল-কলায় পূর্ণ। এ সব না হ'লে কি স্ফূর্ত্তি জমাট বাঁধে? যদি এখানে সমজদার কেউ থাকে ত সে এই সাত্যকি মশায়। হাঁ বাবা—স্পষ্ট কথা।

৩য় যাদব। না হে! আমরা সব যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের গুণধর বংশধর থাকতে এমন সোণার চাঁদ বুড়ো সাত্যকির হ'বে? তা হ'চ্ছে না; এস, আমরা একযোগে সাত্যকিকে আক্রমণ করি।

কারু। বীরগণ! আমায় উদ্ধার কর, নইলে নরহত্যাকারী সাত্যকি

আমার দারুণ দুর্দ্দশা করবে। শপথ করছি—আমার উদ্ধারকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠবীরকে আমি আত্মদান করব। ঐ দেখ দুরাত্মা, কৃতবর্ম্মাকে হত্যা করেছে।

সাত্যকি। নারি।

বুঝিয়াছি, প্রহেলিকাময়ী তুমি,

সুরা দানে,

কামকলা-ছলে,

জ্বালায়েছ যে অনল যাদবের পুরে,

সে অনলে,

পানোন্মত্ত—রূপোন্মত্ত পতঙ্গের প্রায়,

পুড়িয়া মরিবে সবে।

করিয়াছি মহাপাপ গণিকার ছলে।

নারি।

এস করি ছিন্ন, শির তব -ছলনার রাশি।

(অসি উত্তোলনে উদ্যত)

কারু। রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে।

যদুবীরগণ। আক্রমণ কর,

একযোগে করি আক্রমণ

কর বধ দুর্ম্মতিরে।

মোরা রামকৃষ্ণ-বংশধর

দেখিব কি নারী-বধ যাদবের পুরে?

৩য় যাদব। নারী ব'লে নারী, মহামারি।

বধ দুষ্টে।

সাত্যকি। আয় দুষ্টগণ,

যম সবে করেছে স্মরণ।

১ম যাদব। ওহে সাত্যকি! এ বীরত্ব রমণীর আঁচল ধরেই শোভা পায়।

২য় যাদব। বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ কেন বাবা? কেটে পড়—কেটে পড়, মানাবে কেন মাণিক? চোক্ রাঙ্গাচ্ছ কেন চাঁদ? তা আমাদের তলয়ারগুলো ভোঁতা নয়, ধারটা একবার পরখ ক'রবে?

সাত্যকি। অসহ্য ধৃষ্টতা!

তবে মর পঙ্গপাল।

(সাত্যকির তরবারি নিষ্কাষণ ও সকলের চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণ,—সাত্যকির পতন ও মৃত্যু)

১ম যাদব। এখন এস সুন্দরি, অধর সুধাদানে তৃপ্ত কর।

২য় যাদব। এ দিকে এস ত সোনার চাঁদ!

৩য় যাদব। সে কি মাণিক, ভুলে যাচ্চ কেন?

কারু। হে বীরগণ,

কহিয়াছি আগে—

"শ্রেষ্ঠ বীর যেই!

তাহারে করিব আত্মদান!"

এস যেবা বীরশ্রেষ্ঠ,

আমি দাসী তার!

১ম যাদব। এস সুন্দরি! আমিই সাত্যকিরে বধ করেছি!

২য় যাদব। ভারি দরদ যে হে! পেছিয়ে পড়—পেছিয়ে পড়। সুন্দরি! সাত্যকি-হন্তা, আর তোমার উদ্ধারকর্ত্তা এই শ্রীমান্!

(অঙ্গুলি দ্বারা নিজ বক্ষ প্রদর্শন)

৩য় যাদব। আরে যাও যাও, চালাকি ক'রতে হ'বে না। সুন্দরি, আমি বীরশ্রেষ্ঠ যাদবের, আমাকে আত্মদান কর।

কারু। দেখুন, আপনারা নিজেদের মধ্যে স্থির করুন, কে বীরশ্রেষ্ঠ; আপনারা শস্ত্র-ব্যবসায়ী, হাতেও অস্ত্র আছে, প্রমাণ করুন না,— কে বীরশ্রেষ্ঠ।

সকলে। বেশ কথা—

বীরভোগ্যা নারী।

অস্ত্রমুখে হোক্ স্থির—কার এ রূপসী।

(পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও বহুলোক হতাহত)

কারু। যাই অন্য ভিতে;

এইরূপে

গৃহ, বন, উপবন, কানন, প্রান্তর,

যেথা পাব যাদবের দল,

দাবানল সম, করিব বিস্তার এরূপ অনল-শিখা;

প্রতারণা করি'

করিব যাদব ধ্বংস,

প্রতিজ্ঞা পালন—ঋষির আদেশ!

যাদবের শ্রেষ্ঠবীর নারায়ণ!

লও প্রভু, জীবন-যৌবন;

তোমারি কারণ,
তোমারি এ ধ্বংস-লীলা !
লীলাময় হরি,
পাদপদ্মে করো না বঞ্চিত।
যৌবন-প্রভাতে,
মধুর মূরতি তব—
করিয়াছে উন্মনা আমায়,
দোষ কার প্রভু ?
ব্যর্থ কেন এ সাধনা ?
প্রার্থনা—প্রাণেশ !
পাদপদ্মে দিও স্থান মরণের কালে।

[প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

প্রভাস প্রান্তর।

অর্জ্জুন ও সুভদ্রা।

অর্জ্জুন। হায় ভদ্রা !
এই কি প্রভাস-তীর্থ
যজ্ঞক্ষেত্র মাধবের ?
কি ভীষণ ধ্বংস-লীলা
লীলাময় হরি !

অশ্রু সম্বরিতে নারি'—
এমন হৃদয়বিদারী দৃশ্য
হেরি' নাই কুরুক্ষেত্র-রণে।
এক নিশারণে
অদ্ভুত এ ধ্বংস-লীলা!

সুভদ্রা। না হও বিস্মিত স্বামি!
সংহারিয়া কুরুকুল,
স্বকুল উচ্ছেদ আজি করিলেন হরি;
হরিয়া যাদবকুল:
উদ্দেশ্য অবশ্য এর আছে গূঢ়তম;
তাঁর কার্য্য, সাধে সদা জগৎ মঙ্গল,
তবে কেন হই বল শোকেতে বিহ্বল!

অর্জ্জুন। শোক কোথা ভদ্রা?
পাষাণে পাবে না জল!
অভিমন্যু উত্তরার স্মৃতি
করেছে কি উন্মাদ আমারে?
জাগে মনে,—
বধূ উত্তরার মরমবিদারী আর্ত্তনাদ।
জাগে মনে,—
সদ্যঃসূত সন্তানে আনিয়া,
কহিল যখন,
"বাবা, মা,
তোমাদের পদতলে করি সমর্পণ

অভিমন্যু দান-অর্ঘ্য শেষ পূজা উত্তরার,
ভারতের ভাবি অধীশ্বরে করহ গ্রহণ,
দেও গো বিদায়—
হইল বরষপূর্ণ, পূর্ণ মনস্কাম।"
পড়িল লুটিয়া ছিন্ন সুবর্ণলতিকা,
পদে দু'জনার,
মা আমার, উঠিল না আর!
বল ভদ্রা,
এত তাপ, পাষাণে কি সহিবারে পারে?

ভদ্রা। তুমি ত ব'লেছ নাথ মোরে কতবার,—
বীরের দৃঢ়তা—ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য কঠোর,
আর্ত্তের রক্ষণ—নীতি, শৌর্য্য—দুষ্কৃতিদলন,
পরার্থে জীবন দান, শোকে সহিষ্ণুতা,
জ্ঞান-বল ক্ষত্রিয়ের যশের পতাকা.
পেয়েছি তোমার মুখে সান্ত্বনার বাণী—
পতি-ধর্ম্ম অনুগামী সতীর আচার,
তাই ত রয়েছি স্থির অধীরতা ভুলি,
তুমি কেন হও তবে শোকে বিচঞ্চল?
চল নাথ, বিলম্বে বহিয়া যায় কাল,
নারায়ণ-পদতলে শ্রান্তি হবে দূর।

অর্জ্জুন। চল ভদ্রা!
গোবিন্দের শ্রীচরণ করিতে দর্শন,
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ।

মহা প্রলয়ের এই ধ্বংস স্তূপে
নাহি হয় গন্তব্য নির্ণয়।

দুর্ব্বাসা। (নেপথ্যে) প্রাণ যায়। পিপাসা প্রবল।
কে আছ কোথায়?
একবিন্দু জল—দারুণ যন্ত্রণা।
জল—জ ল—

ভদ্রা। ওই শোন আর্ত্তনাদ আহত কাহার।

(পট পরিবর্ত্তন)

(হস্তপদবদ্ধ গুরুভার পাষাণপিষ্ট দুর্ব্বাসা

দুর্ব্বাসা। প্রাণ যায়!
বক্ষোপরি গুরুভার পাষাণের স্তূপ,
যন্ত্রণা ভীষণ।
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠতালু।
ওই। ও কি নিদারুণ বিভীষিকা।
অগ্নিশিখা,—
লেলিহান জিহ্বা করিয়া বিস্তার,
গ্রাসিতে আসিছে ওই।
কোথা যাব—কোথায় লুকাব?
কে আছ হেথায়,
রক্ষা কর,—রক্ষা কর—মোরে।

সুভদ্রা। কর নাথ, পাষাণ মোচন,
করহ শুশ্রূষা,

ওই নির্ঝরিণী হ'তে,
আনি বারি অঞ্চল ভিজায়ে।

[প্রস্থান।

(পাষাণ ও বন্ধন্মোচন করিতে করিতে)

অর্জ্জুন। শান্ত হও ঋষি !
এখনি পাইবে জল,
তৃষ্ণা হবে নিবারণ।
গুরুভার পাষাণের ভারে,
পাইয়াছ বড়ই যন্ত্রণা।

দুর্ব্বাসা। পিপাসা,—বড়ই পিপাসা !
জল,—এক বিন্দু জল !

(জল লইয়া সুভদ্রার প্রবেশ)

সুভদ্রা। দেব, বারি কর পান,
নাহি পাত্র,
আনিয়াছি অঞ্চল ভিজায়ে ;
করহ ব্যাদান মুখ,
সিক্ত বস্ত্র করি নিষ্পীড়ন।

(দুর্ব্বাসার জলপান

দুর্ব্বাসা। আঃ ! স্নিগ্ধ হ'ল প্রাণ,
সব জ্বালা দূরে গেল পরশে তোদের।
কে তোমরা আর্ত্ত-বন্ধু, জনক-জননী ?
দেখি, দেখি, বদন তোদের।

এ কি ! সুভদ্রা-অর্জ্জুন !
দূর হ' রে পাপি-পাপীয়সি,
নহে পদাঘাতে ক'রে দেব দূর।

সুভদ্রা। কর শত পদাঘাত দেব,
লব শির পাতি,
কিম্বা দেহ অভিশাপ,—
যন্ত্রণা মরণাধিক,
নাহি ক্ষতি তাহে !
কিন্তু, কেমনে এ আর্ত্তসেবা করিয়া বর্জ্জন,
করিব লঙ্ঘন গোবিন্দের বাণী ?
কেমনে যাইব মোরা,
অসহায় ফেলিয়া তোমায়
মৃত্যু-মুখে ?
সেবা-ধর্ম্ম—সার-ধর্ম্ম,
আর্ত্ত—নারায়ণ।
উত্তেজনা বশে দেব, না হও চঞ্চল,
হও শান্ত,
করি সেবা যুগল-চরণ ;
কর নাথ ব্যজন উষ্ণীষে,
ধন্য হোক্ নারায়ণ-সেবা।

দুর্ব্বাসা। পুনঃ পুনঃ পাপ কৃষ্ণ নাম,
বৃশ্চিক দংশন সম,
বাজিতেছে শ্রবণে আমার !

দূর হও পাষণ্ডের ভগ্নী—ভগ্নীপতি,
স্পর্শ নাহি কর পদ অপবিত্র করে ;
জান না, দুর্ব্বাসা ঋষি কত ভয়ঙ্কর !
কোথা ব্রহ্মতেজ !
রুদ্রতেজ অন্তর্হিত মোর !
শূন্য হেরি চারিদিক।

সুভদ্রা। শান্ত হও ঋষি !
ক্রোধ কর সম্বরণ।
কর কৃষ্ণ-নামামৃত পান,
স্নিগ্ধ হ'বে প্রাণ,
না রহিবে মরণ-যন্ত্রণা।

দুর্ব্বাসা। কি !
কৃষ্ণ নাম লব তোর ঠাঁই ?
কোথা যোগবল,
এস এস পাতকী দণ্ডিতে !
এ কি !
অঙ্গ কেন কাঁপে থর থর !
ওকি !
মেদ মাংস গলিত কঙ্কাল,
গ্রাসিতে আসিছে মোরে !
কি দুর্গন্ধ ভীষণ !
তীব্র গন্ধে যায় প্রাণ !
রক্ষা কর,—রক্ষা কর—

ওই আসে চক্র সুদর্শন
খণ্ড খণ্ড করিবে এখনি !
কোথা যাই,—পলাইয়া পাই পরিত্রাণ !

সুভদ্রা। পাবে পরিত্রাণ,
কর কৃষ্ণ নাম গান,
ইষ্টনাম শ্রীমধুসূদন।

দুর্ব্বাসা। পুনঃ সেই পাপ নাম !

(ভাগ্যচক্রের প্রবেশ)

ভাগ্যচক্র। ঋষি,
করহ স্মরণ ভাগ্যচক্র-কথা !

দুর্ব্বাসা। ভাগ্যচক্র !
এই বুঝি মোর কঠোর তপস্যা ফল ?

ভাগ্যচক্র। হাঁ ঋষি,
ভাগ্য তব অতীব মহান্ !
পতিতপাবনী মাতা শিয়রে যাহার,
তার ভাগ্য মন্দ নহে কভু।
ঋষি, স্মরণ না থাকে যদি,
কহি পুন, ভাগ্যচক্রে করেছ স্বীকার
পালহ শপথ,
কর গীতামৃত পান
মাতার পবিত্র মুখে,
গাও হরে মুরারে, নাম-মহিমার।

(গীত)

অতুল মহিমা হরি নাম-সুধাধার।
পিয়াসা মিটিবে পান কর একবার।
দারুণ যাতনা যাবে, প্রশান্তি উদয় হবে,
ভক্তিমূলে মুক্তি পাবে আনন্দ অপার ॥

(একবার বদনে বল)
(হরে কৃষ্ণ হরে হরে একবার বদনে বল,)
(সকল জ্বালা দূরে যাবে একবার বদনে বল,)

সংসার জলধি জলে উতরিতে অবহেলে,
ভাব সে ব্রজ-গোপালে ভবকর্ণধার ॥

(কোথা আছ হে কাঙ্গালের নাথ)
(আজি তোমার কাঙ্গাল তোমায় ডাকে—)
(একবার হৃদয়ে এস—)
(আমার ত্রিতাপ জ্বালা নিভাইতে—)
(একবার হৃদয়ে এস,)

এস হরি দয়া করি, হৃদয়ের ব্যথা হারি,
মুছাও নয়নবারি করুণা আধার ॥

[প্রস্থান।

(সুভদ্রা হস্ত সঞ্চালনপূর্ব্বক ঋষিকে দিব্যজ্ঞান দান)

দুর্ব্বাসা　　কি শান্তি! কি সুন্দর!
নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপ বিশ্বময়,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একাধারে!

প্রণব কৃষ্ণ—কৃষ্ণ প্রাণারাম—
হরে—মুরারে—কৃষ্ণ,—কৃষ্ণ—ময়—হর—
হ—রে—কৃ—ষ্ণ—

(মৃত্যু)

সুভদ্রা। যাও অশান্ত আত্মা,
দিব্যধাম শান্তি-নিকেতনে।

চতুর্থ দৃশ্য

প্রভাস সমুদ্র তীর।

(নিম্ব.শাখা উপরি শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট)

কাক। উল্কা সম ফিরি,
কোথাও না হেরি!
হরি,
দাও দেখা অভাগীরে।
জীবনের কার্য্য শেষ মোর,
দাও শেষ দেখা!
পতিতা—পীড়িতা—ভীতা—
ভীষণা—বিহ্বলা—আমি!
তবু আশা—দয়াময়!

শুনিয়াছি সুভদ্রা দেবীর মুখে—
পতিতপাবন তুমি!
ওই যে প্রার্থিত আমার,
পতিতারে দিতে দরশন!
এতই করুণা যদি,
পত্নী বলি' দেহ পদে স্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। দূর হও দুর্ব্বাসার অভিচার!
পতি তোর লুটায় শ্মশানে,
আর আসিয়াছ দুষ্টা হেথা—
পর-পতি অভিসারে?
প্রেম-কটু অনার্য্য-রমণী।

কারু। নিষ্ঠুর! পাষাণ! পুনঃ প্রত্যাখ্যান?
রে মাধব!
ভুলি নাই প্রতিজ্ঞা আমার;
পতির পরম বৈরী তুমি।
দলিয়াছ কাল-ফণি-পুচ্ছ পদাঘাতে,—
সহ তার দংশনের জ্বালা।
উপেক্ষিতা নারী,
ব্যাধবৃত্তি তার।
প্রণয়-বিহঙ্গ!
নিষাদের শরে রঞ্জিবে চরণ তব।

(শ্রীকৃষ্ণের পদতলে বাণবিদ্ধ করণ)

শ্রীকৃষ্ণ। এতদিনে পূর্ণ হ'ল দ্বাপরের লীলা।
কান্ধ,
প্রেম-উন্মাদিনী মোর যুগে যুগে,
ত্রেতায় দণ্ডকারণ্যে সূর্পণখা রূপে—
হয়েছিলে উপেক্ষিতা ;
করেছিলে পণ,
অরিরূপে দেবে প্রতিশোধ,
জনমি ধরায় পুন।
সে বাসনা পূর্ণ হ'ল আজ ;
এস সতি! বাঞ্ছিত এ বক্ষে তব ;
পাইয়াছ বহু ক্লেশ,
লয়ে যাই শান্তিময় ধামে।

কান্ধ হায় হরি! এতই চাতুরি?
নির্ম্মম—নিষ্ঠুর!
নারী ব'লে এত মনস্তাপ!
মরণেও শান্তি নাহি দিলে?
শ্রীনাথ, শ্রীহরি!
এ মহা পাপিষ্ঠা কান্ধ,
বর-অঙ্গে তব করিয়াছে অস্ত্রাঘাত ;
শত জন্ম—সহস্র যুগান্ত ধরি'
হৃদয়-শোণিত ঢালি'
কিম্বা নয়নের নীরে,
নাহি হবে এই মহাপাপ প্রক্ষালন!

নারায়ণ, নারায়ণ,
করুণার প্রস্রবণ,
কি করিলে হরি ?
লোকচক্ষে এত হীনা করিলে আমায় ?

শ্রীকৃষ্ণ। খেদ নাহি কর সতি !
দুষ্কৃতি সংহার,
আর সাধুদের পরিত্রাণ হেতু,
যুগ-লীলা হয় অনুষ্ঠিত।
তুমি ও দুর্ব্বাসা আদি
এই যুগে সহায় আমার,
দুষ্কৃতি-সংহার হেতু।
দেহান্তর—নহে মৃত্যু,
আত্মা অবিনাশী।

কাক। ক্ষম অপরাধ,
আর নাহি সাধ বাদ,
পদ্মনাভ ! চিরতরে পদে দেহ স্থান।

(পদতলে পতন ও মৃত্যু)

পঞ্চম দৃশ্য

প্রভাস—প্রান্তর পথ।

(আহত বাসুকি পড়িয়া ছিল, সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

সুভদ্রা। হের ওই দূরে নাথ,
বিদ্ধ শেল বুকে,
অচেতনপ্রায় বীর।
আহা!
যন্ত্রণায় মুখচ্ছবি কালিমা অঙ্কিত।
চল ত্বরা,
শুশ্রূষায় পায় যদি প্রাণ।

(বাসুকির নিকট গমন)

অর্জ্জুন। এ কি!
নাগেন্দ্র বাসুকি!
মৃতপ্রায় শেলাঘাতে!

সুভদ্রা। আহা!
কত কষ্ট সহিতেছে আত্মা এর!
শূর-শ্রেষ্ঠ নাগাধিপ,
হেন দশা কেন হেরি তব?

(সুভদ্রা কর্ত্তৃক বাসুকির মস্তক ক্রোড়োপরি স্থাপন)

বাসুকি। কি সুকোমল স্পর্শ করি অনুভব!

দারুণ যন্ত্রণা যত
মুহূর্ত্তেতে হয় উপশম !
কে মা তুমি করুণা-রূপিণী,
মরণ-যন্ত্রণা কর দূর—
স্নেহ-বারি সিঞ্চনে তোমার ?

সুভদ্রা। নাগরাজ—ভাই,
আমি ছোট বোনটি তোমার—
সুভদ্রা আমার নাম।
পতি মোর পার্থ-রথী,
করিছেন তবে অঙ্গে প্রলেপ লেপন

বাসুকী। সুভদ্রা—অর্জ্জুন !—
চিরশত্রু আমি যাহাদের।
স্বপ্ন কভু নাহি হয় প্রত্যক্ষ এমন !
কহ দেব, কহ দেবি,
ছলনা করিছ কেন আসন্ন সময় ?

সুভদ্রা। নহে মিথ্যা !—
মোরা দোঁহে
কৃষ্ণের আশ্রিত দাস-দাসী,
সেবাধর্ম্ম দিয়াছেন নারায়ণ।
আহতের সেবা—সেবা তাঁর,
শত্রু মিত্র নাহি তথা !

বাসুকি জান নাহি দেবি,
মহাপাপী আমি,—

কামচক্ষে এতদিন দেখেছি তোমায়,
জাতশক্র গণিয়াছি পতিরে তোমার ;
যদুকুল করেছি নির্ম্মূল,
দুর্ব্বাসার কূটচক্রে ভুলি।
এ হেন পাপীরে
কোল দেছ মাতা।
শান্তিময়ী জননি আমার—
আজি হেরি মহাভাগ্য বাসুকির !
আর দেব ধনঞ্জয়,
কি ত্যাগের সৌম্যমূর্ত্তি—দেবতা আমার !
করিতেছ শক্র অঙ্গে ঔষধি-লেপন !
এত দয়া—এত যত্ন !
অপূর্ব্ব শুশ্রূষা—আদর্শ বিশ্বের !—
এই বুঝি,
ধর্ম্মরাজ্য— স্বর্গরাজ্য ধরাতলে !
কর দেবি ক্ষমা.
ভাই ব'লে কোল দেছ দাসে,
দেহ পদাশ্রয়—
মরণ-যাতনা মোর হোক্ অবসান।
ধ্যানের দেবতা—পার্থ মহারথি !
পাই যেন,
তব সম অরি জন্মজন্মান্তরে।

সুভদ্রা। শোক কেন ভাই ?

গাও কৃষ্ণনাম,
ঘুচিবে সকল জ্বালা হৃদয়ের।
কেবা কার শত্রু মিত্র ?
গাও—হরে মুরারে—কৃষ্ণ কেশব জয়,
পুলকে পূরিবে প্রাণ,
পাইবে বিমল শান্তি, ভ্রান্তি হবে দূর।
কর কৃষ্ণ-নামামৃত পান।

বাসুকী। "হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"
ওই শুনি—
বাঁশরীনিনাদ যমুনা-পুলিনে,
হৃদয়-কালিন্দী মোর বহিল উজান!
সুভদ্রা মাতার অঙ্ক—নব বৃন্দাবন,
কৃপা করি' হরি বুঝি করিয়াছ দান।
দাও দেব, দাও দেবি—জনক-জননি,
শ্রীচরণধূলি আজি দাসের মস্তকে,
ত্রিতাপ সান্ত্বনা করি জনমের মত।
ওই—
হৃদয়-নিকুঞ্জে বাঁশরী বাজায় কালা,
বামে
হ্লাদিনী শক্তি,—রাধা বিনোদিনী।
নিভে আসে নয়নের আলো,
অবোধ সন্তানে তব ক্ষমিও জননি!

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।"
না—রা—য়—ণ !

(মৃত্যু)

অর্জ্জুন। ধন্য নাগরাজ, সার্থক জীবন,
মৃত্যুকালে নামগান বাজে কণ্ঠে তব !
কর আশীর্ব্বাদ—
যেন তব সম যায় প্রাণ,
গাহিতে গাহিতে কৃষ্ণনাম।
চল ভদ্রা, উৎকণ্ঠিত প্রাণ মোর
গোবিন্দের পাদপদ্ম দেখিবার আশে।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

প্রভাস সমুদ্রতীর।

বলরামের মুখবিবর হইতে অনন্ত নাগ নির্গত হইতেছে,
অপর পার্শ্বে নিম্ববৃক্ষমূলে বেদিকা উপরি
অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে শ্রীকৃষ্ণ ধ্যানমগ্ন)

(সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের প্রবেশ)

সুভদ্রা। ওই—ওই—সেই
জগৎপূজ্য প্রশান্ত মূরতিদ্বয়,
মগ্ন মহাধ্যানে !

জ্যেষ্ঠ বলদেব
প্রাণবায়ু করি মুক্ত,
নিষ্কাষণ করি' অনন্ত শকতি,
যুগলীলা করিলেন শেষ।
আর ওই
শান্ত সৌম্য বিরাটপুরুষ।
বল হরি,
রক্তোৎপল সম পাদপদ্ম
কে করিল রুধির-রঞ্জিত ?
মাধব ! দাদা ! গুরু !
সুভদ্রার ইষ্টদেব !
চাহ প্রভু বারেকের তরে।
সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ইচ্ছায় তোমার,
তথাপি—
শেলাঘাত পদাম্বুজে করিয়া গ্রহণ,
দেখাইলে—
যে ভাবে যে চাহে ভবে পাইতে তোমারে,
সিদ্ধি লভে সেই মত।
প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা,
সখ্য, দাস্য, সরলতা,
বাৎসল্য, মধুর ভাবময়।
শান্ত শঠ ক্রোধী অরি
দুরাত্মা অধর্ম্মাচারী,

সকল হৃদয়চারী তুমি
বাঞ্ছাকল্পতরু !

শ্রীকৃষ্ণ। সখা, এসেছ ?
বোন্, এসেছ ?
ভদ্রা আদরিণী ভগ্নি,
শিষ্যা, সাধিকা আমার,
চতুর্দ্দশবর্ষব্যাপী নিষ্কাম তপস্যা,
মানব-কল্যাণে সতি করিয়াছ দান ;
সেবাব্রত করুণার পবিত্র প্লাবনে
ধন্য আজি ধরাবাসী ;—
গীতাজ্ঞান প্রচারিত তোমার প্রসাদে ।

অর্জ্জুন জগদ্বন্ধু নারায়ণ,
মহাপাপী অর্জ্জুনের
কেন হেন ভাগ্য-বিড়ম্বনা ?
মহা বৈরী তোমার শ্রীহরি,
অবহেলে ভবার্ণবে হইল উত্তীর্ণ,
সখা বলি অভাগারে,
যাতনার শত অস্ত্রমুখে,
করিবে পরীক্ষা কত আর ?

শ্রীকৃষ্ণ। সখা সব্যসাচি,
প্রিয় সুহৃদ্ আমার,
যুগে যুগে বন্ধু তুমি লীলা-সহচর,
খেদ কেন ভাই ?

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সর্ব্বশঃ।"

প্রভাস ও কুরুক্ষেত্র,
ভাসায়েছি রুধির-প্লাবনে,
অধর্ম্ম উচ্ছেদ হেতু।
মধুময় ব্রজধাম,
হাহারবে হয়েছে উন্মাদ !
রাধা-প্রেম-ঋণবদ্ধ আমি,—
শুধিতে সে ঋণ,
বঙ্গ-পল্লী সুরধুনী-কূলে—
বিপ্রগৃহে লইব জনম ;
সাধিয়া কাঁদিয়া,
দ্বারে দ্বারে নগরে প্রান্তরে,
দীনবেশে,
দূর দেশে করিয়া ভ্রমণ,
পরাভক্তি রাধাপ্রেম করিব প্রচার,
নামগানে ধরা ভেসে যাবে।
কলির প্রাবল্যে যবে,
ধর্ম্মহীন ভক্তিহীন নর—
হবে ম্লেচ্ছাচারী,
কল্কিরূপে করিব সংহার,
প্রলয়-পয়োধিজলে হবে বিশ্ব লয় ;

ভাসিব ক্ষীরোদ-সাগরে পুনঃ,
পুনঃ হবে সত্যের বিকাশ !

(জ্যোতির্বিকাশ)

সুভদ্রা। (অর্জ্জুনের প্রতি) পতি,
জাগ্রত দেবতা সতীর,
কার্য্য শেষ দাসীর তোমার ;
ভার মাত্র নিষ্ক্রিয় এ দেহ !
দেহ আজ্ঞা,
মলিন এ শতছিন্ন
জীর্ণবাস করি পরিহার।
ছিল সাধ প্রাণে,
কৃষ্ণ-বলরাম্ শ্রীমূর্ত্তিযুগলপাশে,
প্রাণেশে আমার করিয়া স্থাপন,
ত্রিদেবের পাদপদ্ম
পূজিবে সুভদ্রা, নিত্য নব অনুরাগে,
ভাগ্যে তাহা পূর্ণ নাহি হ'ল।
প্রার্থনা ভদ্রার—
মূর্ত্তিত্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠা,
জীবনের সাধ তার করিও পূরণ।

অর্জ্জুন। দেবীর আদেশ—
কি ভাগ্য পার্থের !
হেন উচ্চ অভিলাষ,

কত বড় মহাদান—
বাড়াতে সম্মান পতির তোমার!
কিন্তু সতি,
জগন্নাথ বলদেব সহ একাসনে,
ক্ষুদ্র নর অর্জ্জুন পাইবে স্থান,
এ নহে উচিত ;
রামকৃষ্ণ-মূর্ত্তি মাঝে বিরাজিবে
স্নেহময়ী ভগ্নী তাঁহাদের—
অতুল মহিমাময়ী মূর্ত্তি করুণার !
ভারতের দূর প্রান্ত
নীলাচল সমুদ্র-সৈকতে,
কৃষ্ণ-বলরাম-ভদ্রা—জ্ঞান—বল—ভক্তি।
শ্রীমন্দির মাঝে
মূর্ত্তিত্রয় হইবে স্থাপিত।
মহা বেদীতলে বসি',
করিবে অর্চ্চনা ভক্ত তাঁহাদের।
পুরুষোত্তম—মহাতীর্থে,
সমাগত হবে
ভারতের নর-নারী—
আর্য্য ও অনার্য্য,
ভেদনীতি হবে একাকার।
উল্লাসে গাহিবে সবে—জয় জগন্নাথ,
উড়িবে সাম্যের ধ্বজা বিরাট মহান্!

সুভদ্রা। অসমাপ্ত জীবনের যাহা,
পূর্ণ হবে তোমার কৃপায়।

(অর্জ্জুনকে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পদমূলে উপবেশন)

(জ্যোতিঃ প্রকাশ)

স্থির নীল কলেবর !
মহাধ্যানে মহাপ্রাণ,
ক্ষিত্যপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম করি আকর্ষণ,
জ্যোতির্মধ্যে লীন ওই পরম পুরুষ !

যবনিকা